ইউছফ-জোলায়খা

"মোস্‌লেম-পঞ্চসতী" "নির্ব্বাসীতা-হাজেরা" "হজরত এব্রাহীম
গল্প-রাজ বা রমা ভাঁড় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

মির্জ্জা সোলতান আহমদ কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

মূল্য দুই টাকা

প্রাপ্তিস্থান—

ইস্‌লামিক পাবলিশিং হাউস

১৩৯নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মখ্‌দুমী লাইব্রেরী

১৫নং কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য বহি

১।	নির্ব্বাসীতা-হাজেরা	১।০
২।	হজরত এব্রাহিম	১।০
৩।	মোস্‌লেম-পঞ্চসতী	১।০
৪।	রমা-ভাঁড়	।৵০

প্রিণ্টার—মোহাম্মদ আজিজর রহমান

নিউ ক্যালকাটা প্রেস

২১।১ আন্তনী বাগান লেন

কলিকাতা

উপহার।

আমার ——————————————

—————————————— কে

——————————————

নিদর্শন স্বরূপ এই

ইউছুফ-জোলায়খা

পুস্তক খানি

উপহার দিলাম।

তারিখ——————

নিবেদন

খোদার অনুগ্রহে "ইউছফ-জোলায়খা" লইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হইলাম, যদি আমার অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তকের প্রতিও সদাশয় পাঠকগণের অনুগ্রহ দৃষ্টি দেখিতে পাই তাহা হইলে শ্রম স্বার্থক মনে করিব।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ, "কোর্-আন শরীফ" "তফ্ছিরে ফায়দা" "তফ্ছিরে হোছেনী" ও "বাইবেল" প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

১লা কার্ত্তিক ১৩৩৫ সাল

পদিপাড়া
গোপালপুর (পোঃ)
(নোয়াখালী)

আহকারান্নাছ
মির্জ্জা সোলতান আহমদ বেগম গঞ্জী
আফি আনহু।

জোলায়খা

—*:•◯*◯•:*—

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরকুজা ছোলতানে এশ্ক আমদ্ না মান্দ।
কুওতে বাযু ও তাকৃওয়া রা-মহল॥ (১)

সাদী

দাইমা! এই পিয়াস্-ভরা পরাণের আকুল-ব্যথা যদি তোমাকে নিংড়াইয়া দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে, এই ক্ষুদ্র পরাণ খানা কি গভীর ব্যথার চাপে বিকল। ওহো! সে কি নিষ্ঠুর!! যে বুক কখনও ব্যথা-যন্ত্রণার আঁচড় পায় নাই, বিরহের রেশ কাহাকে বলে জানেনা,—কেন? কি লাভে সে বুকে এমন বিষাক্ত খরধার ছুরিকা বসাইয়া দিল? সে কোন অচীন দেশের রাজ-কুমার। আমি ত তাহাকে চিনি না। কেন আসে? কে তাহাকে আসিতে বলে? যদিই বা আসে এই

(১) প্রণয়-রূপ মহারাজ যে স্থানে ক্ষমতার সহিত গমন করে, সেই স্থান হইতে ফিরাইতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই।

অবলার বুকে ছুরি হানিয়া আবার কেন চলিয়া যায়? তাহাতে তাহার লাভ কি? খুন করিয়া তাহার স্বার্থ কি? ওহো! কি রূপ!! সে হাসি-মাখা বাঁকা চোখের কি মধুর চাহনি। ঢল ঢল—ঢল হাসি, প্রেম-ভিজা আদরমাখা কথা। ধরিতে যাইয়া লাজে যড়যড় হই—নত হইয়া পড়ি, পা বাড়াইতে পারিনা,—চোখ মিলিয়া চাহিতে পারিনা। সমস্ত শরীরে আনন্দ-মাখা পুলক শিহরণ জাগিয়া উঠে, না ছুঁইতে ছোঁয়ার পরশ অঙ্গ জুড়িয়া প্রীতি-কাঁপন জাগাইয়া দেয়,—মিলন পুলকে অন্তর বাহির পূর্ণ হয়। সেই পাতলা ঠোঁটের মাধুরী, অধর-আনারের লালিমা, কুন্দ-দাঁতের চিক্ আমার অন্তর বাহিরে কি এক মাদকতা ঢালিয়া দেয়—আমি তাহাতে অসাড় হইয়া পড়িয়া যাই। ধরি ধরি করি, ধরিতে পারিনা। অন্তরে স্মৃতি-ব্যথার বিষ ঢালিয়া কোথায় উধাও হয়—জানিনা, কোন কল্প-রাজ্যের শাহ্‌পরী তার মানস প্রিয়া—তার মন যোগাতে সে চলিয়া যায়।

আমি ত আমার সুখ লইয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতেছিলাম, আনন্দে আমার চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ ছিল। দুঃখ কাহাকে বলে জানিতাম না। বুল-বুল কোকিলের গান শুনিতে শুনিতে সাঁজ না হইতেই অসাড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম,—আর ভোর না হইতেই ফুলের গন্ধ-মাখা শীতল পরশ, ঠাণ্ডা বাতাসের সাদর-আহ্বানে জাগিয়া উঠিতাম। সখিদের সঙ্গে পাখীর গানে মুখরিত ফুলভরা কুঞ্জবনে আনন্দ-গীত গাহিয়া বেড়াইতাম। স্ফূর্ত্তির ঢেউ, আনন্দ-গীতির লহরী আকাশে বাতাসে মাদকতা ছড়াইয়া দিত। কেন দাইমা! সে আমার এমন সুখের পিরামিড ভাঙ্গিয়া দিল? অবলার বুকে সাহারার সায়মুম দাহ ধরাইয়া দিল?

আমার না পাওয়া যে সবই তবুও যেন পাইয়াছি, তাহাকে ভাল বাসিয়াছি, মজিয়াছি ওগো মরিয়াছি। সে আমার। যতদিন দেহ থাকিবে—যতদিন চেতনা থাকিবে—ততদিন সে আমার। ততদিন আমার প্রতি অঙ্গ তাহার

প্রতি অঙ্গের জন্ম আকুলিত হইয়া বলিবে সে আমার। আমি ব্যভিচারিণী হইতে পারিব না, আমার শব্দ ছাড়িতে পারিবে না।

*　　*　　*

ওগো! ওই চাহনীতে বিশ্ব মজেছে
ঝরিয়াছে কত অশ্রুধার
মোরে পাগল করেছে ওই বাঁকা আঁখি
কুল মান রাখা হইল ভার

*　　*　　*

দাইমা! আমার কি মনে হয় জান! আমার মনে হয়, যদি আমি পারিতাম, যদি আমার ক্ষমতায় কুলাইত তাহা হইলে এক এক করিয়া সংসারের এই এক-চখো মানুষগুলির মাথা ঠাণ্ডা করিয়া দিতাম; কেননা তাহারা বুঝে অথচ বুঝে না, নিজের বেলায় বুঝে, অপরের বেলায় সেই বুঝ মাথায় ঢুকেনা, অথবা বুঝ বলিতে তাহাদের ঘটে কিছুই নাই, কিছুই জানেনা, অথচ জানি বলিয়া গর্ব্ব করিতেও তাহারা ছাড়ে না। পাষণ্ডের দল, আপনার মন-মত বিধান দিয়া বসে, আপনার বুঝের দ্বারা অপরের বুঝকে চাপিয়া ধরে, অপরকে গলা টিপিয়া মারিতে চায়, কর্ত্তাগিরির মোহ ছাড়িতে পারে না। আপনার মনে আপনি কর্ত্তা হইয়া বসে।

স্বীকার করি—স্বীকার না করিবারও উপায় নাই—যথার্থই সত্য—আমি আমার অচিন-দেশের মানস-বঁধূর রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়াছি—তাহাকে চিনিনা—শুনিনা জানিনা অথচ কল্পরাজ্যে ছায়ায় স্বপ্নের ঘোরে তাহার ভুবন-ভুলান রূপের ঝুলুস দেখিয়া তাহাকে ভাল বাসিয়াছি! তাহার চরণের সেবাদাসী হইতে সাধ করিয়াছি। সে আমার আমি তাহার, আমি দেহ, সে প্রাণ। স্বপ্নে তাহাকে হাতে পাই, বাহিরের হাতে পাই না, সে অন্তর সিংহাসনে আছে, বাহিরের সিংহাসনে নাই। আমি অন্তর

বাহির সমান করিতে চাই। বাহিরেও তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি। সে অতিরিক্ত ইচ্ছা—অদম্য-পিপাসা, তাহার জন্য আকুল হই। স্বপ্নে যখন সে দেখা দেয়, হাতের ধারে পাই, তখন তাহাকে ধরিতে যাই, সে সরিয়া পড়ে, ধরা দেয় না। অবলা নিধনকারী এই নিষ্ঠুর খেলা খেলে। ঘুমের ঘোর কাটিয়া যায় সে নিশিথ রাত্রেই কৈ গেল? কোথায় গেল? কি হইল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠি, আমার মাথায় যেন বজ্র পড়ে—না পাওয়ার ব্যথায় বক্ষ ভাঙ্গিয়া দেয়, অন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, আমি তখন ছুটি—উন্মাদিনীর মত মানস প্রিয়ের সন্ধানে বাহির হই—ও গো তুমি কোথায়? আঁতি পাতি করিয়া বন-জঙ্গল দেখিতে সাধকরি কোথায় আমার মানস প্রিয়? কোনজঙ্গলে লুকাইয়া আছে? কোন কুঞ্জের পাশে? কোন গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া আমার অবস্থা দেখিতেছে, আমি সেই গাছের—সেই কুঞ্জের খোঁজে ব্যস্ত হই, কাহারও নিষেধ মানি না। পরাধীন মনকে অধীন করিতে পারি না। স্বাধীন শক্তির অভাবে এই দিক সেই দিক ছুটাছুটি করি। হয়ত আমার সেই নিষ্ঠুর বন্ধু আড়াল হইতে আমার অবস্থা দেখিয়া খিল খিল করিয়া হাসে। কৈ গেল? কোথায় গেল বলিয়া হাহাকার করি, ওগো প্রিয়! তুমি কোথায়, বলিয়া চীৎকার করি, ব্যথিত অন্তরের আর্ত্ত-চীৎকারে চতুর্দ্দিক কাঁপাই। ধর্ম্ম আমাকে ফিরাইতে পারে না, বংশ মর্য্যাদা বাধা দিতে পারে না, শাহী মহলের বাঁধন ছিন্ন করিয়া ছুটি—দূর ছাই কুল! কুলই ত আমার কাল। কুল দিয়া আমি কি করিব? মানস-বঁধু ছাড়া যে প্রাণ বাঁচেনা। যেখানে.সেখানে চলিয়া যাই। দিন জানি না, রাত জানি না—জন নির্জ্জন জ্ঞান থাকে না। কেবলই ছুটিয়া বেড়াই। আমার বঁধু ছাড়া অন্য কিছুই নয়ন তলে পড়ে না; আমি দেখি আমার মানস-প্রিয়, আমার সেই দেল-চোরা, আর তার বাঁকা চোখের

চাহনি। আমার আবার ধর্ম্ম কি? আমি প্রেমে পা দিয়াছি, উহাইত প্রেমের ধর্ম্ম।

* * * * *

"ডাল সখি সুরা সাজাও,
পিয়ালা সরম আছে কি তায়?
প্রেমের মরম তারা কি জানে-লো
ধরম যাহার চায়?"

* * * * *

ভালবাসাই অপরাধ জানি কিন্তু এমন কঠিন অপরাধ বলিয়া ত জানি না। পোড়া সংসারের একচখো-মানুষ বিধান দিয়াছে, উহা জোলায়-খার মস্ত অপরাধ, এই অপরাধের ফলে তাহাকে বন্দী কর। মহল ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে দিওনা, সে তাহার মানস বঁধুকে যেন খোঁজ করিতে না পারে, সে পাগল, তাহার কথা শুনিও না। গৃহ ছাড়া হইলেই সর্ব্বনাশ, রাজা ত দূরের কথা রাজ্যের মান ইজ্জত থাকিবে না—কাজেই জোলায়খা বন্দী। আজ দুই বৎসর পর্য্যন্ত বন্দী শাস্তির উপর শাস্তি, এই নরক ভোগ।

অপরের কথা বাদ দাও, পিতা একজন রাজা এই বিস্তৃত প্রদেশের নৃপতি, কোটী কোটী লোকের পালক, বিচারক, তাহার এই বিচার, তাহার সভাসদগণের এই যুক্তি, মন্ত্রিগণের এই পরামর্শ। বলিহারি কি উচিত বিচার! আচ্ছা দাইমা! কমই বল আর বেশীই বল সংসারে কার হৃদয়ে ভালবাসা নাই? মনের মানুষকে পাইলে কে তার ছায়ায় বসিয়া প্রাণ জুড়াইতে চায় না? অন্তরের বাঞ্ছিতকে দেখিলে কে তাহার জন্য আকুল হয় না!' আপনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুকে কে সন্ধান করে না? যদি কেহ না চায়, যদি ভালবাসাহীন এমন কেহ থাকে, সে ত

কিম্ভূত-কিমাকার একটা ঘড় মাত্র, তাহার ত কোন দাম নাই—কোন সত্বা নাই, ভালবাসাহীন যে হৃদয় সে হৃদয় ত মরুভূমি শুধু নীরস শুষ্কতায় পরিপূর্ণ। ভালবাসাহীন জীবের আবার জীবন কি? স্বয়ং স্রষ্টা পর্য্যন্ত ভালবাসার মত্ত সৃষ্টি ত দূরের কথা, তাহা হইলে সকলকেই কারাগারে থাকিতে হইবে কম বেশী ভাবে কারা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, রাজাকেও জেলে দাও। মন্ত্রী আদি সভাসদ সকলকেই শ্রীঘরের জল-যোগে ভর্ত্তি করিয়া দাও, সংসারে প্রাণী-অপ্রাণী ভালবাসা প্রবণ যে কহ আছে সকলেরই হাতে হাত-কড়া লাগাও, স্রষ্টাকে দাও, সকলের আগে তাঁহাকেই বাঁধ—সকলের অপেক্ষা বেশী শক্ত করে।

তাঁহারা আমাকে জেলে দেয়—অবলাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে, নির্দ্দোষের উপর দোষ চাপায়—আর যে নিশিথ রাত্রে আসিয়া আরব বেদুইনের মত অবলার বুকে ছুরি মারিয়া আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসে, —রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নারীর অন্তরের ধন কাড়িয়া লয়—প্রাণ চুরি করিয়া চলিয়া যায়, কেহই তাহাকে বন্দী করে না—একটী প্রণীও তাহাকে ধরিতে যায় না—হায়রে দুনিয়ার বিচার, একচখো মানুষের ব্যবস্থা।

দাই বলিলেন, জোলায়খা! এই এক কথা বার বার বলিয়া লাভ কি? আর কেন? অতীতকে বাদ দাও। বর্ত্তমানের নিকট অতীতের মূল্য নাই—সংসার অতি ভীষণ স্থান; সংসারের সমস্ত নিয়ম কানুনগুলি কেহই মাথা পাতিয়া লইতে চায় না। সমস্ত নিয়ম ত দূরের কথা, একটী নিয়ম বা নীতি-শৃঙ্খলা ও দুই জনের সমান ভাবে মনঃপুত হয় না। যদি সমস্ত নিয়ম কানুন সকলের মনোমত হইত তাহা হইলে সংসারে দুঃখ বলিতে কিছুই থাকিত না, যন্ত্রণার ও স্থান হইত না। দুঃখের পৃষ্ঠেই সুখ, দুঃখের সহিত তুলনাই করিয়াই সুখ, অতএব দুঃখ না থাকিলে সুখও

থাকিত না। সুখের আস্বাদও গঠিত না। অবিরত দুঃখ বা অবিরত সুখের কোন মূল্য নাই। দুঃখ সুখ লইয়াই সংসার। দুঃখ না থাকিলে সংসার থাকিত না। সুখের পাশে থাকিয়া,—সুখকে আড়াল করিয়া দুঃখই কর্ম্মকর্ত্তা রূপে, সৃষ্টি প্রবাহকে রক্ষা করিতেছে; দুঃখ কর সুখ পাইবে অথবা দুঃখ করিও না কোন ফল নাই, সুখও পাইবে না, সুখের আবশ্যকও নাই, সুখ দুঃখ একই কথা অন্তরের বিকার মাত্র। সংসারী ইচ্ছা করিলেই দুঃখকে তাড়াইতে পারে না—আবার পারে। কোথাও সুখ দুঃখ কিছুই নাই। অন্য কথায় সর্ব্বত্রই সুখ দুঃখের রাজত্ব।

রাজ্য শাসন করা অতি কঠিন কাজ। রাজ্য শাসন করিতে হইলে সমাজে সমাজ-বদ্ধভাবে বাস করিতে হইলে অনেক দিগ্ দেখিয়া শুনিয়া কাজ করিতে হয়, ভূতভবিষ্যৎ অনেক ভাবিয়া চলিতে হয়। সমাজ বা রাজনীতি এই উভয়ই অতি কঠিন, উহার কঠোর নিষ্পেষণ হইতে কাহারও অব্যহতি নাই। সমাজ-নীতিজ্ঞ মহাজনদিগের প্রতি দোষারূপ করা উচিত নহে। নিশ্চয় অতি কঠিন অবস্থায় না পড়িয়া তোমার পিতা মাতা তোমার প্রতি এই কঠোর আদেশ জারি করেন নাই, পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি কঠোর হইতে পারেন না, তাঁহাদের অন্যায় ধরিও না, খাঁটী প্রেমের উপদেশ নীরবে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা, নীরবে জ্বলিয়া পুড়িয়া মর। কাহাকেও কিছু বলিও না, ভাল বাসিয়াছ, বাস্, ঐ পর্য্যন্ত কথা; মস্ত রোগ, এই রোগের ঔষধ নাই,—মৃত্যুই ইহার শেষ গতি। পাইব এমন দুরাশা করিও না, ভালবাসার বস্তু পাওয়া সহজ নহে। মরিয়াছ ইহাই সত্য, তবে যদি প্রাণ পাও সে আলাদা কথা। অদৃষ্ট দুর্লক্ষ্য নয় কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য। অদৃষ্টের পরিহাস দেখিয়া ব্যস্ত হইও না, সানন্দে গ্রহণ কর। হয়ত বাঞ্ছিতকে পাইতেও পার; পরিণাম অন্ধকারে, নিশ্চিত ও অনিশ্চি-তের মধ্যে। এইবার যখন সে আসিবে, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও,

কোথায় কি ভাবে তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে। সে যদি তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় বলিয়া দেয়, তাহা হইলে আমি যে প্রকারেই হউক তাহার সহিত তোমার সম্মিলন ঘটাইয়া দিব।

দাই চলিয়া গেল। জোলায়খার দীর্ঘ নিশ্বাস স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া দিল—হে প্রিয়! হে মানস্-বনের যুঁই ফুল!! কোথায় গেলে তোমাকে পাইব? এই অবলাকে যন্ত্রণা দিয়া তোমার লাভ কি? এইবার ধরা দাও, আর লুকাচুরী করিও না জোলায়খার শরীরে আর রক্ত নাই। হে বাঞ্ছিত! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। হে নিষ্ঠুর আর নিষ্ঠুরতা করিও না।

——•——
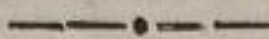
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অদৃষ্ট দুর্লঙ্ঘ্য—দুর্লক্ষ্য নহে।

(মেসকাত অল মসাবিহ)

প্রভাত। দিগন্ত জুড়িয়া নবজীবনের সাড়া ইউছফ তাঁহার পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন হে পিত! "যথার্থই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, একাদশ সংখ্যক নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্য্য আমাকে প্রণিপাত করিতেছে"।

পিতা ইয়াকুব বলিলেন ইউছফ! তোমার এই স্বপ্নের মর্ম্ম স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে,—তুমি ব্যতীত তোমার একাদশ ভ্রাতা আছে, তাহারা এক একটা নক্ষত্র, আমি সূর্য্য আর তোমার মাতা রাহিলাই চন্দ্ররূপে দৃষ্ট হইয়াছে। তোমার প্রতিপালক প্রভু আমাদের মধ্যে তোমাকে এইপ্রকার ভাবে গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ তুমি আমাদের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে। শয়তান মানুষের প্রকাণ্ড শত্রু সে তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতা করিবার জন্য তোমার ভ্রাতাদিগকে উত্তেজিত করিবে। তুমি আপন স্বপ্নের বিষয় ভ্রাতাদের নিকট বলিও না, তাহারা শুনিবামাত্র উহা বুঝিতে পারিবে এবং (হয় ত) তোমার সঙ্গে চক্রান্ত করিবে। তোমার পিতামহ এছহাক ও প্রপিতামহ এব্রাহিমের প্রতি খোদাতালা যে প্রকার দয়া বা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের সন্তানগণের প্রতি সেই প্রকার দয়া বা অনুগ্রহ করিবেন। তিনি কৌশলী ও জ্ঞাতা। তোমাকে স্বপ্ন বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। (১)

*　　*　　*　　*

কি বলিস ভাই। এ দুঃখ কি রাখা যায় ইউছুফ নিতান্ত বালক,

---

(১) ১ম রুকু ছুরে ইউছফ (কোরআন)

তার সহোদর বেনিয়ামিন ত তদপেক্ষাও বালক (২) পিতার কেমন ভ্রান্তি তিনি আমাদের অপেক্ষা তাহাদিগকেই অধিক ভাল বাসেন। ইউছফই যেন অধিক কাজে আসিবে, আমরা হইলাম বহু লোক আমাদের দলই ভারী, আমরাই ত বেশী কাজে আসিবার কথা। পিতা নিশ্চয়ই স্পষ্ট ভুলের মধ্যে আছেন। ইউছফকে বধকর, অর্থাৎ কূপ ইত্যাদি কোন নিভৃত স্থানে নিক্ষেপ কর; তাহা হইলে পিতার ভ্রান্তি দূর হইবে। আমাদিগকে অধিক ভালবাসিবেন এবং আমরাই তাঁহার নিকট উত্তম দল বলিয়া গণ্য হইব।

ইহুদা বলিলেন না, ইউছফকে বধ করিয়া কাজ নাই, সে আমাদের ভাই। তাহাকে কৌশলে লইয়া গিয়া কোন গভীর কূপে ফেলিয়া দাও। হয়ত পথিকদিগের মধ্যে কেহ তাহাকে উঠাইয়া লইবে। আমাদেরও কোন ক্ষতি হইবে না।

* * * * *

সকলে এক মত হইলেন। পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন, হে পিত! তোমার কি হইয়াছে? আমাদিগকে কেন বিশ্বাস করিতেছ না? আমরা যথার্থই ইউছফের হিতাকাঙ্খী। কল্য তাহাকে আমাদের সঙ্গে মেষ চরাইতে পাঠাইয়া দাও। তাহাকে প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিব —সঙ্গে লইয়া খেলা করিব। কোন প্রকার কষ্ট পাইতে দিব না। আমরা সকলেই তাহাকে রক্ষা করিব, বাড়ীতে একাকী থাকিয়া তাহার কষ্টের সীমা নাই। কোন প্রকার খেলা বা আমোদ প্রমোদ করিতে পারে না।

ইয়াকুব বলিলেন তোমরা তাহাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করায় আমি

---

(২) আমরা সময় মত কাজে আসিব আর ইউছফ ও তাহারা ভ্রাতা শিশুপ্রায় বালক কোন কাজে আসিবে। ইউছফের একাদশ ভ্রাতার মধ্যে বেনীয়ামিন নামে একটী মাত্র সহোদর ভ্রাতা ছিল। অপর সকলই বৈমাত্রেয় (তফছিরে ফায়দা)

অত্যন্ত দুঃখিত, যেহেতু তোমরা হয়ত তাহার দিকে লক্ষ্য করিবে না। নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। আমি ইউছফ হারা হইব, শোকে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে।

আমরা এত লোক থাকা স্বত্ত্বেও যদি তাহাকে বাঘে খায়, তাহা হইলে উহা আমাদের পক্ষে বড়ই দুঃখের কথা। উহাতে আমরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হইব। সে আমাদের ছোট ভাই, তাহার প্রতি আমাদের কত স্নেহ, মাঠে কত সুন্দর সুন্দর জিনিষ, ছোট ছোট বনর সমূহের কি মনোহর শোভা, সবুজ বর্ণের রাশিকৃত শস্যপত্র সকল দেখিলে প্রাণ জুড়ায়। ইউছফ সেইগুলি দেখিতে পায় না। সেই জন্য আমাদের মনে কত দুঃখ হয়।

ইউছফও ভ্রাতাদের মুখে মাঠের শোভার ও নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের কথা শুনিয়া তাহাদের সঙ্গে মাঠে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইয়াকুব অগত্য পক্ষে বাধ্য হইয়া সন্তানদিগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। নিজে হাতে ইউছফের বেশ বিন্যাশ করিয়াও কেশ পরিপাটী করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। দেওয়ার সময় ও পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতে ক্রুটী করিলেন না। তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ইউছফকে লইয়া গেলেন। (৩)

---

(৩) তৎকালে ইয়াকুব আপন পিতার প্রবাস দেশে—কনানদেশে (কনান সিরিয়ার অন্তর্গত প্রাচীন ক্ষুদ্র প্রদেশ বিশেষ) বাস করিতেছিলেন। ইয়াকুবের বংশ বৃত্তান্ত এই ইউছফ ১৭ বৎসর বয়সে আপন ভ্রাতৃগণের সঙ্গে পশু পালন করিত। সে বাল্যকালে আপন পিতৃভার্য্যা বিলহার ও শিল্লার পুত্রগণের সহচর ছিল এবং ইউছফ তাহাদের কুব্যবহারের বার্ত্তা পিতার নিকট আনিত। ইউছফ ইছরাইলের (ইয়াকুবের অন্য নাম) বৃদ্ধাবস্থার সন্তান এইজন্য ইছরাইল তাহার সকল পুত্র অপেক্ষা তাহেকে অধিক ভাল বাসিতেন এবং তাহাকে একটী চোগা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পিতা তাহাদের

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দাইমা! আজ আমার আনন্দ, আজ আমার মানস বনের যুঁই ফুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আজ আমার অন্তরের সাথী প্রিয়-বাঞ্ছিত নিশিথে যখন আমার নিকটে আসিয়াছে, তখন তাঁহার পায়ের নিকট যাইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছি। আজ সে পলাইয়া যায় নাই, অভাগিনীর প্রতি সদয় হইয়াছে। ভিখারিণীর কাকুতি-মাখা প্রার্থনা রাজ-রাজেশ্বর মঞ্জুর করিয়াছে। পরিচয় দিয়াছে;—জোলায়খা তুমি যদি আমাকে পাইতে চাও, তাহা হইলে মিশরে গমন কর। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি আছি আজিজের পদে আমাকে পাইবে. এই স্থানে নিরর্থক খোঁজ করিও না, কোন ফল হইবে না। মিশরে খোঁজ কর।"

আমার যাহা পাওয়ার বাকী ছিল আজ আমি সবই পাইয়াছি—পাওয়ার আশ্বাসেই আমার সব পাওয়া হইয়াছে, বুকের ধন বুকে আসিয়াছে। তুমি পিতাকে বলিয়া মিশরের আজিজের সহিত আমার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দাও। প্রেমবিষের কিরূপ যন্ত্রণা প্রেমিক ভিন্ন উহা অপরে জানে না। শত কোটী নরকের একত্রমিলিত আগুনে পড়িয়াও যদি প্রেমাগুণ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় তাহাও মঙ্গল। বিলম্ব করিও না, প্রেমিক চিরকালই ধৈর্য্য হারা।

জোলায়খার কথা শুনিয়া দাইয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। হাজার হউক জোলায়খাকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ যত্নে প্রতি পালন করিয়াছেন। সন্তানের সুখে কে না আনন্দিত হয়, কার অন্তর সুখে পরিপূর্ণ

সকল ভ্রাতা অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভালবাসেন বলিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে দ্বেষ করিত। তাঁহার সঙ্গে প্রণয় ভাবে কথা বলিতে পারিত না। (১-৪ ৩৭ আদিপুস্তক তওরাত)
এইঘটনা খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৭৭৬ অব্দ সংঘটিত হইয়াছে।

হইয়া উঠে না ? রাজার নিকট গমন করিলেন। আপন মনে গড়াপিঠা করিয়া জোলায়খার বিবাহ প্রস্তাব তাহার গোচর করিলেন। রাজার মনপূতঃ হইল রাজা ত তাহাই চায়, জোলায়খার সুখ লইয়াই তাঁহার সুখ। সাধ করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করেন নাই। জোলায়খা তাঁহার প্রাণের টুক্‌রী। এমন সুন্দরী, এমন ফুল-চেহেরা-পরী, গোলাপের মত লজ্জাক-মুখী প্রাণ-প্রতিম কন্যারত্নকে কন্যারই মনমত পাত্রের হাতে সমর্পণ করিতে পারিলে পিতা আর কি চায় ? জোলায়খাকে দেখিতে আসিলেন। কন্যার বন্দীদশা দেখিয়া নয়নজল রাখিতে পারিলেন না। নিজ হাতেই তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। জোলায়খার নয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল। সেই জল আনন্দের কি নিরানন্দের তাহা আমরা বলিতে পারিনা। দুই চারিটা কথা বার্ত্তার পর রাজা আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

* * * *

যথা সময়ে পাত্রমিত্র সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া মিশরের আজিজের নিকট জোলায়খার বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। আজিজের পক্ষে উহা এক হিসাবে বড়ই সুসংবাদ, যেহেতু জোলায়খা একজন স্বাধীন নৃপতির কন্যা আর আজিজ মিশর-রাজের একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র। (১) দ্বিতীয়ত তিনি জোলায়খার ভুবন-মোহন রূপ-লাবণ্যের

(১) তৎকালে (খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৭৭৬ অব্দে) অমালিকির পুত্র নরপতি রুয়ান বা রায়হান মিশরের ফেরাউন ছিলেন (মিশরের প্রাচীন বাদ্‌শাহগণের উপাধি ফেরু বা ফেরাউন) তখন মিশর রাজ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান কর্ম্মচারীর পদ পাইতেন তাহাকে আজিজ উপাধি দেওয়া হইত। উল্লেখিত সময়ে যিনি আজিজের পদে ছিলেন, তাঁহার প্রকৃত নাম "পতিফার" বা পটীফর ছিল। মতান্তরে কথিত আছে পটীফর মিশর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ও রক্ষক ছিলেন।

কথা, পরীস্থানের কল্প-বালাদের রূপ কাহিনীর মত বহু পূর্ব্ব হইতে শুনিয়া আসিতেছেন। কতজনের নিকট কতপ্রকার বর্ণনার গাঁথুনিতে শুনিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। মিশরের পথে-ঘাটে জোলায়খার রূপের কাহিনী উড়িয়া বেড়াইতেছে, ছোট বড় সকলের মুখেই তাঁহার রূপের কথা বর্ণনার মাদকতা মুনির মন ভুলাইয়া দিতেছে। সেই জোলায়খা তাঁহার পানিপ্রার্থী কল্প রাজ্যের হুর তাহাকে পাইবার জন্য ইচ্ছা করেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর নাই। মানুষ ইহা উপেক্ষা করিতে পারে না, স্বর্গ-সুখ কে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? আজিজ কিন্তু এই সুসংবাদেও আন্তরিক গোপন ব্যথায় জ্বলিয়া মরিতেছেন। আপনার অন্তরের ব্যথা অন্তরেই গোপন করিলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। প্রলোভনের বশে, অথবা ভবিষ্যৎ সুখালোকের রেখা দেখিয়া কিংবা পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ-রক্ষার জন্য অবাধ্য অন্তরকে বাধ্য করিয়া এই বিবাহ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন; কিন্তু কাজের অজুহাত দেখাইয়া বলিলেন আমি বর-সাজে সাজিয়া বর্ত্তমান সময় মিশরের বাহিরে কোথায়ও যাইয়া আনন্দে মসগুল থাকিতে পারিব না। তাহা-হইলে মিশরের উন্নতিবিষয়ক বহু রাজকার্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। জোলায়খাকে মিশরে লইয়া আসুন। এখানে রীতিমত আড়ম্বরের সহিত বিবাহ কার্য্য সমাধা করা হইবে।

তাহাই হইল, নির্দ্দিষ্ট সময়ে জোলায়খার পিতা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত শাহী কায়দায় জোলায়খাকে সাজাইয়া মিশরে পাঠাইয়া দিলেন।

জোলায়খার সাজসজ্জার কথা আমরা বলিতে পারিব না; তাহার প্রধান কারণ এই যে, যে সকল শাহী-অলঙ্কার ও পোষাকে জোলায়খা সজ্জিত হইয়াছিল। আমরা উহার একটীরও নাম জানিনা। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, সজ্জিত হওয়ার পরে জোলায়খার যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছিল, তাহা

চির অতুল্য। ক্লিয়পেট্রা এণ্টনির মনমুগ্ধ করিবার জন্য যেই ভুবন-মোহন সাজে সজ্জিত হইয়া নিজেই নিজের সৌন্দর্য্য দর্শনে তন্ময় হইয়াছিলেন, ক্লিয়পেটরার সেই সৌন্দর্য্য জোলায়খার সৌন্দর্য্যের তুলনায় হিরার সঙ্গে কাচের ন্যায় তুলনীয়। ট্রয় নগরের মিলনকুঠিরে হেলেনার, রজরিকের-দত্ত-পোষাকে সজ্জিতা ফ্লোরিডার, নওরোজের মেলায় মোমতাজের, বিবাহবাসরে উপবিষ্টা নুরজাহানের, সৌন্দর্য্য জোলায়খার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সর্ব্বাংশে তুলনার উপযুক্ত হয় নাই। কেননা ইহাদের সকলের অপেক্ষা জোলায়খা যেমন বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন তেমনি বিধাতার স্নেহ দৃষ্টি ও যেন জ্যেষ্ঠা সন্তানের ন্যায় ইহাদের অপেক্ষা অধিক লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; তিনি আপন হাতেই যেন তাঁহাকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া অপর সকলের সম্মুখের আসন তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া ছিলেন। ইহার উপর ফেরেস্তা দুর্লভ রাজকীয় অলঙ্কার ও পোষাক তাঁহার স্বর্ণ অঙ্গের শোভা চতুর্গুণ বর্দ্ধন করিয়াছিল।

কত লোক লস্কর, কত হাতী ঘোড়া, কত রকমের তাবু, লাল, নীল, হল্‌দে, কত রকমের আলো। প্রথমে পতাকাধারীর দল, তাহার পর বাদক, তাহার পশ্চাতে আরবদেশীয় পদাতিক সিপাই, পদাতিকের পরে অশ্বারোহী সৈন্য ইহাদের পশ্চাতে উষ্ট্রারোহী বড় বড় আমির ওম্‌রাহগণ তৎপর বৃহৎ হস্তী পৃষ্ঠে মূল্যবান হাওদায় জোলায়খা ও তাহার দাইমা সকলের পশ্চাতে দাস দাসিগণ রংবেরঙ্গের পোষাকে সজ্জিত হইয়া যাত্রা করিয়াছে। ভাষার এমন শক্তি নাই তাহাদের রূপের বাহার বর্ণনা করে। প্রত্যেকেই যেন এক একটা ডানাকাটা পরী, পরীস্থান ছাড়িয়া তাহাদের শাহপরী সদৃশ জোলায়খাকে লইয়া সখের ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। যেম্‌নি রূপের চমক তেম্‌নি হাসির ঠমক, তদানুরূপ সাজ সজ্জার পরিপাটী। প্রেমিকের মন পাগল করিয়া মনের আনন্দে গমন করিতেছে, কোন

নাগরী হয় ত হাসিমাখা মুখে নাচার ভঙ্গিতে, হঠাৎ আপন-প্রাণপ্রতিম নাগরের মুখের উপর বাঁকা চোখের বাঁকা চাহনি ফেলিয়া গান ধরিয়াছে :—

(আজি) এ চাঁদ কিরণে লও বঁধু লও,
যৌবন মদিরা লুটিয়া।

থাকিবে চাঁদিমা যুগ যুগ ধরি,
হাসিবে ধরণী জ্যোঃতি শাড়ী পরি,
থাকিবেনা তব সখের যৌবন
যাইবে অচিরে টুটিয়া॥

নিমেষের নেশা নিমেষে ফুরা'বে
নিমেষেতে যাবে ছুটিয়া।

জোলায়খার মন আনন্দে বিভোর, মিলন-আশায় পরিপূর্ণ। আজ তাহার প্রাণের রত্ন, ভালবাসার মনি-কাঞ্চন পাইবেন, আকুল পিপাসার অবসান ঘটিবে। অবাধ্য মন অন্তরের অন্তস্থল হইতে ভালবাসিবার কত ফন্দি, কত রসাল কথা বাহির করিতেছে। দেলচোরাকে যখন পাইবে তখন তাহার সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম কোন কথা বলা হইবে, কিভাবে প্রথম সম্মিলন রজনী গত হইবে, বাসর শয্যায় কোন রসাল কথাটা সর্ব্ব প্রথম ভেট দেওয়া হইবে। চারি চোখের মিলন না জানি স্বর্গীয় কোন আনন্দ ধারাই বর্ষণ করিবে, কত শান্তিই জন্মাইবে। স্বর্গসুখ সে ত তুচ্ছ—ইহা অপেক্ষা স্বর্গ আবার কোথায়? স্বর্গে মরণ নাই মরণে আনন্দও নাই, দুনিয়ায় মরণ আছে মনের মানুষের কোলে মাথা রাখিয়া মরণ, সে যে পরম আনন্দ, স্বর্গে সে আনন্দ নাই—সে আজ আনন্দে মসগুল। একবার হয় ত মনে করিতেছে তাহাকে যখন হাতের ধারে পাইব, তখন পায়ের নিকট মাথা রাখিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিব, ওগো

প্রাণেশ !—ওগো দিলচোরা !! তোমার প্রাণ এত শক্ত ! এত নিষ্ঠুরও তুমি ! রূপের ফাঁদে এই অভাগিনীকে ফেলিয়া এতদিন কোথায় লুকাইয়াছিলে ? কেন লুকাইয়াছিলে ? কোথায় থাকিয়া অভাগিনীর যন্ত্রণা দেখিয়াছ ? বিরহ দাহে হতভাগিনীকে ছাই করিয়া তোমার কি লাভ হইয়াছে ? যদি ভালবাসা যাঁচাই করিবার জন্য করিয়া থাক তাহা হইলেও এরূপ করা উচিত হয় নাই। এমন আগুনেও মানুষকে ফেলে। নারী বলিয়াই সহ্য করিয়াছি—

আবার হয়ত মনে হইল, দুই জনের মধ্যে খুব মিল হইয়াছে—দুই দেহে এক প্রাণ, পরস্পর পরস্পরকে চান, কেহই কাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। যত দেখেন ততই দেখিতে সাধ যায় ; চোখে, চোখে থাকিয়াও সাধ মিটে না, চোখের আড়াল হইলেই এক জন আর একজনকে নানাছলে ডাকিয়া পাঠান অথবা বিনা কাজের, কাজের ছলে নিজেই যাইয়া হাজির হন। কত আনন্দ ; কত লুকাচুরী খেলা, মান অভিমানের কত মিঠে-কড়া আনন্দের পালা, দুই জনই সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন। সন্তান-আদি জন্মিয়াছে ; কন্যার বিবাহ বেয়াই আসিয়াছে, এই পর্য্যন্তই শেষ, লজ্জায় জীভ কাটিয়া হয়ত আবার নিজকে নিজে ধিক্কার দিতেছেন, “আঃ পোড়া কপাল ! মরণ আর কি ? নিজেরই বিবাহ হইল না, আর কিনা মেয়ের বিবাহ—বেয়াইর সঙ্গে ইয়ার্কি ? গাছ না হইতে ফলের রস—কেহ শুনে নাই ত, ছিঃ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি, দিবা-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।”

আবার হয়ত স্বামীকে হাতের মধ্যে আনিয়া, ভালবাসার দাস করিয়া, স্বপ্নে দেখা দিয়া যে সকল যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তাহার শোধ লওয়ার অথবা, ভালবাসার কি যন্ত্রণা তাহাকে সাক্ষাৎ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য কৃত্রিম গুমর করিয়া বসিয়া আছেন, ঠিক যেন তিনি আর তাঁহার সঙ্গে সংসার

করিয়া সুখ পান্‌না, ছাড়া-ছাড়ি হইলেই বাঁচেন। ঐরূপ সংসারে বাস করা তাঁহার পক্ষে নরক-ভোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে! প্রেমাতুর স্বামী বেচারা সেই কৃত্রিমতার ভিতরে ঢুকিতে পারেন নাই। প্রাণ প্রিয়াকে এই প্রকার প্রেমের বেদিল দেখিয়া আকাশ পাতাল অন্ধকার দেখিতেছেন, হতভাগার যন্ত্রণার সীমা নাই, উন্মাদের মত ছুটাছুটী করিতেছেন, আর এ দিকে তিনি অন্তরে অন্তরে হাসিয়া লুটাপুটী যাইতেছেন; তার পর চোখের জলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বেচারার সে যাত্রা রক্ষা। * * * * আরও কত, বাঁধুনী নাই।

কন্যা-যাত্রীর দল যতই মিশরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, জোলায়খার প্রাণেশ দর্শন-পিপাসাও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, চঞ্চল মন আর প্রবোধ মানে না, সকল কথা বাদ দিয়া কেবলই সেই কথা—কেবলই সেই নিশিথ প্রতিমার ফুল-চেহারা জাগাইয়া দেয়, অন্য কিছুই ভাল লাগেনা অন্য কথা শুনিতে চায় না :—"সকল কথার মাঝে সে যে কহিতে চায় আপন কথা"।

দেখিতে দেখিতে মিশরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আজিজ মহা আড়ম্বরের সহিত সমাদর করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। আজ আজিজের বাড়ীতেও মহাধূম নাচগান হাসিতাম্‌সা, ইত্যাদি কোন প্রকার আমোদই বাদ পড়ে নাই। আনন্দ হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতেছে মিশরের নামজাদা আমির ওম্‌রাহ্‌ সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। বিবাহ সভার যেমনি পারিপাট্য তেম্‌নি জাঁকজমক আবার তদোপযুক্ত শাহী কায়দায় গুলজার—

জোলায়খা অস্থির হইয়া পড়িলেন, আজিজকে দেখিবার পিপাসা দমন করিতে পারিলেন না, চঞ্চল চোখ আরও অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিল। লজ্জার বাঁধন ছিন্ন করিয়া দাইকে বলিলেন, "দাই মা! তুমি আজিজকে

দেখাইয়া দাও। প্রাণ অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহাকে না দেখিলে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে সজ্ঞানে নামিতে পারিব না।"

জম্‌কালো পোষাকে সজ্জিত-আজিজ বিবাহ সভা উজ্জল করিয়া বসিয়া ছিলেন; দাই বিশেষ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিতে আজিজকে দেখাইয়া দিলেন। জোলায়খার সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল, হায়!—এ কি? জোলায়খা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন কেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"খলের শপথে বৃথা বিশ্বাস স্থাপন,
নিষ্ঠুরের পাশে বৃথা মুক্তি নিবেদন।'

সাদী

—ইউছফ তুই স্বপ্নে কি দেখিয়াছিস?—বল, শীঘ্র করিয়া বল? তোর স্বপ্ন বিবরণ শুনিতে চাই। আমরা তোর ভৃত্য আর তুই আমাদের প্রভু, কি বলিস ইহাই স্বপ্নে দেখিয়াছিস?—আঃ পোড়া কপাল! কর্ত্তাই বটে!

—কেন ভাই, এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি এমন কথা আপনাদিগকে কে বলিল? আপনারা আমার বড় ভাই—আমার প্রভু, আমিই ত আপনাদের ভৃত্য, আমি আপনাদের প্রভু হইব কি প্রকারে?

—না, অ'ত মিষ্টকথা শুনিতেও চাহিনা:; ন্যাকামী ছাড়িয়া দাও। আমরা তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিতে চাই, ফাঁকা কথার ঘুরপেঁচ ত্যাগ কর।

—দেখুন, ভাই সকল! আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা পিতার নিকট ব্যক্ত করিয়াছি। তিনি আপনাদের নিকট সেই স্বপ্নের বিষয় প্রকাশ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। আমাকে ক্ষমা করুণ, আমি তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে পারিব না। তাহা শুনিয়াই বা আপনাদের লাভ কি? সকল স্বপ্নই কি সত্য হয়?

ভ্রাতাগণের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিল। তাঁহারা ইউছফকে মারিবার জন্যই

নিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের একটা ছল মাত্র। ইউছফের মুখে চপেটাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রে মিথ্যা স্বপ্ন-দর্শী বালক! তুই মনে করিয়াছিস্, পিতার নিকট যে স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করিয়াছিস আমরা তোর সেই স্বপ্নের বিষয় শুনিতে পাই নাই,—আমাদের নিকট প্রকাশ করিবার মত লোক সেখানে উপস্থিত ছিল না। (১)

হায়! কি চাতুরী, রে মূর্খ!! আমরা সকল খবর রাখি, অথচ তুই আমাদের নিকট গোপন করিতেছিস। যে সকল নক্ষত্র তোকে প্রণিপাত করিয়াছিল, সেগুলি এখন কোথায়? সেগুলি এখন আসিয়া আমাদের হস্ত হইতে তোকে রক্ষা করুক। নিষ্ঠুর ভ্রাতাগণ চতুর্দ্দিক হইতে ইউছফকে মারিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পরিত্রাণের আশায় ভাই ভাই বলিয়া যেই দিকেই মুখ ফিরাইতে লাগিলেন, সেই দিক হইতে চপেটাঘাত পড়িতে লাগিল, যেই দিকেই দৌড়িলেন সেই দিক হইতেই নিরাশ হইলেন। মুখ ফিরাইবারও সাধ্য রহিল না, শ্বাস ফেলিবারও অবসর হইল না, আঘাতের উপর আঘাত, পাষণ্ড ভ্রাতাগণের মনে বিন্দুমাত্রও দয়া হইল না।

"ভাই ভাই বলিয়া ইউছফ চারি পানে চায়,
প্রত্যেকেই মারে লাঠি ইউছফের গায়।"

ইউছফ আর্ত্ত-চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "হায়! হায়!! কি সর্ব্বনাশ! আমি ত আপনাদের কোন অনিষ্ট করি নাই, ভাই হইয়া আমাকে কেন মারিতেছেন, এই প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন?

---

(১) কথিত আছে ইউছফ যে সময় আপন স্বপ্নের বিষয় স্বীয় পিতার নিকট ব্যক্ত করেন, সেই সময় তাঁহার ভ্রাতাদের হিতাকাঙ্ক্ষী জনৈক দাসী সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, সে উহা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করে।

আমাকে দুর্ব্বল শিশু পাইয়া বধ করিবেন না। একবার বৃদ্ধ পিতার বিষণ্ণ স্মরণ করুণ, তাঁহার নিকট কি বলিয়া মুখ দেখাইবেন? আপনারা কি তাঁহার নিকট আমাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসেন নাই। আমাকে মারিয়া আপনাদের কি লাভ হইবে? হায়! আপনাদের মনে কি এই ছিল? এইজন্যই কি আনিয়াছেন? আর মারিবেন না রক্ষা করুণ! এই দেখুন হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মুখ হইতে রক্ত পড়িতেছে, বুকের অস্থি চূর্ণ হইয়াছে। আর না—আর মারিবেন না। প্রাণ যায়;—ভাই! ভাই!! প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি, আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, আশ্রয় দান করুণ; প্রাণ দান করুণ। আমি আপনাদের দাসত্ব করিয়াই দিন কাটাইব, অন্য কিছুই চাহিব না। সংসারের এক কোনে, সামান্য একটু স্থান পাইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে, প্রভুত্বের আমার আবশ্যক নাই। আমি প্রভুত্ব চাহি না। ভাই রুবেন তোমারও এই ব্যবহার। আশ্রয় পাইব আশা করিয়া তোমার নিকট দৌড়িয়া আসিলাম, তুমিও মারিতেছ, আশ্রয় দেওয়া দূরের কথা। হায়! হায়!! কে আমাকে রক্ষা করিবে? খোদা! খোদা!! হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়!!! তুমি র—" আর বলিতে পারিলেন না, পশ্চাৎ হইতে গলার উপর এক কঠিন আঘাত পাইয়া পড়িয়া গেলেন।

মৃত্যুর বেশী বাকীও নাই। ইহুদা ইউছফের অবস্থা দেখিয়া অপর সকলকে বলিলেন, "না, ইহাকে প্রাণে মারিয়া কাজ নাই। হাজার হউক আমাদের ভাই, ইহার রক্তে হস্ত রঞ্জিত করিব না। চল, অদূরস্থিত ঐ কূপে ইহাকে নিক্ষেপ করি।" বহু তর্ক বিতর্কের পর সকলেই একমত হইয়া ইহুদার কথানুসারে তাহাকে সেই গভীর কূপে নিক্ষেপ করাই স্থির করিলেন। ইউফের শরীর হইতে জামা ও কাপড়াদি খুলিয়া তাঁহাকে কূপে ফেলিয়া দিলেন।

তাঁহাদের এই নিদারুণ কার্য্যে বৃদ্ধ পিতা কতদূর যে দুঃখিত হইবেন সেই বিষয়ে, একবার চিন্তা ও করিলেন না। (১)

* * * *

লীলাময়ের লীলা বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই। তাঁহার অনন্ত লীলা। তিনিই প্রাণীকে বিপদে নিক্ষেপ করেন আবার তিনিই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার যেমনি অসীম ক্ষমতা তেমনি অসীম উদ্দেশ্য; ইউছফকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার ভ্রাতাগণ আপনাপন কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছেন। পিতার নিকট যাইয়া কি বলিয়া মুখ দেখাইবেন, সেই বিষয়ে সামান্য চিন্তাও করিতেছেন না। বরং কেহ কেহ অপরাপর দিবসেরমত নির্ব্বিকার-চিত্তে আমোদপ্রমোদ করিতেছেন। এমন সময় মদয়ন বাসী ইছমাইল বংশীয় একদল বণিক গিলিয়দ হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (২) বণিক দল নানা-বিধ সুগন্ধি দ্রব্য,

---

(১) ইউছফের ভ্রাতাগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে চপেটাঘাত করিলেন এবং ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল ওষ্ঠাগত প্রাণ সেই সুকুমার শিশুকে কণ্টকাময় ভূমির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহার জন্মভূমি কনান হইতে নয় মাইল দূরে অবস্থিত। এক অন্ধকার গম্ভীর কূপে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার গাত্র বস্ত্র সকল কাড়িয়া লইলেন। খোদা তখন স্বর্গীয় প্রধান দূত জীব্রাইলকে পাঠাইয়া জানাইয়া দিলেন তোমাকে শীঘ্রই উদ্ধার করিয়া উন্নতপদ প্রদান করা হইবে। পরে এমন সময় আসিবে যখন তুমি তোমার ভ্রাতাদিগকে ঐ নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করিবে তাহারা তোমাকে চিনিতে পারিবে না (তফছিরে হোছেনী)

(খোদা বলিতেছেন) আমি তাহার (ইউছফের) প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম অবশ্য তুমি তাহাদিগকে তাহাদের এই কার্য্যের সংবাদ দান করিবে এবং তাহারা চিনিবে না।

(ছুরে ইউছফ পঞ্চদশ আয়েত দ্বিতীয় রুকু কোরআন)

(২) কোর-আনে এই সম্বন্ধে উক্ত আছে, "একদল পথিক উপস্থিত হইল, অনন্তর তাহারা স্বীয় জল উত্তোলনকারীকে প্রেরণ করিল, পরে সে আপন জল পাত্র [সেই]

গুগগুল ও গন্ধরস লইয়া উষ্ট্র বাহনে মিশর গমন করিতেছিলেন। বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে আগমন করায় তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। জল সংগ্রহ করিবার জন্ত অগ্রগামী জলোত্তোলন-কারীকে কূপে পাঠাইয়া দিলেন। সে দলভ নামক জল পাত্র জলে ফেলিয়া দিল, ইউছফ সে দলভের রজ্জু ধরিয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন। জলোত্তোলন-কারী আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এ কি এত ভারি বোধ হইতেছে কেন? সাধ্য পরিমাণ চেষ্টা করিয়াও একা উঠাইতে পারিল না। দলপতি বোশয়াকে ডাকিয়া তাহার সাহায্যে দলভ টানিয়া উপরে উঠাইল। এই অচিন্তনীয় ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক। এই পরমরূপবান বালক কূপের ভিতরে কি প্রকারে আসিল? কোথা হইতে আসিল? কে ফেলিল? কেহ শত্রুতা করিয়া কূপে ফেলে নাই ত, ইত্যাদি বহুপ্রশ্ন একত্র হইয়া তাহাদিগকে অবাক করিয়া তুলিল। প্রত্যেকেই একবার ইউছফের দিকে অন্তবার দলের অপরাপর লোকের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিলেন। (১)

ইহুদা প্রভৃতি ইউছফের ভ্রাতাগণ নিকটে ছিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে দৌড়িয়া আসিলেন। প্রথমেই ইউছফকে ভয় দেখাইয়া আরবী ভাষায় বলিলেন দেখ্! আমারা যাহা বলি, তাহার

কূপে নিক্ষেপ করিল, সে বলিল, "ওহে সুসংবাদ হায়! এই এক বালক, তাহারা তাহাকে [ইউছফকে] মূলধনরূপে লুকাইয়া রাখিল, তাহারা যাহা করিতেছিল, খোদা তাহা অবগত, তাহারা [ইউছফের ভ্রাতারা] তাহাকে সামান্ত কয়েকটী গণিত মুল্যে বিক্রয় করিল [যেহেতু] তাহার প্রতি তাহারা অসন্তুষ্ট ছিল। [রুকু ২ আয়েত ১৯-২০ ছুরে ইউছফ—কোর-আন]

(১) কথিত আছে ইউছফের ভ্রাতাগণ রজ্জুর সাহায্যে তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করেন, সেইজন্য ইউছফ অধিক আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। কূপে অধিক জল ছিল না উহার নিম্নে একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর ছিল। ইউছফ তাহার উপরে বসিয়াছিলেন কূপটী অত্যন্ত গভীর থাকায় উর্দ্ধ হইতে তাঁহাকে দেখা যাইতেছিল না। (তফছিরে কায়দা)

বিপরীত কিছু বলিলে এখনই তোর মাথা চূর্ণ করিয়া দিব, সাবধান!” ইউছফ কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভ্রাতাদের ভয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না, নীরবে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। ভ্রাতারা বলিলেন “এ বালক আমাদের গোলাম, এ বড় দুষ্টও অবাধ্য। কোন প্রকারেই শাসনে রাখিতে না পারিয়া কূপে নিক্ষেপ করিয়াছি। আমরা ইহাকে বিক্রী করিব। তোমাদের যদি ইচ্ছা হয় ইহাকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাও; অধিক মূল্য দিতে হইবে না। এমন দুরন্ত গোলামে আমাদের আবশ্যক নাই। কোন দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া ইহাকে বিক্রী করিয়া ফেলিও।”

বণিকদল তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, দুই চারিটি কথা-বার্ত্তার পর সামান্য আঠারটী দেরেম (আরবীয় মুদ্রা) ইউছফের মূল্য ধার্য্য হইল। বণিকদল উহা প্রদান করিলেন। ইহুদা ব্যতীত ইউছফের বৈমাত্রেয় অপর নয় ভ্রাতার প্রত্যেকেই দুই দেরেম করিয়া উক্ত মুদ্রা গ্রহণ করিলেন।

ভ্রাতাদের মধ্যে একজন ইউছফকে উপহাস করিয়া আরবীতে বলিলেন, “এই ত তোর মূল্য, এই ত তোর রূপের দাম; মাত্র আঠার দেরেম। আর তুই আমাদের প্রভু—আমরা তোর গোলাম হইব বটে—?” ইউছফের বুক ফাটিয়া কান্না আসিল।

ইউছফের মূল্য জানে নবি ইয়াকুব
নয়ন যাহার আলো করে যার রূপ।
হিয়ার কি মূল্য জানে অনাসক্ত জন,
বিনিময়ে কাচ যেবা করিবে গ্রহণ।

মনে হইল একবার বলি “হায়! তোমরা আমার মূল্যের কি বুঝিবে? আমার মূল্য জানে আমার পিতা ইয়াকুব, যিনি মুহূর্ত্তকালও আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না, যিনি আমার সামান্য একটি নখের জন্যও

জগতের সমস্ত বিলাইয়া দিতে পারেন, বেহেস্তের বাদশাহী তুচ্ছ জ্ঞান করেন, আমার রূপ যাঁহার অন্তর বাহির আলো করিয়া রাখিয়াছে, আমি যাঁহার কলেজার টুক্‌রা, বুকের রক্ত, নয়নের মণি—আমার সেই পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি আমার মূল্য বলিয়া দিবেন। হায়! নির্ব্বোধ সকল এই নিষ্ঠুর ঘটনা আমূল তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি কতদূর শোকগ্রস্থ হইবেন সেই বিষয়ে একবার চিন্তা করিয়া দেখ। পুত্র হইয়া পিতার মনে এমন কষ্ট দিয়াছ, ভ্রাতা: হইয়া শিশুপ্রায় ভ্রাতাকে গোলামরূপে বিক্রী করিয়াছ, কোথায় আপন কৃত কার্য্যের জন্য লজ্জিত হইবে, তাহা না হইয়া উপহাস করিতেছ? এত নিষ্ঠুর তোমরা, এমন পাষাণের মত মন তোমাদের, জানিনা, প্রতিপালক প্রভু কি পদার্থের দ্বারা তোমাদের হৃদয় গঠন করিয়াছেন।” কিন্তু বলিতে পারিলেন না। মনে মনে বলিলেন, “দয়াময় প্রভু আপন দয়া দ্বারা তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, তোমরা নির্ব্বোধ, তোমাদের আবার দোষ কি? নির্ব্বোধ ছাড়া এমন কাজ কে: করিতে পারে? নির্ব্বোধ সর্ব্বাবস্থাতেই ক্ষমার পাত্র। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম খোদাও ক্ষমা করুন।

ভ্রাতাগণ চলিয়া গেলেন। বণিকদলও ইউছফকে লইয়া মিশর যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রাতাদিগকে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ ইউছফ ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন, নীরব রোদনে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার কেবলই মনে হইল, “হায়! না জানি পিতা ইয়াকুবের কি দশা হইবে। তিনি কি প্রকারে আমাকে না দেখিয়া থাকিবেন? এই নিদারুণ সংবাদ তিনি জানিতে পারিবেন কি? কেহ তাঁহার নিকট উহা ব্যক্ত করিবেন কি? হায় হায়! যে পিতা আমাকে মুহূর্ত্ত না দেখিলে প্রলয় জ্ঞান করিতেন আমি এখন তাঁহার নয়নতল হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইতেছি। চিরজীবনের জন্য

তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছি। ওহো! জানি না তাঁহার কি দশা হইবে ?”

সন্ধ্যার সময় ভ্রাতাগণের মনে ভাবনা হইল। তাইত বৃদ্ধপিতার নিকট যাইয়া এখন কি বলিব ? ইউছফ সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বেই আমাদিগকে বিশ্বাস করেন নাই, এখন তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইবার উপযুক্ত কোন যুক্তির আবশ্যক ; যুক্তি স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। সকলেই একমত হইয়া ইউছফের চোগা রক্তে রঞ্জিত করিলেন।

পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন “হায়! হায়!! আমরা সত্য বলিলেও এখন তুমি আমাদের কথা বিশ্বাস করিবে না, হা অদৃষ্ট ! আমরা যথার্থই বলিতেছি, হারজিত করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম, ইউছফের কথা স্মরণ ছিল না, সে আমাদের জিনিষপত্রের নিকটে ছিল। বলিতে বুক ফাটিয়া যায়,—(হৃদয় বিদীর্ণ হয়)। এই অবসরে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে ; আমরা আসিয়া তাহার এই বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই পাই নাই। (হায়! হায়!! কি সর্ব্বনাশ!!—কি সর্ব্বনাশ, ওহো! ইউছফ! তুই কোথায় ?) (২য় রুকু ১৭ আয়েত ছুরে ইউছফ কোর আন)।

সেই মুহূর্ত্তে কোন অসাধারণ শক্তিশালী যাদুকর যেন ইয়াকুবের সম্মুখ হইতে জগতের যাবতীয় পদার্থ দূরে সরাইয়া তাঁহাকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করিল, অথবা হস্তপদ বাঁধিয়া আকাশের উর্দ্ধদেশ হইতে ছাড়িয়া দিল, আর তিনি পাতালে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইলেন।—পাঠক! একবার অনুভব করুন মহাপুরুষ ইয়াকুবের তৎকালীন অবস্থা। তাঁহার নয়ন হইতে জল বাহির হইল না, মুখ হইতে শব্দ হইল না, তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক শিরা—রক্ত মাংসের প্রত্যেক কণিকা, তন্মুহূর্ত্তে আপনাপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল। পলকহীন

চোক্ষের শূন্য-দৃষ্টি মিথ্যা রক্তে-রঞ্জিত ইউছফের জামাকাপড়ের উপর আবদ্ধ রহিল, এই অবস্থায় প্রহরাধিক কাল গত হইল, চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। প্রাণাধিক পুত্রের জন্য তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ঝর্ণাধারায় জল পড়িতে লাগিল। আদ্যন্ত কিছুই তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। শোকে দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলেন কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না। সমস্তই খোদার ইচ্ছা, ক্ষমতা মাত্রই তাঁহার, মানুষের কোনই ক্ষমতা নাই, তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার কোন গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে—ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া ধৈর্য্য ধরিলেন ;

পুত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষ কিছু বলিলেন না, কেবল মাত্র বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন :—"ইহা তোমাদের চক্রান্ত, বরং তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন এক কার্য্য প্রস্তুত করিয়াছে, আর অধিক কি বলিব ধৈর্য্যই উত্তম। তোমরা যাহা বলিতেছ (আমি) সেই জন্য খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি (খোদাই যথার্থ সাহায্যকারী) (১৮ আ ২রু ছুরে ইউছফ, কোর-আন)

——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"যে চায় যারে পায়না, প্রেমের একি উল্টো খেলা,
যে যারে চায়না ফিরে, সে ওলো সই ঘটায় জ্বালা।"

আজিজের অন্দরমহলে একটি ক্ষুদ্র গৃহে জোলায়খাকে লইয়া দাই একাকী বিমর্ষাবস্থায় বসিয়া আছেন। অৰ্দ্ধমূৰ্চ্ছিতা জোলায়খা তাঁহার উরুদেশে মাথা রাখিয়া শায়িত অবস্থায় নয়ন জলে বুক ভাসাইতেছেন। গৃহ নীরব। দাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া। বহুক্ষণ গত হইল। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জোলায়খা বলিলেন "দাইমা! আমার মানস-প্রতিমা-অন্তর মন্দিরের গোপন দেবতা কোথায়? যাঁহার রূপের ছটায় আমার অন্তর বাহির আলোকিত হইয়া রহিয়াছে, আমার সেই কান্তির সাগর রূপের মুরারী কোথায়? যাঁহাকে আমি ভালবাসিয়াছি, যাঁহার জন্য আমি পাগল হইয়াছি, স্বপ্নের ঘোরে অন্তর বাহির সব কিছু যাঁহাকে দান করিয়াছি, পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে যাঁহার রূপের ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছি, আমার সেই বুকের ধন, অন্তরের মণি, দেল-চোরা কোথায়? যাঁহার চিন্তা করিয়া কারা যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দ লাভে সমর্থ হইয়াছি, যাঁহার বিরহ রূপ দাবাগ্নি দাহ অন্তরকে দগ্ধ করিতেছে, যাঁহার মিলন পিপাসা মিশর পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছে, যাঁহার দর্শন লাভের আশায় রাজ সুখ সম্ভোগ ত্যাগ করিয়াছি আমার অন্তর সিংহাসনের সেই সম্রাট কোথায়? কোথায়—অন্তর্হিত হইয়াছে? কোন অচিন দেশে উধাও হইয়াছে? সকল মুখের মাঝখানে যেই মুখ আমার অন্তরে চন্দ্রের মত তুলনাহীন অবস্থায় অঙ্কিত

হইয়া রহিয়াছে, যেই মুখ সমস্ত জীবন পূর্ণ দেখিয়াও দেখিবার সাধ মিটিবে না, আমি চাই সেই মুখ—সেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমুখ, ধন চাহিনা, রত্ন চাহিনা রাজ সিংহাসন চাহি না, মান গৌরবেরও আমার আবশ্যক নাই, আমি চাই শুধু সেই মুখ। সেই মুখ যাহার তুলনা নাই, তুলনা নাই—কোথাও যাহার তুলনা দেখি নাই, স্বর্গের শাহী যাহার নিকট তুচ্ছ। যে মুখের ছায়ারেখাও আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া পুলক শিহরণ জাগাইতে সক্ষম, এ মুখ সে মুখ নয়। আমি ইহাকে চাহিনা। এই মুখের জন্য আমি মিশরে আসি নাই। জগত আমার ব্যথা বুঝিবে না—আমি জগৎ চাহি না—। এই আজিজ সেই আজিজ নয়, যেই আজিজ আমাকে মিশরে আসিতে বলিয়াছে, আমাকে আকাশে তুলিয়াছে, সামান্য আশা দ্বারাও সপ্ত স্বর্গের সম্মিলিত সুখ দানে সমর্থ হইয়াছে সে আজিজের তুলনায় এ আজিজ কিছুই নয়, আমি চন্দ্রের প্রত্যাশী, খদ্যোৎ চাহিনা, নির্ম্মল সরোবর ত্যাগ করিয়া ময়লা নর্দ্দমায় সাঁতার কাটিতে পারিব না। হায়! হায়!! কি হইল, আমার প্রিয়-বাঞ্ছিত কোথায় লুকাইয়া রহিল, অবলাকে আশার কুহকে আকাশে তুলিয়া পাতালে ফেলিয়া দিল কেন? আদরে বুকে টানিয়া বিষমাখা ছুরির আঘাত করিল কেন? খুনের উপর খুন,—মরার বুকে ছুরির আঘাত কিজন্য করিল। অভাগিনীর কুঁচা সোনা কোন বনে হারাইয়া গেল? কোন নিষ্ঠুর কাড়িয়া লইল? আমি বুকের ধারে পাইয়া কেন তাঁহাকে পাইলাম না—আমার সাগর ছেঁচাই যে সার হইল, মাণিক কোথায় লুকাইল?"

পাঠক জোলায়খা যে সময় আজিজকে বিবাহ সভায় দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে সময় চতুর চূড়ামণি দাই তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সাবধানে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। জোলায়খার জন্য পূর্ব্ব হইতে যে গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সে গৃহে সমস্ত কায়দা কানুন রক্ষা করিয়া

সতর্কতার সহিত প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যাহার নিকট একান্ত পক্ষে প্রকাশ না করিলেই নয়, কেবল মাত্র তাহারই নিকট জোলায়থার অবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন,—কিন্তু প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া বলিয়াছেন, "আপনারা কোনপ্রকার চিন্তা করিবেন না, পথের শ্রান্তিতে এই অবস্থা ঘটিয়াছে; যতদূর সম্ভব শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। তাঁহাকে আমার নিকট থাকিতে দিন। আত্মীয় স্বজনের বিরহ তাহাকে অধিকতর কাতর করিয়াছে; অপরিচিত লোকের সঙ্গে একত্রে থাকিলে কিংবা তাহাদের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিতে গেলে, তাহার পরিবারস্থ প্রিয়জনের বিরহ তাহাকে আরও বেশী কাতর করিয়া ফেলিবে। সে জীবনে কখনও আপন মাতাপিতা হইতে পৃথক হয় নাই, আপন গৃহ ত্যাগ করিয়াও কোথাও গমন করে নাই" দাইয়ের এই প্রকার সরল উক্তি সকলেই বিশ্বাস করিলেন এবং তাঁহাকে জোলায়থার সহিত এই নির্জ্জন গৃহে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

জোলায়থার একবার চৈতন্য দেখা দেয়, আবার চৈতন্য লোপ পাইয়া যায়। যে সময় চৈতন্য থাকে না সে সময়টাই তাঁহার পক্ষে ভাল। চেতনা জন্মিলে শত সহস্র বিষাক্ত সর্পের একত্র দংশনের ন্যায় কঠিন যন্ত্রণা তাঁহাকে নিষ্পেষণ করিতে থাকে; সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাইয়া ছাই করে। ক্রমে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, দাই তাঁহাকে নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন, "জোলায়খা সাবধান! এখন অধৈর্য্য হইলে চলিবেনা। সতর্কতার সহিত আত্মরক্ষা কর। তোমার এই অবস্থার সম্যক কারণ ব্যক্ত হইলে, ভীষণ অমঙ্গলের সৃষ্টি হইবে। তোমার সহযাত্রিগণের সমস্ত আশা ভরসা নষ্ট হইবে কাহারও লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না, প্রাণে বাঁচিবে কিনা সন্দেহ। এখন ধৈর্য্য ধর। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা, যখন যাহা করিতে হয় পরে করিব।" জোলায়থার মুখে পূর্ব্বোক্ত কথা

শুনিয়া দাই বলিলেন, "তোমার মানস বঁধু স্বপ্নে যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহা স্মরণ কর। মিশরের বর্ত্তমান আজিজকে বিবাহ করিবার কথা সে বলে নাই; আর সে যে বর্ত্তমানে মিশরের আজিজের পদে কাজ করিতেছে এমন কথাও বলে নাই। কেবল মাত্র তোমাকে মিশরে সন্ধান করিবার জন্য বলিয়াছে এবং মিশরের আজিজের পদে তাহাকে পাইবে এ দুইটি কথাই বলিয়াছে—তাহা হইলে এত উতলা হইতেছ কেন? কিছুইত হয় নাই, সামান্য ভুল হইয়াছে মাত্র, নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। মনে কর তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছ, সে এই মিশরেই আছে; হয়ত অল্পদিনের মধ্যে বর্ত্তমান আজিজের মৃত্যু হইবে, কিংবা কোন বিশেষ কারণে ইনি বাধ্য হইয়া পদ ছাড়িয়া দিবেন, সেই সুযোগে তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হইবেন আর তুমিও তখন তাহাকে পাইবে; নিরাশ হইও না। এই সকল কথা পূর্ব্বে না ভাবিয়া সহসা এই আজিজকে বিবাহ করিতে চাওয়াই অন্যায় হইয়াছে। তুমি রূপের মোহে অধৈর্য্য হইয়াই এই অনর্থ ঘটাইয়াছ, যাহা হইবার হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই' অতীতের উপর কাহারও হাত ন্যাই। এখন যাহাতে এ আজিজের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইতে না পারে আমি, তাহার উপায় করিতেছি, তুমি আপন মনকে স্ববশে আনিয়া সতর্ক হও, অধৈর্য্য হইয়া অনর্থের সৃষ্টি করিও না।"

জোলায়খার সঙ্গে কথা শেষ করিয়াই দাই আজিজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আজিজও যথা সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া খুব বিজ্ঞের মত ধীর ভাবে বলিলেন, "বাবা একটা অতি নিদারুণ কথা তোমাকে শুনাইতেছি, কি করিব, না শুনাইলেই নয়; সবই অদৃষ্ট, নিয়তির রাজত্বই সকলের উপর। পথে আসিবার সময় হঠাৎ জোলায়খার উপর পরীর দৃষ্টি পড়িয়াছে, সর্ব্ব-নাশ হইয়াছে। একবার

ভাল থাকে, আবার চৈতন্য হারা হইয়া পড়ে। যখন সেই পরী সঙ্গে থাকে তখন ভাল থাকে, যখন সে ছাড়িয়া যায় তখনই জ্ঞান-হারা হইয়া পড়ে। উন্মাদিনীর মত কি হইল, কোথায় গেল ? ওহো ! কোথায় গেলে আমি তাহাকে পাইব ? ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে ; কিছুতেই সেই চীৎকার বন্ধ হয় না। ছোট বেলায় দুইবার এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল। একবার আট মাস ও অন্য বার তের মাস গত হওয়ার পর সুশ্রূষা লাভ করিয়াছে তৎপরে ভাল ছিল ! আজ প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রকার কোন উৎপাত দেখা যায় নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম ভাল হইয়া গিয়াছে ; কি আপদ ! এখন আবার দেখি সেই রোগ দেখা দিয়াছে। যদি বাড়ীতে থাকিবার সময় এই রোগ দেখা দিত তাহা হইলে আর এমন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িতে হইত না। এখন যে কোন একটা উপায় কর। যাহাতে দুই দিগ রক্ষা পায়, তুমিও লজ্জা না পাও, আমারাও মানে মানে রক্ষা পাই। জোলায়খার এই অবস্থার কথা যদি এখন বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা হইলে খুবই নিরানন্দদায়ক ঘটনা ঘটিবে, দুই পক্ষের জন্যই অহিতকর কাণ্ডের সৃষ্টি করিবে।”

আজিজকে পূর্ব্ব হইতে এক ভীষণ ভাবনা গোপনে পোড়াইতেছিল, এখন আবার এই এক নূতন ভাবনা তাঁহাকে প্রকাশ্য ভাবে দগ্ধ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া নিতান্ত বিস্মিত ভাবে দাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তাইত এখন উপায় —কি করা সঙ্গত ?” আমি ত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

দাই পুনরায় বলিলেন, “এক উপায় অছে, তুমি যদি উহাতে সম্মত হও তাহা হইলে কোনই ভয় নাই, আমি জোলায়খার পরম রূপসী দাসী রাহাতনকে তাহারই পোষাকে সাজাইয়া বরণ পিয়ালা হাতে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব ; তুমি উপস্থিত মত লোক দেখান ভাবে সে

দাসীকে বিবাহ কর। আমরা এই চারিজন ছাড়া আর কেহই উহা জানিতে পারিবে না। সকলে মনে করিবে জোলায়খার সঙ্গেই তোমার বিবাহ হইয়াছে। অন্য পক্ষে এই স্থানের কেই জোলায়খাকে চিনে না।, জোলায়খা তোমার গৃহেই রহিল। সুস্থ হইলে, গোপনে আবার তাহাকে বিবাহ করিয়া লইলেই চলিবে? এখন প্রকাশ্য সভায় মান রক্ষাকর।"

আজিজ দাইয়ের কথা শুনিয়া পুনরায় কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহার কথায় সম্মতি জানাইলেন। ইহাতে তাঁহার উপস্থিত মত প্রথম ভাবনারও কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপসম হওয়ার কারণ দেখিয়া সামান্যরূপ আনন্দিত হইলেন।

দাইয়ের কথা মতই কার্য্য হইল। যথা সময় আজিজের বিবাহ হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"অন্ত-মলিন-দৃষ্টি ফে'লে আর কেন লো চে'য়ে রই ?
চির-অন্ত মলিন আঁধার কোণে আর কি আলো জ্বলবে সই ?"

কৈ আমার দেল-চোরা ত—কৈ এল না। গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা এল, শরৎ—হেমন্ত, আবার গ্রীষ্ম, আবার শরৎ ; কত গেল, কত এল, কৈ আমার দেল-চোরা ত কৈ এলনা—হারাণ বঁধু ত এলনা হৃদয় ধন মিলিনা। যখন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না আকাশে বাতাসে মাদকতা ছড়াইয়া দেয়, তখন মাতাল-মন বলিয়া উঠে প্রিয়! প্রিয়!! প্রিয়!!! প্রিয় কিন্তু এখনও এলনা। প্রিয়জন-সহ বাসকারী সার্থক-প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তর বাহিরে যখন পুলক শিহরণ জাগিয়া উঠে তখন ক্ষুধিত হিয়া ব্যাকুলপ্রাণে ডাকিতে থাকে প্রিয়! প্রিয়!! প্রিয়!!! নিঠুর প্রিয় কিন্তু এখনও এল না—এখনও সাড়া দিল না। কোকিল বধু যখন আপন-প্রাণ প্রিয়ের সম্মুখে আনন্দ গানে চারিদিগ মাতাইয়া তোলে, তখন অন্তরের ব্যথা ব্যথিত হিয়াকে আরও অধিক জোরে মুচ্‌ড়িয়া ধরে, বলে, তোর প্রিয় কোথায়? প্রিয় কোথায়? প্রিয়! প্রিয়!! প্রিয়!!! বসন্তের উদাস হাওয়া, ফাল্গুন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার সহিত মিলিত হইয়া, যখন হিমানিল ও হিম্‌করের দ্বারা বুকে আগুন ধরাইয়া দেয়, তখন অন্তর আপন হইতেই চীৎকার করিয়া উঠে প্রিয়! প্রিয়!! প্রিয়!!! প্রিয় কোথায়? প্রিয় কোথায়? হায়? প্রিয় ত কৈ এলনা! প্রণয়ের কি পরিণাম এই? এই প্রকার নিঠুর ভাবে হত্যা করা—বুকে ছুরি মারা? কেন আসিতে বলিয়া আসিল না—

"আ'সবে ব'লে চ'লে গেল,
আর ত সে এলনা ফিরে
আমি মনের দুঃখে কেঁদে বেড়াই
বাস করি এই নীলের তীরে"

ঐ—এল, ঐ—এল—এল না, পাই, পাই করে পাইনা, এই ভাবে আর কত কাল কাটাইব? আর কত কাল আশায় আশায় গত করিব? এই আঁধার জীবনে কখন আলো ফুটিবে? মানস বঁধুর-ছোঁয়ার পরশ ভিতর বাহির কখন ঠাণ্ডা করিবে? কখন আনন্দ শিহরণ জাগাইয়া দিবে?—হায় কোন শুভক্ষণে তাঁহার অমিয় ঢল ঢল অধর-আনারের ছোঁয়া অভাগিনীর অধরে লাগিয়া, এই হতভাগিনীকে শান্তিময় স্বর্গে স্থান দান করিবে। হায়! সে শুভদিন কি আসিবে?

কি সুখ, তখন হইত,
সে যদি আসিয়া হাসি-মাখা মুখে,
অধরে অধর রাখিত।
আদর করিয়া মধু-মাখাবাণী
বুকেতে টানিয়া কহিত
কি সুখ তখন হইত।
উরু পরে মোর মাথাটী রাখিয়া
এলাইয়া পাশে পড়িত
কি সুখ তখন হইত।

জোলায়খা একটী নির্জ্জন গৃহের জানালার পাশে আপন মনে উক্তরূপ খেদ করিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; কিন্তু হায়! চুপ করিয়া কি থাকিতে পারে? "প্রেমাগুণে জ্বলছে হিয়া, চুপ করি সই কেমন ক'রে?" তাঁহার অন্তরের এক কোণে বসিয়া কোন বেদিল নিষ্ঠুর যেন

সেই অবস্থাতেও চুপে চুপে বলিতেছে, হায়! জোলায়খা! সে মনচোরা যদি এখন আসিয়া চুপে চুপে তোর পশ্চাৎ হইতে চোখ দুইটী চাপিয়া ধরিত—আর ধরা পড়িয়া, গাল-ভরা মন-খোলা হাসি, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিত। তাহা হইলে কত সুখের হইত—"কি সুখ তখন হইত" ওঃ।

এমন সময় দাই সে গৃহের মধ্যে আসিলেন, অন্য মনস্কা জোলায়খা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। আপন শূন্য-দৃষ্টি একবার চারিদিকে ঘুরাইলেন। তাঁহার অন্তর যেন কবির ভাষায় নীরব সুরে বলিয়া উঠিল :—

আঁধারে আঁধারে—এ ধারে ও ধারে,
ভাসি আঁখি নীরে খুঁজি সবাই,
হায়! হায়!! বিধি কোথা হারা নিধি?
কি হ'বে কি হ'বে—কোথা পাই?

জোলায়খার অবস্থা দেখিয়া দাইয়ের চোখ হইতে দুই ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি মনে মনে বলিলেন, হায়! জোলায়খার হাসি-ভরা সফরী-চটুল চোখের সেই চাহনি কোথায়? চাঁপা ফুলের মত রং, গোলাপের মত মাধুরী, কোথায় গেল? জানিনা জোলায়খা কোন পরীর দৃষ্টিতে পড়িল? সোনার চাঁদ রাহুর কবলে পড়িয়া আঁধারে মিশিয়া যাইতে লাগিল। কথন এই কঠিন রোগের অবশান হইবে? বাছার মুখে হাসি ফুটিবে। অকালে বাছাকে প্রেম জ্বরে কাতর করিয়াছে, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। প্রেমের কি কঠিন জ্বালা, প্রেমিক ভিন্ন অপরে ত তাহা জানে না কথায় বলে, "প্রেম জ্বরে জ্বরিছে যে জন সে জানে সেই প্রেমের জ্বালা।"

দাই জোলায়খাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমাকে একাকিনী

থাকিতে এত করিয়া নিষেধ করি, তুমি তাহা একেবারেই শুনিতেছ না। নির্জ্জনে থাকিয়া ঐ কু-চিন্তা করিতে করিতে সোনার শরীর মাটী হইয়াছে, তথাপি চিন্তা ছাড়িতেছ না, ও চিন্তা যত করিবে ততই বাড়িয়া যাইবে। সখিদের সঙ্গে থাকিয়া আমোদ প্রমোদের দ্বারা ওই চিন্তাকে চাপা না রাখিলে তোমাকে আর বাঁচিতে হইবে না; শরীর কি হইয়াছে সেই দিকে একবার দেখিয়াছ কি?—চল বেড়াইতে যাই, সিংহ দরজার নিকট হাতী সাজান রহিয়াছে।"

জোলায়খা বলিলেন "সংসারে বাঁচিয়া থাকা সুখের জন্য, সুখ যদি না হয়, তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকায় ফল কি? বাঁচিবার জন্য কে চাহিতেছে? বাঁচার চে'য়ে মরাই আমার পক্ষে ভাল। সংসারে যে যাহাকে চায়, যার জন্য যার প্রাণ কাঁদে, সে যদি তাহাকে না পায় তাহা হইলে মরণই তাহার শান্তি। মরণ বাঁচন আবার কি? বাঞ্ছিত বঁধুর বিচ্ছেদই ত মরণ আর, তাহার সম্মিলন লাভই জীবন।

তাঁহার সম্বন্ধে যে চিন্তা সে চিন্তা দূর করিবার শক্তি কি আমার আছে? আপন হইতেই যে সে চিন্তা চলিয়া আসে। দুঃখের মধ্যেও সুখ পায় তাই নির্ব্বোধ প্রাণ সেই চিন্তা করে—মলিন স্মৃতি টানিয়া আনে:—

* * * * *

না জানি কতেক মধু, বঁধুনামে আছে গো
যুবতী ধৈরয কিসে রয়?
নাম পরশনে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়?

* * * * *

আমাকে নিষেধ করা না করা, একই কথা, আমি আমার নয়;—আমি

আমার দেল-চোরার ; তাহার ইঙ্গিতেই আমি চালিত। স্বাধীন ক্ষমতা আমার নাই। সে অন্তরের ভিতর বসিয়া বলিয়া দিতেছে "তুমি আমার চিন্তা কর ; চন্দ্রের বুকে আমার রূপ দেখ, ফুলের পাঁপড়িতে আমার কমনিয়তা অনুভব কর, বসন্তের বাতাসে আমার স্নিগ্ধতা অবলোকন কর ; আকাশে বাতাসে আমাকে দেখিয়া,—আমার কমনিয়তার মাধুরী ও রূপের ঝুলুসে আকুল হও, আমি তোমার—তোমার। তোমার অতি নিকটেই আমি আছি!" অথচ আমি তাহাকে পাই না।

আচ্ছা দাইমা সংসারে যে যাহাকে চায়, সে তাহাকে পায় না কেন? রাস্তার উপর দিয়া একজন অচিন পথিক চলিয়া যাইতেছে, আপন কাজেই সে ব্যস্ত, আপনার সাধের মনখানা আপনারই নিকটে আছে, এমন সময় পাশের পুকুর ঘাট হইতে কিংবা কালীতলার কাল্ বাঁকে পাশ ফিরাইবার সময় কোনরূপসীর হাতেপরা কাঁকণ কলসীর কাণায় লাগিয়া একটী ছোট টুণ শব্দ তাহার কাণে গেল। চঞ্চল চোখ পাশ ফিরাইল, চোখে চোখে দেখা। চোখে চোখে শব্দহীন কথায় ক্ষণিক আদান প্রদান পথিক বেচারা ভিখারী হইল, আপনার পরাণ-খানা পরকে দিয়া বসিল। কিংবা সেই রূপসী বেচারি জল আনিতে আসিয়া জলের সঙ্গে সাক্ষাতে কলসী পরক্ষে প্রাণ বিলাইয়া রিক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল, পরকে আপন করিবার জন্য সাধ হইল ; অনেক দিনের চিনা—মনের লুকাইত গোপন বঁধু পাইয়া তাহার ছায়ায় বসিয়া প্রাণ জুড়াইবার সাধ করিয়া বসিল।

একটি ভরাযৌবনা আনন্দ-বিভোরা বালা, জানালার পাশে বসিয়া আপনার মনে সম্মুখস্থ উদ্যানের শোভা দেখিতেছিল। তাহার দৃষ্টি বেড়াইতে ছিল ফুলে ফুলে, হঠাৎ তাহার আন-মনা চোখ একটি নধর কান্তি যুবকের মুখের উপর পড়িল। যুবক ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল, গতি ছিল ত্রস্ত

পথে দুই একবার ভাঙ্গা দেখা, বালাটী উহাতেই—ঐ এক নিমেষের চাহনিতেই প্রেমের ফাঁদে পা দিয়া বসিল।

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
কখন কে পড়ে কে জানে?"

ছুটিল অশ্বারোহী তাহার পরাণ খানা লইয়া ছুট দিল। ব্যকুল-বালা নিরুপায় হইয়া তাহার পথের পানে চাহিতে লাগিল, পথের উপর যুবকের চিহ্নও নাই, সে বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, তথাপি বালার সেই দিগে দৃষ্টি, একবার নয়, শতবার; সেই পথের প্রত্যেক ধূলি কণার সঙ্গেও যেন তাহার ছবি আঁকা রহিয়াছে, উদাস হাওয়া তাহার গন্ধ লইয়া ছিনি-মিনি খেলিতেছে। বালার কেবলই মনে হইতে লাগিল হায়! ঐ মুখ খানি যদি তাহাকে হাসি মাখা মুখে, প্রেমভরা চোখে, কামনা ভরা বুকে, আদর মাখা বাহু বাড়াইয়া জড়াইয়া ধরিত, তাহা হইলে কত সুখের হইত। ইত্যাদি আর কত কি বলিব, জীবনের কোন না কোন সময়েই কমই হউক আর বেশীই হউক একজন আর একজনকে দেখিয়া আকুল হয়; পরকে আপন করিতে সাধ করে, জানালার আড়ে দরজার ধারে; পথের পাশে, হাটে ঘাটে মাঠে প্রেমের ফাঁদে পা দেয়, সাধ করিয়া পরকে পরাণ দান করে, ক্ষণিকের দেখা সাক্ষাতেই পরের গলায় আপনার সব কিছু মালারূপে পরাইয়া নিজের গলায় দুঃখের ফাঁস কসিয়া দেয়। যাহাকে চায় তাহাকে প্রায়ই পায় না সে দূরে চলিয়া যায়। অথচ যাহাকে চায় না তাহাকেই নিকটে পায়। এ বিচার বিভ্রাট কেন? একান্তই যখন পাওয়া যাইবে না তখন এই নিরর্থক পিপাসা জাগাইবার আবশ্যক কি? কে জাগায়? কেন জাগায়? সংসারে কেন দুঃখের সৃষ্টি করে? যাহাকে ভালবাসে যখন একান্তই তাহাকে পাওয়া যাইবে না বলিয়া বুঝিতে পারে তখনও ইচ্ছা করিলে তাহাকে ভুলিতে পারে না কেন?"

—কে জাগায়? কেন জাগায়? তাহা জানিনা, তবে নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা এই মাত্র বুঝিতে পারি, সুখ দুঃখ আছে তাই সংসার আছে, সৃষ্টি আছে, নতুবা কিছুই নাই। দুঃখের সৃষ্টি করা দরকার। সুখের সহিত দুঃখের অঙ্গাঙ্গিত্ব সম্বন্ধ—এপিট আর ওপিট। একটিকে ধরিলে অপরটিও ধরা দেয়, একটিকে ছাড়িলে অপরটিও আপনা হইতে ছাড়িয়া যায়। দুঃখের আঁচড় না লাগিলে সুখের সন্ধান পাওয়া যায় না। আর পরকে আপন করিবার যে ইচ্ছা, ইহা একটি সূক্ষ্ম ও সেরা বাঁধন। এই একটা বাঁধনের দ্বারাই জগৎ স্থির আছে, নতুবা কবে নষ্ট হইয়া যাইত। তুমি ছেলে মানুষ, তোমার অত শতের দরকার নাই, এই সকল খোঁজ করিবার আবশ্যক করে না। এখন বেড়াইতে চল।

—তা যাইতেছি, সারা বৎসরইত বেড়াইলাম, সে বলিয়াছিল, মিশরে খোঁজ করিতে, পাতি পাতি করিয়া খোঁজ করিলাম, কৈ তাহার সাক্ষাত ত পাইলাম না। আর খোঁজ করিবার ইচ্ছা হয় না, নির্জ্জনে একাকী জাগিয়া তাঁহার চিন্তা করিতেই ইচ্ছা হয়। আচ্ছা দাই মা আর একটা কথা, আমি যাহাকে ভালবাসিয়াছি আমার সেই মনের মানুষটাকেই আমি চাই, তাঁহারই সহিত আমি বিবাহিতা, দুনিয়ার অপর কাহাকেও আমি চাহিনা, মিশরের বর্ত্তমান আজিজ, যে আমার স্বামী বলিয়া পরিচিত—ইহাকেও আমি চাহিনা। প্রেম-পিপাসা জাগ্রতকারী সেই অবিচারক যদি এই প্রকার অবিচার না করিত, তাহা হইলে কত সুখের হইত। কি সর্ব্বনাশ? ভাগ্যে আজিজ পুরুষত্ব-হীন তাই রক্ষা—অথবা তাহা না হইলে ভাল ছিল, এত দিনে এ যন্ত্রণার উপশম হইত। আত্মঘাতী হইয়া দ্বিচারিনী হওয়ার ভয়ে কবে মুক্ত হইয়া যাইতাম"।"

দাই উহার কোনই উত্তর করিলেন না, তাঁহাকে লইয়া সিংহদরজার

দিকে গমন করিলেন, যাইবার সময় জোনায়থার অবাধ্য মন নীরব সুরে যেন ব্যক্ত করিল।

—মিশে গেছে আশা হতাশার শ্বাসে
থেমে গেছে হাসি গান।
ফুরায়ে গেছে যা ছিল আমার,
আর কেন বঁধু চেয়োনাক আর;
আর কিছু নাই তোমাকে দিবার
হ'ল দিবা অবসান।
লও লও তবে চরণে তোমার
এ জীবন বলিদান।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আকাস্ কে মরা বকোশ্ত্ বায আদম পেশ ;
মা নাকে দেলাশ্ বসোক্ত বরসাশ্ তাম্নেখেশ।*   (সাদী)

পাঠক! আপনি মিশরের বাজারে,—যে স্থানে সদাগর ইউছফকে গোলামরূপে বিক্রী করিবার জন্য লইয়া আসিয়াছে, তাহারই নিকটে। হঠাৎ আপনার দৃষ্টি পড়িয়াছে—ইউছফের উপর—একি!—স্বপ্ন—না জাগরণ—মানুষের এত রূপ?—না-না; কে বলে? —মানুষ, সে যে মাটির তৈয়ারী, রূপের কাঙ্গাল—সে কি এত সুন্দর? —কোথায় সে এত রূপ পাইবে?—কি আশ্চর্য্য! যার এত বড় ভুল হয় —ইউছফকে মানুষ বলিতে চায়, খোদা তাহাকে চোখ দিয়াছে কেন? —তাহার চোখ থাকিয়া ফল কি?—শরীরের শোভা বাড়াইবার জন্যই কি চোখের সৃষ্টি?—নিশ্চয়ই এ হুরের তৈয়ারী—স্বর্গ হইতে আসিয়াছে— সঙ্গে আনিয়াছে, শরৎ-পূর্ণিমার মত রূপের জোৎস্না, লুট করিয়াছে স্বর্গশ্রীর অফুরন্ত ভাণ্ডার।

কাহার সঙ্গে তুলনা করিব?—চাঁদের সঙ্গে—আরে তুস্।—অমন মুর্খ কে আছে? সৌন্দর্য্যের পাঠশালায় যে কয়ের মধ্যে আকার দিতে শিখিয়াছে সে ও ত পারিবে না। তাহা হইলে যে এই মুখখানিরই অপমান করা হইবে। চাঁদে কলঙ্ক, ইহার কলঙ্ক কোথায়?—চাঁদের রূপে কমি বৃদ্ধি, ইহার রূপে কমি বৃদ্ধি কোথায়? চাঁদের শত্রু আছে, রাহু ও

* যে আপন দর্শন দিয়া আমাকে মারিয়াছে, সে পুনরায় আমার পাশে আসিয়াছে, আমি তাহার প্রণয়ে মৃত—কাজেই কথা বলিতে অক্ষম।

মেঘ, ইহার শত্রু কোথায় ? রূপ সৌন্দর্য্যের শেষ-সীমা ত এই মুখ—এই শ্রী —এই নধর গঠন দেহ। পাঠিকা ! আপনি কাহাকেও ভাল বাসিয়াছেন কি ? কোন একখানা মুখের জন্য অন্তরের কোণে গোপন ব্যথা আছে কি ? —আপনি যদি রূপের ভক্ত হন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আছে, ঐ রকম এক মুখের নয়, অসংখ্য মুখের রূপ ও সৌন্দর্য্য ইউছফের এই এক মুখে একত্রে জমাট হইয়া আছে। স্বীকার করি আপনি রূপের সমালোচনা করিতে পটু—যত বড় সুন্দরই হউক—আপনার সূক্ষ্ম সমালোচনার খুঁত বাহির না হইয়া যায় না ; আপনার দৃষ্টিকে রূপবান মাত্রই ভয় করে—এড়াইতে চায়—। আমাদের কথা বিশ্বাস না করুন আপনি নিজেই দেখুন। বলুন, কোথায় ?—কোন অঙ্গটার কোন্ অংশে দোষ আছে ? কোন্ অঙ্গটা কোন্ দিকে মোটা বা সরু, লম্বা বা খাট, বাঁকা বা সোজা হইলে, আপনার চোখে আরও সুন্দর মানাইত,—চোখের সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটিয়া যাইত।—না কোন দোষ দেখাইতে পারিলেন না।—চোখ দেখিয়াই ত সেই কথা, আবার অন্য অঙ্গ দেখিবেন কি প্রকারে ? আপনার চোখের অবসরই .বা কোথায় ? সেই চোখের উপরেই পড়িয়া আছে। "চোখ দেখে প্রাণ কুল বাচেনা।" সমালোচনা ত দূরের কথা। কোন অঙ্গের কি—পরিবর্ত্তন করিবে ? আপনি যাহা আকাজ্ক্ষা করেন, এ ত তাহাই। দেখিবেন পাশের স্বামী বেচারাকে খুন করিবেন না, তিনি আপনার মনের মানুষ না হইলেও আপনি হয়ত তাঁহার মনের মানুষ—ভুলিয়া যাইবেন না—আ-রে—

শুধু আপনি কেন ? দুনিয়ার মধ্যে যাঁহাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান আছে,—যাঁহারা দুনিয়ার সেরা সুন্দরের খোঁজ করেন,—তাঁহারাও ইহার বেশী আর চাহিতে পারেন না। মনের মানুষ—মনের মত সুন্দর মানুষ—মনের মধ্যে—কল্পনার ভিতরে—এ দুনিয়ার অপর পাড়ে। মানুষের

কল্পনার সাধ্য কি যে এতদূর হাম্‌লা করে? এমন মুখের, এমন রূপের কাহারও সঙ্গে তুলনা করিয়া রূপের অপমান করিতে পারিব না। দেখিবার মত রূপ বর্ণনা করিবার মত নয়। সাগরের তুলনা সাগর, আকাশের তুলনা আকাশ সেই সূত্রানুসারে এই মুখের তুলনা এই মুখ। *

মিশর-ময় মহাহুলুস্থূল—এক যায় সহস্র আসে, যেই শুনে সেই আসে, বোশরা সদাগরের গোলাম দেখিতে হট্টগোলের মেলা। কেবলই ইউছফের রূপের খ্যাতি, ভিখারীর কুঠির হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ প্রাসাদ পর্য্যন্ত, সেই এক কথা—একই রূপের ব্যাখ্যা—লোক না আসিবেই বা কেন?—রূপের অত ব্যাখ্যা শুনিলে জন্মান্ধ ব্যক্তির সাধ যায় একবার দেখিয়া আসি, না জানি সে কেমন মানুষ! যেই দেখে সেই তন্ময় হয়। রূপের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আপনা হইতে হার মানে, সাধ্য পরিমাণ বর্ণনা করিয়াও বলে না কিছুই বলা হইল না একবার গিয়া দেখিয়া আসি? চোখ স্বার্থক হইবে।

নরপতি 'রায়হান' জোলায়খা ও তাঁহার দাই ব্যতীত রাজা হইতে পথের ভিখারী; আবাল বৃদ্ধ বণিতা কেহই বাদ যায় নাই। প্রায় প্রত্যেকেই আজ দুই দিনের মধ্যে একাধিক বার আসিয়া ইউছফকে দেখিয়া গিয়াছেন। কেহবা খাওয়া দাওয়ার সময় ব্যতীত অন্য সময় বাড়ী যান নাই; কেহবা এমনি রূপ পাগল, একেবারেই বাড়ী যান নাই, খাওয়া দাওয়াও ভুলিয়া গিয়াছেন।

রূপ সূতোর বাঁধ সহজ সে নয়, আঁখি পাতে রাখে টানী
দুনিয়াকে বলে চাহিনালো তোরে বঁধূয়ারে আমি মানী"

কত লোকের ইচ্ছা ইউছফকে খরিদ করে, দুনিয়ার আপন বলিতে

---

* তফ্‌ছিরে জামেওল বায়ানে লিখিত হইয়াছে যে বিধাতা নাকী সৃষ্টির দশ আনা পরিমাণ রূপ দিয়া ইউছুফকে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন।

যাহা কিছু আছে, তাহার পরিবর্ত্তে এই গোলাম খরিদ করিয়া ফেলে। ইচ্ছা হইলেই ত আর সাধ পূর্ণ হয় না। এ সাধ পূর্ণ করিতে হইলে যথেষ্ট ধনের আবশ্যক। ইতি মধ্যেই গোলামের ওজনে মনি-মুক্তা দিতেও কত জন স্বীকার করিয়াছেন, কতজন আপন পুঁজিপাটা সব কিছু লইয়া ইউছফের ধ্যানে বসিয়া গিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া যাইবেন না।

এমন সময় সংবাদ আসিল, গোলামের রূপ রাজ প্রাসাদের দেওয়াল ভেদ করিয়াছে, নরপতি রায়হানের কানেও প্রবেশ করিয়াছে; রাজা সংবাদ দিয়াছেন, তিনি এই গোলাম দেখিতে ইচ্ছুক। সদাগর তাহাই চায়, ইউছফের দ্বারা রাজ-ভাণ্ডার লুট করিব, এই জন্যই এ পর্য্যন্ত রাখিয়াছেন। সংবাদ দাতাকে বলিয়া দিলেন, "আগামী কল্য ভোর না হইতেই গোলাম রাজ সমীপে নীত হইবে। রাজা গোলাম দেখিতে চাহিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে বড়ই সৌভাগ্যের কথা।" যাঁহারা গোলাম খরিদ করিবার স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন তাঁহাদের সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিল।—নরপতি রায়হান দেখিতে পাইলে এ গোলাম যে আর কাহাকেও খরিদ করিতে হইবে না ইহা তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন—নিরাশ হইলেন, "হায় এ-কি পরমাদ, কি সাধে ঘটিল বাদ।"

কি আশ্চর্য্য! জোলায়খা ইহার কিছুই জানেন না। তিনি যেন মিশরে নাই, প্রত্যহই বেড়াইবার ছলে মানস বঁধুর খোঁজ করেন, কিন্তু আজ তিন দিন পর্য্যন্ত বাহিরে আসেন নাই, সন্ধান করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া, এই তিন দিন নির্জ্জনে বসিয়া অদৃষ্টের পরিহাস দর্শনে নীরব অশ্রুপাত করিতেছেন।

হঠাৎ সেই রূপের বাজারে জোলায়খার বাহন হস্তী আসিয়া উপস্থিত হইল। কৌতুহল পূর্ণ-দৃষ্টি চারি চোখের মিলন—মুহূর্ত্ত—এ-কি "অঙ্গিয়ার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে"—এত নিকটে—তাঁহারই বিরহ কুঞ্জের পাশে, তাঁর

আস্তানা—জোলায়খা চেতনার বাহিরে, জগতের এক পাশে স্থান পাইলেন। স্বপ্নের ছায়াদৃশ্য বাস্তবে দেখা দিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল—

"ভুজবলে করে বীর ব্যাঘ্রকে পাতিত
নায়িকা দেখিলে তার মরণ নিশ্চিত।"

সেই রূপ যাহার অবাস্তব স্বপ্ন ছায়া ও তাঁহাকে আকুল করিয়াছে—সেইরূপ যাহার কল্প ঝুলুপ উন্মাদিনী সাজাইয়াছে, সেই রূপ যাহার জন্ম আজ তিনি মিশরের পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সেইরূপের বাস্তব দৃশ্য আনন্দ শিহরণ জাগাইতে যাইয়া চেতনার বাহিরে লইয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

জোলায়খার সঙ্গে তাঁহার দাইমা। দাই ইউছুফের রূপ দেখিয়া যার পরনাই আশ্চর্য্য হইলেন। পলক-হারা চোখ তাঁহার মুখে ফেলিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারই পাশে জোলায়খার যে এই অবস্থা, প্রথমে সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না। পরে, জোলায়খার অবস্থা দেখিয়া সব বুঝিয়া লইলেন। আশার ক্ষীণালোক এক দিকে যেমন তাঁহাকে আনন্দ রেখা দেখাইতে ভুল করিল না, তেমন জোলায়খার তৎকালীন অবস্থা অন্য দিকে নিরানন্দের ভাবি ব্যাথা দেখাইতেও ত্রুটী করিল না। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মহলের দিকে হাতী চালাইবার জন্য মাহুতকে ইঙ্গিত করিলেন। মাহুত ও তাঁহার ইঙ্গিত পালনে ত্রুটী করিলেন না। হাতী মহলের ধারে যাইয়া উপস্থিত হইল, দাই সযত্নে জোলায়খাকে নামাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

জোলায়খার চৈতন্য ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইল। হায়রে প্রেম! হায়রে অনুরাগ!! প্রেমের বুঝি এমনই ধর্ম্ম—

"তোমার বিজ্ঞানে জ্ঞান আমার বিনাশ
আমি তব সঙ্গে তুমি অন্যত্র প্রকাশ"।" (সাদী)

জ্ঞান হইবা মাত্রই জোলায়থা বলিয়া উঠিলেন, "কৈ—আমার সেই মানস প্রতিমা কৈ? আমি কোথায়?—আমার সেই মনমোহনকে দেখাও। হায় নাথ—এতদিন তুমি কোথায় লুকাইয়াছিলে? অভাগিনীর সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া কোন পরী রাণীরকুঞ্জ বিথীকায় আপনাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলে, ওহে শ্যামল! এতদিন পরে বুঝি অভাগিনীকে মনে পড়িয়াছে, ভুলিতে পার নাই, তাই বাস্তবে দেখা দিতে আসিয়াছ, সত্য পালন করিয়াছ! কৈ দাইমা আমার সে শ্যামসুন্দর কোথায় গেল? কোথায় রাখিয়াছ? একবার দেখা দিয়া আবার কি লুকাইয়া গেল? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? এসব কি মিথ্যা?" হাতের আঙ্গুল দাঁতের তলে দিয়া পরীক্ষা করিলেন না না কেন স্বপ্ন হইবে! এত নিষ্ঠুরতাও করিবে? মরাকে আবার মারিবে? কলেজার কাটা দাগেও নুন দিবে? কখনই না; তবে সে কোথায়? আমি কোথায়?—এই মাত্র দেখিলাম এখনই আবার কোথায় গেল? সে কি জানেনা, এপ্রাণ যে তাহাকে চায়—এপ্রাণ যে তাহাকে না দেখিয়া বাঁচিতে পারে না, পারিবে না, তাহার স্নেহ শীতল ভাল বাসার ছায়া না পাইলে বিরহ মরু বাতাসে পুড়িয়া যাইবে; ধীরে অতি ধীরে যে আঁধার হইতে আসিয়াছে সে আঁধারের সঙ্গে মিশিবে।

দাই কত রকমে বুঝাইলেন—কত নিষেধ করিলেন, সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না।—জোলায়থা ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। কি প্রকারেই বা পারিবেন? প্রেমিক ত পরিণাম চিন্তার ধার ধারে না, চিরকালই ধৈর্য্য তার ধর্ম্মের মূল মন্ত্রের বিপরিত। তাহা না হইলে নির্ব্বোধ পতঙ্গের এই দশা হইবে কেন? আগুনে পুড়িয়া ছাই হইবে কেন?—ছাই করিবার জন্যই ত প্রেমের সৃষ্টি। জোলায়থা উঠিবার চেষ্টা করিলেন; পারিলেন না পড়িয়া গেলেন, চৈতন্য হারাইলেন,

আবার কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান আসিল; এই প্রকার চেতনা ও অচেতনার মধ্য দিয়া বহু সময় গত হইল। বুদ্ধিমতি দাই নানা কৌশলে জোলায়খাকে সান্ত্বনা দিলেন, সেই রাত্রের মত ইউছফের খোঁজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখিয়া বলিলেন, "জোলায়খা তুমি কিজন্য এত কাতর হইয়াছ? ধৈর্য্যধর, অধীর হইলে সবই নষ্ট হইয়া যাইবে, তোমার দেলচোরাকে তুমি হাতেই পাইয়াছ বলিয়া মনে কর; আর বিলম্ব নাই, শীঘ্রই তোমার হারাণ-ধন তোমার হাতে আসিয়া পড়িবে, ব্যস্ত হইও না।" জোলায়খা বলিলেন—"ভয়,—পাছে অন্য লোকে কিনিয়া লয়, আমার বুকের রত্ন অন্য লোকের হাতে যাইয়া পড়ে। তাহা হইলেই আমার সর্ব্বনাশ হইবে। তুমি এক কাজ কর, লোক পাঠাইয়া সদাগরকে বলিয়া দাও, তাহাদের গোলামের মূল্য যে যাহা দিতে চাহিবে; আমরা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী দিব। যেন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বিক্রী না করে।" দাই তাহাই করিলেন, নিজেও এক বার যাইয়া সদাগরকে সাবধান করিয়া আসিলেন।

দাই আজিজকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "জোলায়খার কপাল পোড়া, একেই তাহার উপর পরীর দৃষ্টি, তাহার উপর তোমার এই কঠিন রোগ, তাহার আর বিবাহ হইবারও আশা নাই। সন্তান-আদি প্রতিপালন জনিত সুখের হাত হইতেও বঞ্চিত হইল। কপাল যখন পোড়া যায়, তখন এই ভাবেই যায়, সকল সুখের পথ বন্ধ হয়। আজ বাজারে একটী সুন্দর গোলামকে দেখিয়া জোলায়খা সন্তান স্নেহের উৎস সজীব হইয়া দেখা দিয়াছে, সে সেই গোলামটী কিনিতে চায় তাহাকেই সন্তান রূপে প্রতিপালন করিয়া সন্তান স্নেহের ক্ষুধা মিটাইবে।"

বিষাদে আজিজের মুখ মলিন হইল। বলিলেন, "হায়! কি বিপদ!! সে গোলাম যে নৃপতি কিনিতে চাহিয়াছেন। কাল সকালেই গোলাম তাঁহার সম্মুখে হাজির করা হইবে। রাজা যখন সে গোলাম দেখিতে পাই-

বেন, তখন কি আর না কিনিয়া ছাড়িবেন ? যেইরূপ ! ত্রিভুবনে আছে কি না সন্দেহ। আমি নিজেও গোলামটী কিনিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু উপায় কি ?

হঠাৎ ভয় পাইলে লোক যে প্রকার শিহরিয়া উঠে, আজিজের কথায় দাইও সেই প্রকার শিহরিয়া উঠিলেন। বজ্রাঘাতের শব্দ শ্রবণের মত চমকিত হইলেন ; আজিজকে কিন্তু উহা জানিতে দিলেন না, সাবধান তার, সহিত নিজকে রক্ষা করিয়া বলিলেন, "জোলায়খা আকাশের চাঁদ কিংবা কুবেরের মণি-মুক্তা লাভের বাঞ্ছা করে নাই, অন্য কোন দুর্লভ বস্তুরও আবদার করিয়া বসে নাই, সামান্য একটি গোলাম চাহিয়াছে মাত্র। যে প্রকারেই হউক রাজার নিকট চাহিয়া গোলামটী কিনিয়া দিতে হইবে ; না দিলে চলিবে না, জীবনের মধ্যে মাত্র একটী সাধ তাহাও কি পূর্ণ হইবে না ? রাজা তোমাকে এত ভাল বাসেন, তোমার এই অনুরোধ কি তিনি রক্ষা করিবেন না ?"

"আমি আমার সাধ্য পরিমাণ চেষ্টা করিব। বড় লোকের খেয়াল বলা যায় না। হয়ত এক কথাতেই আদেশ দিয়া বাসিবেন তাহা না হইলে শত চেষ্টাতে কোন ফল হইবে না।" এই কথা বলিয়া আজিজ চলিয়া গেলেন।

আজিজ পর দিন সকাল না হইতেই নরপতির নিকট যাইয়া, নানা কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে গোলাম কিনিবার আদেশ পত্র লইয়া আসিলেন। নরপতির গোলাম কিনিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল কিন্তু আজিজের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পারিলেন না। হাজার হউক রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারি।

আজিজকে আর পায় কে ? তখনই জোলায়খার নিকট হইতে মুদ্রা লইয়া বহুসংখ্যক মুদ্রার বিনিময়ে ইউছফকে ক্রয় করিলেন। হায় ! এব্রাহিমের (খোদা তাঁহার ভাল করুণ) প্রপৌত্র মহাত্মা ইউছফ বাজারের পশুর মত দাস রূপে বিক্রী হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"পীরিতি লাগিয়া আপন ভুলিয়া পরেতে মিশিতে পারে,
পর্কে আপন করিতে পারিলে পীরিতি মিলয় তারে।"

(চণ্ডিদাস)

জোলায়খা আজ আনন্দের আবেগে আত্মহারা, মৃত শরীরে জীবন দান পাইয়া আনন্দ উৎসব করিতেছেন, আজ তাঁহার যেই সুখ, কোটী স্বর্গের সুখ একত্র করিলেও সে সুখের সঙ্গে তুলনা হয়না, প্রেমাস্পদের দর্শন লাভ পরম সুখ, এ সুখের তুলনা নাই; কোটী স্বর্গ কেন, লক্ষ-কোটী স্বর্গের সুখ একত্র করিলেও ইহার নিকট তুচ্ছ—আজ তাঁহার আনন্দ ফোয়ারা উথলিয়া পড়িতেছে, মরা নদীতে পূর্ণিমার জোয়ার দেখা দিয়াছে। বৈষ্ণব কবি জোলায়খার আজিকার কথাটাই যেন রাধিকার মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন:—

"এখন কোকিল আসিয়া করুক গান
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান
মলয় পবন বহুক মন্দ
গগনে উদয় হউক লাখ চন্দ।"

আজ তাঁহার প্রেমাস্পদ ইউছফকে পাইয়াছেন, বিধাতা অনুকুল হইয়াছে, সন্দেহ নাই—; বঁধুর ছায়ায় বসিয়া, প্রাণ জুড়াইবেন, দেহ শীতল করিবেন আজ এক চাঁদ কেন? লক্ষ চাঁদ উদিত হউক লক্ষ বৎসরের মলয় বাতাস একত্র বহিতে থাকুক। কোটী কোকিল সমস্বরে গান করিয়া দুনিয়া মাতাল করিয়া করুক;—স্বয়ং রতি নামিয়া আসিলেও

ক্ষতি নাই,—আজ তাঁহার স্বপন পুরের মানস বঁধু, তাঁহার বুকের ধারে—স্বশরীরে হাজির—আজ আর নিদ্রায় নয়—জাগরণে, স্বপ্নে নয়—বাস্তবে জোলায়খা আনন্দের আতিশয্যে কত কি বলিতেছেন—আজ তাঁহার শরীরের প্রত্যেক রক্ত-বিন্দু—তার স্বরে বলিতেছে—"ওগো! তুমি আমারি—তুমি আমারি। হায় দেলচোরা! এতদিন পরে কেন?—এতদিন পরে কেন আসিয়াছ?—না না, তা হউক, আসিয়াছ উহাই যথেষ্ট—তোমাকে পাইয়াছি, উহাই সকল দুঃখের পুরস্কার; তোমার মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়াছি; কৈ অতীত দুঃখের কথা ত মনে পড়ে না—আমার আবার দুঃখ কি? চাঁদের কোলে বাস করিয়াও দুঃখ?—তোমাকে পাইব এমন আশা ছিল না—পাইয়াছি আর কথা নাই। 'তুমি আমার প্রাণের প্রাণ'—শরীরের অংশ—কলেজার টুকরা; তুমিই আমার সব, আমার শক্তি আমার সামর্থ্য—কণ্ঠের বাণী, নয়নের আলো, অন্তরের জ্ঞান; আমি তোমাবই জানিনা—জানিতে চাহিনা।

জোলায়খা ইউছফকে কোথায় রাখিবেন—কোথায় রাখিয়া যে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন—এই প্রশ্ন তিনি তাঁহার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাইলেন না। ইউছফ প্রাণ' জোলায়খা তাঁহার দেহ, ইউছফ শরীর জোলায়খা তাঁহার ছায়া—ইউছফ যেখানে জোলায়খাও সেখানে। ইউছফকে ফেলিয়া জোলায়খা কোথাও যাইতে পারেন না; উঠিতে ইউছফ বসিতে ইউছফ, খাইতে ইউছফ, চলিতে ইউছফ,—ইউছফ ধ্যান, ইউছফ জ্ঞান, ইউছফ তন্ত্র, ইউছফ মন্ত্র, সব কিছুই ইউছফ—সব সময়েই ইউছফ জোলায়খার চোখ কেবলই ইউছফকে দেখে, তাঁহার পলক হারা আকুল চাহনি যেন স্পষ্টই বলিয়া দেয়:—

বহুদিন পরে পেয়েছি তোমায় পিয়াসা পুরিয়া দেখিব,
নয়নের পরে নয়ন রাখিয়া, নয়নে নয়নে বাঁধিব।

সাধ আর মিটে না, দেখে—আরও দেখে ; পূর্ণিমার চাঁদের মত সারা-দেহে আনন্দের আলো,—প্রেমের ফোয়ারা, হাসি আর হাসি। ইউছফের সঙ্গে কত কথা বলিতে সাধ করেন, কত রকম ভাবে আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু আনন্দের উচ্ছ্বাসে একটীও পারেন, না—ছাঁচি বয়ের কচি পাতার মত বাঁধা পাইয়া ঢ্লিয়া পড়েন, আবার উঠেন—আবার পড়েন—আবার সোজা হইবার সাধ করেন—আবার বাঁধা—আবার পড়িয়া যান।

এক দুই করিয়া দিন যায়। রাজার মত আদরে ইউছফ কাল কাটান ; জোলায়খা নিজ হাতে তাঁহাকে স্নান করান, হাত পা রগড়াইয়া দেন—ছোঁয়ার আনন্দ লাভ করেন। "কত ছল করে নেয় ছোঁয়ার পুলুক। কেশ বিন্যাস করিবার ছলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মুখে রাখেন—কত রকমের সিঁতা কাটেন, একটিও যেন তাঁহার পছন্দ হয় না—একবার কাটেন আবার গুটাইয়া ফেলেন—মুখোমুখি বসিয়া কত গল্প করেন—গল্পের যেন শেষ নাই, কথার যেন বাঁধুনি নাই—কেবলই গল্প—কেবলই কথা—রোজই হাতাহাতি করিয়া বেড়াইতে বাহির হন ; কত স্থানে ঘুরেন, কত হাসি তামাসার কথা বলেন,—ইউছফের চোখ থাকে নানা জিনিষের উপর মন থাকে তাঁহার পিতা ইয়াকুবের নিকট—অন্য কিছুই তাঁহার নিকট ভাল লাগে না, কি করিবেন জোলায়খা যে ছাড়েন না, বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, কথা বলিতে হয়। জোলায়খা একমাত্র ইউছফকেই দেখেন, আর সবই ফাঁকা—অন্য কোন জিনিষই তাঁহার মন আকৃষ্ট করিতে পারে না। সেগুলি দেখিতে যাওয়া ইউছফের সঙ্গে কথা বলিবার একটা ছল, তাঁহার মন আকৃষ্ট করিবার বৃথা চেষ্টা—"বিনা কাজের ছলে, কত ছল করে তাঁর মন যোগায়" সেই ধ্যানেই মগ্ন থাকেন। কোন সময় হয়ত সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের উপর

যাইয়া দুইজন বসেন, গল্প করেন, আবার উঠেন—নিকটস্থ বাগানে যাইয়া এ ফুল, ও ফুল—নানা ফুলের গাছ দেখেন, ফল দেখেন, ফুল তুলিয়া মালা গাঁথেন, হাসিতে হাসিতে জোলায়খা নিজ হাতে তাঁহার গলায় সেই মালা পরাইয়া দেন। একেই ইউছফের ভুবন ভুলান-রূপ তাহার উপর রাজকীয় পোষাকে শোভা পাইতেছেন, সেই শোভার উপর ফুলের মালা—চাঁদের গলায় হীরার হার, রূপ উছলিয়া পড়ে—শোভা গড়াইয়া যায়—প্রেমিকার মরণকে ঘনাইয়া দেয়; জোলায়খার: আনন্দ ধরেনা—সারা অঙ্গ হইতে আনন্দ ঝরিয়া পড়ে। ইউছফ কিছুই বলেন না, কি করিবেন খরিদা গোলাম। জোলায়খার মনরক্ষা করিবার জন্য সামান্য হাসেন—; জোলায়খার নিকট উহাই যথেষ্ট, আর অধিক আবশ্যক করে না, উহাতেই বুকে দাগ কাটিয়া বসে। আবার হয়ত নির্ম্মল সরোবরের তীরে যাইয়া রাজহংস ও রাজহংসীর আনন্দ-বিহার দেখেন; কি ভাবে তাহারা সাঁতার দেয়, আমোদ করে, একটি অন্যটীর প্রতি কি ভাবে ভালবাসা জানায়, জল কেলি করে সবই দেখেন। সরোবরের সেই নির্ম্মল জলে নিজ নিজ মুখ দেখেন, তীরে বসিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবনে গা ঢালিয়া দেন, বহু সময় গত হয়; কোন দিন হয়ত এই অবস্থাতেই সন্ধ্যা হইয়া যায়, আকাশে পূর্ণিমার নির্ম্মল চাঁদ দেখা দেয়, চারিদিকে আনন্দের মধুধারা ঝরিতে থাকে, প্রকৃতিময় স্ফূর্ত্তির ঝর্ণা ঝর ঝর করিয়া ক্ষরিতে আরম্ভ করে, তাঁহাদের আর বাড়ী যাওয়া হয় না, সন্ধ্যার বাতাসে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রকৃতির শোভা দেখেন। জোলায়খা গান করেন ইউছফ শুনেন, ইউছফ গান করেন জোলায়খা শুনেন, সুখের আবেশে—আনন্দের আতিশয্যে মাতোয়ারা হইয় কখন কখন বা জোলায়খা দুষ্ট ছেলে দুষ্ট ছেলে বলিয়া ইউছফের বাহুতে মিষ্টি আঘাত করিতেও ছাড়েন না। গলা জড়াইয়া ধরেন; মুখে চুমো রেখা আঁকেন, সখিরা গায়—নাচিয়া নাচিয়া গান

করে। বাদকেরা বাজায়। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মূর্ত্তিমতি হইয়া বিরাজ করে; আনন্দে সময় গত হয়।

চাকর চাকরাণী নানা প্রকার খাদ্য তৈয়ার করে, হয়ত কোনদিন জোলায়খা নিজ হাতেই ইউছফের জন্য খাদ্য তৈয়ার করিতে বসিয়া পড়েন, কত সুমিষ্ট, কত স্বাদের ও মূল্যবান উপাদানে রাজভোগ সকল তৈয়ার করেন। নিজে সম্মুখে বসিয়া একটি একটি করিয়া, ইউছফকে খাওয়ান। তাঁবুর মধ্যেই রাত শেষ হইয়া যায়।

জোলায়খার চোখে যখন যে পোষাক সুন্দর লাগে, সে পোষাকই ইউছফের শরীরে উঠে। ইউছফ কখন বা রাজা, কখন বা মন্ত্রী, কখন বা সেনাপতি, কত প্রকারের পোষাকে যে তাঁহাকে সাজিতে হয়, তার ইয়ত্তা নাই। জোলায়খার নির্দ্দেশ মত এক একদিন এক এক পোষাক লইয়া বেড়াইতে বাহির হন। ইউছফ কিন্তু ইহার একটিও নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করেন না—একটিও তাঁহার নিকট ভাল লাগেনা, তাঁহার ইচ্ছা ইয়াকুবের মত দীন দরিদ্রের পোষাক গ্রহণ করি—প্রেরিত মহা-পুরুষগণের মত পবিত্র পোষাকে সজ্জিত হই, আড়ম্বরহীন সাদা পোষাকই তাঁহার নিকট সুন্দর—তামসিক ভাব তাঁহার মধ্যে নাই রাজ পোষাকে প্রবৃত্তি হইবে কেন? পোষাক পরাইয়া কত বাহানায় কত প্রকারে জোলায়খা ইউছফকে দেখেন—কিছুতেই দেখিবার তৃপ্তি মিটাইতে পারেন না—পিপাসা দূর করিতে পারেন না—শতবার দেখিলেও দেখিবার সাধ থাকিয়া যায়। জোলায়খার অন্তর চুপে চুপে যেন বলিতে থাকে:—

"লাজুক মুখের সরল হাসি, নধর অধরে ফুটেছে,
সরল কথার নীরব বাঁশী মনে মনে বেজে উঠেছে।"

কোনদিন হয়ত জোলায়খা বেড়াইতে যাইবার জন্য আপন হাতে ইউছফকে সাজাইতে বসেন, একবার এক পোষাক পরান—উহা পছন্দ

হয় না, খুলিয়া ফেলেন, অন্য পোষাক পরান, উহাও পছন্দ হয় না আবার খুলিয়া ফেলেন, অন্য পোষাক পরাইয়া দেন হাসেন, কথার পর কথা—নানাপ্রকার হাস্য পরিহাসের কথা তুলিয়া ইউছফকে হাসাইতে চেষ্টা করেন মন ভুলাইবার ফন্দী করেন। ইউছফ কিন্তু সেই সকল হাসি তামাসাকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্তঃসুরে বিলাপ করেন, রাজকীয় পোষাক তাঁহার দেহের আগুন বাড়াইয়া দেয়, কেহই তাঁহার মনোব্যথা ধরিতে পারে না, দেখিতে পায় না, কেবলই মনে হয়, "হায়! আমার পিতা কোথায়? আমার প্রাণাধিক পিতা, যিনি আমাকে না দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল থাকিতে পারিতেন না, তিনি এখন কি প্রকারে আমাকে না দেখিয়া এতদিন কাটাইতেছেন—আমাকে না দেখিয়া জীবিত আছেন। হয়ত এতদিনে তাঁহার হৃদয় আমার বিরহ তাপে মোমের মত গলিয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীরের রক্ত বুকের মধ্যে জমা হইয়া রহিয়াছে, শিরাসকল আপনাপন কার্য্য ভুলিয়া অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, হায়! জানিনা দয়াময় প্রভু আমার পিতার সহিত আমার পুনরায় মিলন ঘটাইবেন কি? মিশরে আমি রাজা হইতে চাহি না কেনানের পথের ভিখারী হইব।"—জোলায়খার দেওয়া রাজ-পোষাক অপেক্ষা, দরিদ্র ইয়াকুবের দেওয়া শত তালিযুক্ত ছেড়া পোষাকও আমার নিকট লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ।"—

জোলায়খা কিন্তু ইউছফের মনের ভাব ধরিতে পারেন না অতি সাবধানের সহিত তিনি আপন মনের ভাব গোপন করেন। জোলায়খার বিশ্রী ইয়ার্কীর উত্তর না দিয়া সংক্ষেপে অন্য কথা তুলিয়া বলেন, তাঁহার খরিদা গোলাম, যখন যাহা করিতে বলেন তখনই তাহা করিতে বাধ্য হন বটে, কিন্তু সীমা লঙ্ঘণ করেন না, সাধ্য পরিমাণ চেষ্টা করিয়া আত্মরক্ষা না করিতে ছাড়েন না।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"সে জন ছাড়িতে চায়"

এত নিকটে, তথাপি এত ব্যবধান; আপন-ভোলা জোলায়খা ইউছফের জন্য পাগল, তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া—বুকের ভিতর টানিয়া শান্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন,—ইউছফের কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তিনি জোলায়খার মনের মানুষ সত্য কিন্তু জোলায়খা তাঁহার মনের মানুষ নয়, হায়! কি সর্ব্বনাশ তৃষ্ণাতুর-শ্রান্ত-ক্লান্ত জোলায়খা বহুদূর হইতে আসিয়াছেন, পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, বহু কষ্ট ভোগের পর বহু সন্ধানে নির্ম্মল স্বচ্ছ সরোবরের খোঁজ পাইয়াছেন, অগাধ জল, জলের পর জল, ঢেউয়ের পর ঢেউ, তর তর করিতেছে, তিনি তীরে, প্রাণ ঠোঁটের উপর, আয়ুপাখী ফাঁকী দিতেছে—জীবন যায়, পিপাসার আন্তরিক যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছেন, অব্যক্ত দাবদাহে দগ্ধ হইতেছেন, সেই স্বচ্ছ জলের উপর নয়ন ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একপদ বাড়াইয়া দিলেই জল পান করিয়া সকল যন্ত্রণা দূর করিতে পারেন—সমস্ত আগুন ঠাণ্ডা হইয়া যায়, অথচ তিনি পদ বাড়াইতে পারিতেছেন না, কোন কঠিন যাদুমন্ত্রে যেন তাঁহার পদ মাটির সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, শত চেষ্টা করিয়াও উঠাইতে পারিতেছেন না।

জোলায়খার অতীত জীবনের কোন কথাই ইউছফ জানেন না, তিনি স্বপ্নে ইউছফকে দেখিয়াছিলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও ভুল নাই কিন্তু ইউছফ উহার বিন্দুও বলিতে পারেন না। ইহার পূর্ব্বে জোলায়খার সম্বন্ধে তিনি

কল্পনাও করেন নাই—ভালবাসা ত দূরের কথা। ইউছফও প্রেমিক—প্রেম যে জানেন না তাহা নয়, বরং কাহাকে বলে তাহা ভাল রকমই শিখাইয়া দিতে পারেন, তিনিও প্রণয়ের উপাসক কিন্তু জোলায়খা যে ভাবে তাঁহাকে কামুকতা মাখান প্রণয়-পথে আহ্বান করিতেছেন। এই প্রকার প্রণয়ের তিনি উপাসনা করেন না, পর-স্ত্রীর সহিত এই প্রকার অশ্লীল প্রণয়ের ধার ধারেন না। তিনি যাহা জ্ঞাত আছেন এবং তদ্দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারেন জোলায়খা তাঁহাকে আপন জীবনের উপর অনিষ্ট কারক কার্য্য করিবার জন্যই আহ্বান করিতেছেন, এই সর্ব্বনাশের পথে একবার পড়িলে আর ফিরিবার উপায় নাই, কাজেই বাধ্য হইয়া পূর্ব্ব হইতে জোলায়খার হাত এড়াইয়া চলিতেছেন। জোলায়খা যখন যাহা বলিতেছেন সবই বুঝেন—অথচ বুঝিয়াও যেন বুঝেন না।

জোলায়খা কিন্তু ইউছফের এই অবস্থা দেখিয়া আকাশ পাতাল অন্ধকার দেখিতেছেন—একি ইউছফ কি সব ভুলিয়া গিয়াছে? আমি ত তার বিবাহিতা স্ত্রী, স্বপ্নে সে আমাকে যাহা বলিয়া দিয়াছে আমি ত তাহাই করিয়াছি, দ্বিচারিনী হই নাই, মিশরে আসিয়া তাহারই অপেক্ষা করিয়া এতদিন গত করিয়াছি, তবে কি সে স্বপ্নে আমার সঙ্গে দেখা করে নাই, আমাকে ভালবাসে নাই—আমাকে পাইবার জন্য আমার নিকট গমন করে নাই—তাহার রূপ ধরিয়া অন্য কেহ গমন করিয়াছে? ইত্যাদি নানা চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে।"

একদিন জোলায়খা আপন মনে ইউছফের বিষয় ভাবিতেছেন এমন সময় পশ্চাৎ হইতে তাঁহার প্রিয় সই রাহাতন আসিয়া বলিল, "সই যখন রোগ হইয়াছে তখন চুপ করিয়া থাকিলে চলিবেনা? হেকিম ডাক—অভিজ্ঞ হেকিমের নিকট আপন রোগের বিষয় ব্যক্ত কর, নতুবা চিকিৎসার উপায় হইবে না। এই ভাবনা দুর হইবে না"—জোলায়খা বলিলেন, "না

সই, আমার ত কোন রোগ হয় নাই—হেকিমের আবশ্যক কি? ইউছফের বিষয় ভাবিতেছিলাম।

"ঐ ত রোগ—মস্ত রোগ ঐ রোগেই ত মরিয়াছ। ঐ রোগ চিকিৎসার জন্যই ভাল হেকিমের আবশ্যক—যেমন তেমন হেকিমের ব্যবস্থায় ঐ রোগ সারেনা, বসিয়া বসিয়া ঐ রোগের বিষয় যতই ভাবিবে ততই ঐ রোগ বাড়িয়া যাইবে? আমার কথা শুন আমি ঐ সকল রোগের ভাল রকম ঔষধ জানি—তোমার রোগ চিকিৎসার ভারও লইতে পারি, আমার নিকট কোন কথা গোপন করিও না।"

"—সই, গোপন করিব কেন?—বিশেষতঃ ইহা গোপন করিবার জিনিষও নয়, গোপন করিতে যাওয়ার যে আকুল চেষ্টা সেই চেষ্টার ভিতর দিয়াই প্রেমানুরাগ বাহির হইয়া পড়ে, শত চেষ্টাকেও পরিহাস করিয় আপনা হইতে প্রকাশ পায়, তোমরা আপন জন, তোমরা ত সবই জান, অন্য লোক হইলেও বরং কথা ছিল। যাহাহউক :ইহার কোন উপায় কর, "বাহিরে বিচ্ছেদ মর্ম্মে অবিচ্ছেদ" এই জ্বালা আর সহ্য করিতে পারিনা। ইউছফের মনের ভাব আমার প্রতি ভাল নহে, খুব সম্ভব সে নিজে আমাকে—স্বপ্নে দেখা দেয় নাই, তাহার রূপ ধরিয়া কোন জেন-পরী আমাকে ছলনা করিয়াছে।

আমার প্রতি তাহার অনুরাগ নাই, আমি যখন আকুল পিপাসা লইয়া তাহার চোখের উপর চোখ ফেলি, বেদনা ও কামনা মাখা তরুণ চোখের আকুল চাহনি লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হই, তখন সে নিষ্ঠুরের মত অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া পড়ে, কিংবা অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়, আমার দিকে নয়ন ফেলিতে চায় না। আমার সবই উপেক্ষা করে, দীর্ঘ কথার সংক্ষেপ উত্তর দিয়া সরিয়া যাইতে চেষ্টা করে, ভালবাসা মাখা মধুর হাসির সহিত হাসি মিশাইতে সঙ্কুচিত হয়—আমি তাহাকে

মন প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছি—সে আমার আপন, অথচ সে আমাকে পর ভাবিতেছে—দূরে ফেলিয়া দিতেছে—হায়! হায়!! আমার যে আপন বলিতে কেহ নাই সেকি উহা বুঝিতে পারে না?”

* * * * *

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপন বলিব কায়
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কোমল পায়।”

* * *

দাসী বলিল, ‘তুমি কেবল ভাল বাসিতেই জান, ভালবাসাতে জাননা; মনের মানুষকে ফাঁদে ফেলিতে হইলে তার স্বভাব বুঝিয়া টোপ ফেলিতে হয়, পুরুষ মানুষ স্বীকার করিতে কতক্ষণ! স্বভাব ধরিয়া পথ আগলাইতে পারিলেই বাস! তুমি ইউছফের প্রকৃতি বুঝিতে পার নাই, সে বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতকেই বেশী দেখে, পরকালের প্রতি তাহার ভয় আছে, দ্বিতীয়তঃ সে বিশ্বাসঘাতক নয়। তোমার মনের সমস্ত ভাবই সে বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু তোমার অতীত জীবনের কোন ঘটনাই জানে না। স্বপ্নের কথা বাদ দাও, সে খবর সে কি প্রকারে জানিবে? স্বপ্নে কি কখনও যথার্থ মানুষ আসিয়া দেখা দেয়? ইউছফ তোমাকে আজিজের বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়াই জানে—একে পরস্ত্রী তাহার উপর প্রভু-পত্নী দিষ্ম জুনিয়া দুই দিক খাইয়া কি প্রকারে তোমার সঙ্গে স্বামী স্ত্রী রূপে বাস করিবে? স্বামীর ভালবাসা লইয়া তোমার মুখে চোখ ফেলিবে? আজিজ উক্ত প্রণয়ের বিষয় জানিতে পারিলে উহার পরিণাম যে ভাল হইবে না এ বিষয়ে কি তাহার ভয় নাই? পরকালের কথা না হয় বাদ দাও, লোক সমাজে বা কি বলিয়া মুখ দেখাইবে; সেও ত এক সামান্য ঘরের ছেলে নয়, অদৃষ্টের বৈগুণ্যে না হয় দাসরূপে বিক্রী হইয়াছে, তাই বলিয়া কি আত্ম মর্য্যাদা জ্ঞান নাই? এই সকল সাত পাঁচ ভাবিয়াই সে তোমার

প্রেম আলাপকে উপেক্ষা করিতেছে তাহা না হইলে ইউছফের যে বয়স এ বয়সে তাহার কি ক্ষমতা, তোমার মত সুন্দরী নারীর যাঁচা প্রেম উপেক্ষা করে? কথায় বলে 'যাঁচা নারী মধুর হাঁড়ী ছাড়ে কোন জন'?

তোমার মনের ভাব আজিজকে জানাইলেও ক্ষতি হইবে; পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস নাই—কুকুরের চেয়েও অধম, খাইবার শক্তি থাকুক আর না থাকুক, সাত মুল্লুকের মরা গরু পাইলেও আগলাইয়া রাখিতে ছাড়েনা। তোমার মত সুন্দরী নারী হাতে পাইয়া, এখন রোগাক্রান্ত আছে বলিয়াই যে অন্যকে দিয়া দিবে তাহা মনে করিও না, রোগ হইতে মুক্ত হইবে না; মৃত্যুর এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও মানুষ উহা বিশ্বাস করিতে পারে না—ভবিষ্যতে নিরোগ হইয়া তোমার সহিত আমোদ প্রমোদ করিবে। আজিজের নিকট ইহা সামান্য প্রলোভনের বিষয় নয়—সংসারের সমস্ত প্রলোভনের সেরা প্রলোভন। সে হয়ত জানিতে পারিলে ইউছফকেই মারিয়া ফেলিবে। তখন তোমার তিন দিকই নষ্ট হইবে—দেখিয়া নয়ন জুড়াইবার পথও বন্ধ হইবে। এক কাজ কর, লাজের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গোপনে ইউছফকে সব কথা খুলিয়া বল। তুমি যে আজিজকে চাও না, সে তোমার স্বামী নয়, তাহার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই—প্রণয়ও নাই, মুখের একটি মিথ্যা ভালবাসাও তাহাকে জানাও নাই, ইউছফই তোমার মনের মানুষ, তোমার অন্তরের ধন, তাহারই জন্য তুমি মিশরে আসিয়াছ—এই সকল কথা এমন ভাবে তাহার নিকট বল, যেন উহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তোমাকে গোপনে গ্রহণ করিলে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবেনা, আজিজের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে না, এই বিশ্বাস যখন তাহার আন্তরিক হইয়া দাঁড়াইবে তখন আজিজের নিকট ধরা পড়িবার কিংবা মান সম্মানের ভয় দূর করিতে বেশী সময় লাগিবে না, সুন্দরী যুবতীর যাঁচা প্রেম আহ্বানে উহা আপন হইতেই দূর হইয়া যাইবে।—

কামনা-মাখা ডাগর চোখের—বাঁকা চাহনির দ্বারা বুকে একবার দাগ বসাইয়া দিতে পারিলে পুরুষ পাখী পতঙ্গের মত আসিয়া প্রণয় আগুনে ঝাঁপ দিবে। তখন এই সকল ছোট খাট ভয় চোখেও পড়িবে না (তখন চোখ থাকলে ত) সখির কথা জোলায়খা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু কি করিবেন, লাজ সরমের মাথা খাইয়া ইউছফের নিকট কি প্রকারে এই সকল কথা ব্যক্ত করেন; একে নারী, বুক ফাটে ত মুখ ফুটেনা, তাহার উপর ইউছফের নিকট গেলেই তিনি দুনিয়ার সব কিছু ভুলিয়া জান। কোন কথাই তাহাকে বলা হয় না—কোন কথাই মনে থাকে না, দুই একটী কথা হইলেও না হয় হইত, এ যে এক রাজ্যের কথা—সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া এই মিশর পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী প্রকাশ করিতে হইবে। বলি বলি করিয়া কিছুই বলা হইল না।

"তরুণ মুরুলী করিল পাগলী
রহিতে না দিল ঘরে,
না জানি কি ব্যধি মরমে পশিল
না কই লোকের লাজে।"

দিন গত হইতে লাগিল, এক দিন দুই দিন করিয়া বহুদিন যায়, আর কত দিন অপেক্ষা করিবেন, আশায় আশায় আর কত কাল কাটাইবেন—জীবন যে ফুরাইয়া যাইতেছে, যৌবন তরুর রস একবার শুকাইয়া গেলে যে তাহাতে আর রস হয় না, একবার গত হইলে আর ফিরিয়া আসে না

"মধু-নিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
যৌবন চলিয়া গেলে সে নাহিকো ফিরে আর।"

আর যে প্রাণে ধৈর্য্য সহেনা, প্রবোধ মানে না; নারী হৃদয় বলিয়াই ত এত সহ্য করিতেছেন; লাজের বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, পাষাণ হইলে হয়ত কবে কাটিয়া যাইত। এ জ্বালা আর দূর না করিলেই যে নয়—এখন

তখন করিয়া আর পারা যায় না, হাজার হউক মানুষের প্রাণ অত সহ্য করিতে পারিবে কেন?

জোলায়খা একদিন লজ্জার পাষাণ দেওয়াল চূর্ণ করিয়া ব্রীড়াও সঙ্কোচতাকে দূরে সরাইয়া এক নির্জ্জন গৃহে ইউছফের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, গলায় গলায় মিলিয়া প্রাণ জুড়াইবার দরখাস্ত পেশ করিলেন, মিন যে আর সরোবর ছাড়া থাকিতে পারে না, জল অভাবে চাতক যে হাহাকার করিতেছে, বসন্তের অমিলনে কোকিলের স্বর-রুদ্ধ হইয়াছে; ভয়, আকুলতা, প্রেমানুরাগ ও কামনা মিশ্রিত ভাবে এই করুন নিবেদন জানাইলেন, রাজাধিরাজের দরবারে আপন দরখাস্ত লইয়া দাঁড়াইলেন, অতীত জীবনের কোন কথাই বাদ দিলেন না; শৈশব ক্রীড়া হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে মিশর বাস, আজিজের সঙ্গে রাহাতনের বিবাহ, যৌবনের অতিরিক্ত অত্যাচারে তাহার পুরুষত্ব হীনতা, রোগ মুক্ত হইলে তাহার সহিত বিবাহ হইবে বলিয়া চতুরতার সহিত এখন পর্য্যন্ত আজিজ হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক রহিয়াছেন ইত্যাদি কোন কথাই বাদ দিলেন না,—একে একে সমস্তই বলিলেন। আজিজের হাতে ধরা পড়িবার কোন ভয় নাই অভয় দিলেন। মানস প্রিয়ের নিকট আপন অন্তর ব্যথা জ্ঞাপন করিলেন।

ইউছফ আপন দৃঢ়তা বজায় রাখিয়া ধীর স্থির ও বিনয় মাখা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়ই তুমি আমাকে যে ভাবে চাহিতেছ এই ভাবে আমাকে পাইবে না, আমি অন্যায় কার্য্য করিতে পারিব না। স্ত্রীলোকের চাতুরী ভেদ করা কঠিন, তাহারা আপন পাপ পিপাসা পূর্ণ করিবার জন্য করিতে পারে না এমন কর্ম্ম জগতে নাই। তুমি আমার দ্বারা আপন কু-প্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য এই সকল বাহানা করিতেছি। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি প্রেরিত মহাপুরুষের পুত্র, ধর্ম্মাত্মা এব্রাহিমের বংশে আমার জন্ম, আমি কিছুতেই এমন কার্য্য করিতে পারিব না। তুমি যাহাই

বল আমি স্পষ্টই দেখিতেছি তুমি আজিজের স্ত্রী, আজিজ আমাকে ক্রয় করিয়া তোমাকে দান করিয়াছেন. তুমি তাহার অন্যথা করিতে চাহিতেছ। হায় কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি খোদার প্রতি ভয় নাই, পরকালের ভাবনা নাই। পাপ পিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া জ্ঞান শূন্যাবস্থায় আপন জীবনের প্রতি অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ, নিজেই নিজের পায়ে কুঠার আঘাত করিতে চাহিতেছ; ইহার পরিণাম কি জান? ইহকালে লাঞ্ছিত মৃত্যু—পর কালে নরক যন্ত্রণা—কঠিন শাস্তি। সাবধান এমন পাপ কথা আর কখনও মুখে আনিও না—। তুমি আমার প্রভু-পত্নী, আমি তোমার ক্রীতদাস। তোমার সমস্ত ন্যায় সঙ্গত বা সীমা-বদ্ধ আদেশই আমি পালন করিতে বাধ্য; পালন করিব, সাধ্য পরিমাণ অন্যথা করিব না। কিন্তু এই সকল অন্যায় আদেশ পালন করিতে পারিব না।" কথা শেষ করিয়াছ ইউছফ দ্রুত পদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

জোলায়খার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, শেষ আশাও নির্ম্মূল হইল। মানস প্রতিমাকে পাইয়াও পাইলেন না, মিলনের সুখ-স্বপ্ন দূর হইয়া গেল। সব নীরব। গৃহের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিয়া স্বন স্বন শব্দের দ্বারা তাঁহার কাণে কাণে যেন বলিয়া গেল—

"প্রণয়ের এই বিধি জ্বালায় সে নিরবধি,
পূরে না পিপাসা,
এমন কুহেলী মাখা অপাত মাধুরী ঢাকা
এমন সকল দিক নাশা"

জোলায়খার দীর্ঘ নিশ্বাস অতি ক্ষীণ স্বরে যেন পর পর ব্যক্ত করিল

"হায়রে পুরুষ প্রাণ!

* * * *

সব আশা টুকু ঘুচিয়ে গেল
কি সাধে ধরিব প্রাণ"?

নবম পরিচ্ছেদ

"ফুটবে না যে ফুটাবে কে
বল্‌লো সে মন কুঁড়িকে।"

জোলায়খার একমাত্র শরণ তাঁহার দাইমা, আপদে বিপদে সব সময়েই দাইমা, নিরুপায়ের উপায় দাইমা, নিরাশার আশা, হতাশের আশ্বাস দাইমা, অন্তরের যাবতীয় গোপন ব্যাথা জানাইবার একমাত্র বান্ধব দাইমা। তাঁহার অন্তরের ক্ষত চিকিৎসা করিবার শক্তি অবশ্য দাইমার নাই—না থাকুক তাহাতে ক্ষতি নাই, রক্ত বন্ধ করিবার শক্তি আছে, যন্ত্রণার ক্ষণিক উপশম করিতে পারেন।

জোলায়খা তাঁহার নিকট যাইয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার অবস্থা যেন প্রকাশ করিয়া দিল।

"এথন তথন করি দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাস।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু,
ছোড়নু জীবনক আশ,
বরিখ বরিখ করে সময় গোঙায়নু
খোয়ানু এ তনু আশে।
হিম-কর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধুবী মাসে।"

বহুক্ষণ পরে বেদনা মিশ্রিত ভাঙ্গা গলায় ইউছফ কর্ত্তৃক স্বীয় প্রণয় নিবেদন প্রত্যাখানের বিষয় তাঁহাকে জানাইলেন, "প্রেমাগুণে মোর তনু

ঝর ঝর," কিন্তু ইউছফ আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেছে না। দাই তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ইউছফেকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, যথা সময় ইউছফ আসিয়া হাজির হইলেন। দাই তাঁহাকে জোলায়খার স্বপ্ন দেখা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘটনাই পুনরায় শুনাইলেন, কত রকমে বুঝাইলেন, "তুমি জোলায়খাকে উপেক্ষা করিলে সে নিরুপায়, তাহার পক্ষে জীবন ধারণ করাই দায় হইয়া পড়িবে। প্রেম যদিও প্রথমে অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে হয়, পরে কিন্তু অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, উহার মত সর্ব্বনাশা জগতে আর কিছুই নাই। এক হিসাবে দেখিতে গেলে উহা অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষেরই সৃষ্টি করে, মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করে। জোলায়খা নির্ব্বোধ অবস্থায় প্রেমের পরিণাম চিন্তা না করিয়া তোমার প্রেমে আকুল হইয়াছে, তোমাকে ভাল বসিয়াছে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না, তোমার উপেক্ষা ব্যঞ্জক দৃষ্টি তাহাকে মৃত্যু যন্ত্রণারও অধিক যন্ত্রণা দিবে। তাহার সর্ব্বস্ব তুমি, তোমার হাতেই এখন তাহার জীবন মরণ, তাহার আশাপূর্ণ করিয়া তাহাকে জীবন দান কর, তৃষ্ণাতুরকে জলদানে পরিতৃপ্ত কর, অন্যথা করিও না, মানুষের জীবন লইয়া খেলা করা অপেক্ষা বড় পাপ আর নাই।"

ইউছফ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তোমরা দেখিতেছি আমার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছ, এত করিয়া বুঝাইলাম তোমরা কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছ না? মনে রাখিও, আমি তোমাদের খরিদা গোলাম বলিয়া, আমার শরীরের উপর তোমাদের অধিকার আছে, ইচ্ছা করিলে রাখিতে পার, ইচ্ছা করিলে মারিয়া ফেলিতেও পার; কিন্তু আমার মনের উপর তোমাদের অধিকার নাই। মানুষের মন স্বাধীন, উহার উপর অপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব খাটে না। আমার মন যদি দৃঢ় থাকে তাহা হইলে তোমরা শত চেষ্টা করিলেও আমার দ্বারা পাপকার্য্য করাইতে পারিবে না, সহস্র প্রকারের চতুরতাও কাজে লাগিবে না। তোমরা যাহা

বলিতেছ যথার্থ পক্ষে যদিও তাহা সত্য হয়, তাহা হইলেও আজিজের অজ্ঞাতে অমন কাজ করা কিছুতেই ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে না, তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার ক্রীতদাস; তিনি যখন জানিতে পারিবেন, আমি ক্রীতদাস হইয়া বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক তাহারই ভাবিপত্নীকে পত্নী-রূপে গ্রহণ করিয়াছি; তাঁহার সহিত আমোদপ্রমোদে মত্ত হইয়াছি; তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিবে না। সমস্ত ক্রোধই আমার উপর আসিয়া পড়িবে, আমার যে কি দশা হইবে তাহা একমাত্র খোদাই জানেন। এত বড় একটা ঘটনা কিছুতেই গোপন থাকিবেনা, আজ হউক কাল হউক নিশ্চয়ই একদিন সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। জোলায়খার বিবাহ সম্পর্কীয় এই সকল কেলেঙ্কারী লোকের মুখে মুখে আলোচনা হইতে থাকিবে, তখন আজিজের মনোকষ্টের সীমা থাকিবেনা, তিনি লজ্জা ও অপমানে ম্রিয়মান হইয়া যাইবেন, জীবন ধারণই অসহ্য হইয়া পড়িবে; তাঁহার সুখের মধ্যে আমিই অশান্তি দায়ক হইয়া দাঁড়াইব, নীতি ধর্ম্ম প্রচারকের পুত্র হইয়া আমি দুর্নীতি গ্রহণ করিতে পারিব না, প্রভুর সুখময় সংসারে অশান্তি জাগাইয়া অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিব না! তোমরা উহাকে বৈধ বলিলেও যদি উহা অপ্রকাশ্যে সম্পন্ন হয় তাহা হইলে উহা অবৈধ হইয়া পড়িবে, যেহেতু যাহা প্রকাশ্যে করিবার বিধি আছে, তাহা প্রকাশ্যে করাই বৈধ।

দ্বিতীয়তঃ বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে আমি বিবাহ করিব না। কাম দমন করিবার শক্তি না জন্মিলে বিবাহ করাই উচিত নহে। আমি দৃঢ়তার সহিত কাম দমনের অভ্যাস করিতেছি, বীর্য্য ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছি, ধৃত-বীর্য্য হইতে না পারিলে সংসারের কোন কার্য্যেই উত্তম বা উৎসাহ জন্মে না। শরীর রোগের আকর হইয়া দাঁড়ায় (১) জীবন ধারণে

[১] অতিরিক্ত ধাতুক্ষয়ে জন্মে না এমন রোগ খুব কমই আছে। যাহারা অসংযত

অক্ষম হইয়া পড়ে—। আমার বয়স, এখন সতর বৎসর এই বয়সেই যদি আমি সহবাস ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়ি তাহা হইলে অসময়ে বীর্য্যক্ষয় হেতু আমার শরীরের সমস্ত ঔজ পদার্থ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং আমিও শীঘ্রই আজিজের দশা প্রাপ্ত হইব। এই ঔজ পদার্থই শরীরের জীবনী শক্তি, বল, উদ্যম ও উৎসাহ; ইহার মধ্যে সবই বিদ্যমান।

শরীরে অভ্যন্তরে পৃথক পৃথক শক্তি কেন্দ্র আছে, মন যখন ঐ সকল বল বা শক্তি কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়, তখনই বাহিরের ও ভিতরের সমস্ত কার্য্যকারী শক্তি জাগিয়া কাজ আরম্ভ করে। অনেক স্থলেই মানুষ ইচ্ছা করিয়া মনকে ঐ সকল বল কেন্দ্রে যোগ করিয়া দেয়, তাহারই ফলে ভাল বা খারাপ কাজ করিতে বাধ্য হয়—। মন অধীন না থাকিলে আপনা হইতেই যে সকল বলকেন্দ্র অধিক পরিমাণে কুকাজে ইচ্ছা জন্মায়, সেই সকল বল কেন্দ্রে বেশী যায়, দুষ্কর্ম্ম করে, পরে নানা প্রকার কষ্ট পায়। দুষ্কর্ম্ম করাটা যে অন্যায় ইহা অনেকেই বুঝে, কিন্তু মন অবাধ্য ব দুষ্কর্ম্ম করে? মনকে প্রথম হইতে স্ববশে না রাখিলে বা রাখি এর তে না

চিত্ত, সামান্য প্রলোভনেই ধাতুক্ষয় করে, শ্রেণীভেদে নারী বা পুরুষ দে নগদ সুখের জন্য হিতাহিত চিন্তা না করিয়া কাম ভাবে আকৃষ্ট হ জে সামান্য পাপাগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, পতঙ্গের অগ্নি ঝম্পের ন্যায় তাহারা নি য়, ইচ্ছা করিয়া আহ্বান করিয়া আনে—নিজেই নিজের শরীরকে ছাই ক এই নিজের মরণকে সংখ্যাতীত যুবক যুবতী আবাধ-সম্মিলন, গুপ্ত সম্মিলন ও হস্ত র। বর্ত্তমান বাঙ্গালার অবৈধ উপায়ে ধাতুক্ষয় করিয়া অশান্তিতে কাল কাটাইতে দোষ প্রভৃতি নানা প্রকার করিতেছে; তাহারা নিজেরাও মরিতেছে পিতামাতা হ, দ্রুতগতিতে মরণকে আহ্বান মারিতেছে। যেহেতু তাহারা আপন মূলরোগ ধাতুক্ষ প্রভৃতি সংসারের অপর সকলকেও রোগ চিকিৎসার চেষ্টায় নিরর্থক টাকা ব্যয় করি য় নিবারণ না করিয়া ঔষধের সাহায্যে এই রোগ অধিক। অম্ল, অজীর্ণ, মাথাধরা, তেছে। স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যেই কৃশতা, দুর্ব্বলতা ও উদ্যম উৎসাহহীনতা ক্রিমিবিকার, ধারণাশক্তির হ্রাস, দুর্ব্বল চিত্ততা, প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ। যাঁহারা বর্ত্তমান

পারিলে পরে আর স্ববশে আনিতে পারা যায় না, ইন্দ্রিয়কে খারাপ কাজ হইতে ফিরান যায় না,:রূপ, রস. গন্ধ ও, স্পর্শ, প্রভৃতি অনুভূত হওয়া মাত্র ইন্দ্রিয় সকল লাফাইয়া পড়ে, রূপ ও শ্রী দেখিয়া চোখ, মিষ্ট ও রসাল বাক্য শুনিয়া কান ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কারণে এক একটা রিপু আকৃষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে মন উহার সেনাপতিত্ব করে। আমার মন আমার অধীন আমি চিরকালই উহাকে অধীন রাখিব, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি দয়া করিয়া গ্রায় অন্যায় বুঝিবার কিঞ্চিৎ ক্ষমতাও আমাকে দান করিয়াছেন। আমি আমার মনকে ন্যায় পথে চালিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। আত্ম-জীবনের উপর অনিষ্টকারক কার্য্য করিয়া সীমা লঙ্ঘণ-কারীদিগের শ্রেণীভূক্ত হইতে ইচ্ছা করিনা, যাহারা শান্তিময় সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পাপ করে। আমার মন কিছুতেই অন্যায় কার্য্যের দিকে যাইবে না। খোদা রক্ষা করুন আমি তাঁহার দয়া হইতে নিরাশ নয়। তিনি দয়া বলে আমাকে পাপের পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিবেন।

সময়ও এই রোগে ভুগিতেছেন তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানিবেন, ইউছফের মত দৃঢ় ও সংযত চিত্ততাই ইহার একমাত্র ঔষধ। এই রোগের আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। ডাক্তার বা কবিরাজ পিশিয়া খাওয়াইলেও যে পাপ করিয়াছেন, সেই পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, পাপাগ্নির দাহ হইতে অব্যাহতি পাইবেন না ; নরক কোথায় ?—উহাইত নরক। হৃত-বীর্য্য-ব্যক্তির জন্য সংসারে স্থান নাই—

বাতরক্ত, শূল, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রক্ষত, অশ্মরী, বিংশতী প্রকার মেহ, শোম-রোগ, প্রমেহ পীড়িকা, বিদ্রধি, ভগন্দর উপদংশ শূল-দোষ, কুষ্ঠরোগ বিসর্প, বিস্ফোটক, মুক-রোগ, কর্ণ-রোগ, সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ, একাদশ প্রকার শির-রোগ, প্রদর এবং ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ভীষণ নরক-যন্ত্রণা দায়ক দুঃসাধ্যও অসাধ্য রোগ সকল একমাত্র ধাতুক্ষয়:হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব আমাদের মতে স্ত্রী পুরুষ ভেদে যথা ক্রমে ষোড়শ ও ত্রয়বিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বীর্য্যরক্ষা করিয়া, অতঃপর সংসার পথে—মিতাচারী হওয়া প্রত্যেকেরই উচিত।

দশম পরিচ্ছেদ।

"ব্যর্থ হল প্রেম-পিয়াসীর গভীর ভালবাসার হার"

সখি এখন উপায়? কত রকমে চেষ্টা করিলাম কৈ ইউছফকে কিছুতেই আপন করিতে পারিলাম না; তাহার হৃদয়ে প্রেমরস নাই; চোখে হাসি, চাহনিতে মাদকতা মুখে মধুমাখা মিষ্টবাক্য, দেখিয়া মনে হয় কোন কল্পময় প্রেমরাজ্য হইতে প্রেমের পশরা লইয়া সে হাজিরা দিয়াছে আদবে কিন্তু সবই ভুল, তাহার মধ্যে প্রেম বলিতে কিছু নাই, সে কেবলই ধর্ম্ম ধর্ম্মই করিতেছে। প্রেমের নিকট যে ধর্ম্মের স্থান নাই,—প্রেম যে অন্ধ এ কথা সে জানে না। তাহার এমন সুন্দর মূর্ত্তির ভিতরে প্রাণটা যে এত শক্ত তাহা কেহ কল্পনাও করিবে না,—বিশ্বাস ত দূরের কথা। ঐ পাষাণ মনে প্রেমরসের আঁচড় পর্য্যন্ত নাই, কিছুতেই উহা গালিবার নয়, এত সাধ্য-সাধনা, এত আদর-যত্ন, এত কৌশল সবই ব্যর্থ হইল, কিছুতেই গলিল না —প্রেমোদয় হইল না।

রাহাতন বলিল "সখি! এত উতলা হইতেছ কেন? নাগরকে যখন হাতে পাইয়াছ তখন আর চিন্তা কি? আজই হউক আর দুইদিন পরেই হউক, মনোবাঞ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। আগুনের কাছে থাকিলে ঘৃত যতই শক্ত হউক, না গলিয়া থাকিতে পারে না। ইউছফ প্রকৃতই পাষাণ নয়, হাজার শক্ত হউক, রক্ত মাংসের শরীর—তাহার উপর পুরুষ মানুষ, শেষে এমন হইবে বিরক্ত লাগিয়া বলিবে—ভালবাসার মধুও ভাল লাগিবে না।

ইউছফকে প্রেমের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দাও, তাহার ঐ শুষ্ক

শরীরে কিঞ্চিৎ প্রেমরস প্রবেশ করুক, প্রেমের প্রাথমিক শিক্ষা হইয়া যাউক, তাহা হইলে সে আপন হইতে প্রেমের স্বাদ বুঝিতে পারিবে, এখন এই শুষ্ক প্রাণে তোমার এই অগাধ প্রেমের ঝাঁঝ ভাল লাগিবে কেন? এক কাজ কর কোন নির্জ্জন মনোরম বাগানে, তাহাকে কৌশল করিয়া পাঠাইয়া দাও এবং তাহার সেবার জন্য কয়েক জন অল্প-বয়সী সুন্দরী দাসী সঙ্গে দাও। তাহারা যেন নাচ গানে বেশ সুদক্ষ হয়। গোপনে তাহাদিগকে বলিয়া দাও 'তোমরা যে প্রকারে পার ইউছফের মন ভুলাইয়া নিজের প্রতি তাহাকে আকৃষ্ট কর, যদি কৃতকার্য্য হইতে পার, তাহা হইলে পুরস্কার পাইবে।'

সখির কথা, জোলায়খা তাঁহার দাইমার নিকট যাঁচাই করিলেন; দাই সম্মতি ছিলেন। সহর হইতে সামান্য দূরে আজিজের এক বাগান ছিল, তিনি উহা জোলায়খাকে দিয়াছিলেন। উহা যেন স্বর্গীয় উদ্যান— ফুলে ফলে ভরা, গন্ধে আমোদিত করা—আকাশে বাতাসে তার মাদকতা দুনিয়ার নানা জাতীয় ফুলের গাছ রং বেরঙ্গের ফুল, রং বেরঙ্গের পাতা সারি সারি ফুলে ফুলে ও পাতা ফলে যেন মালা গাঁথা—ভোমরার গুণ গুণ করা প্রেম গানে, চাঁপা পারুলের দোল খাওয়া প্রেম আহ্বানে, কামুকতা যেন বাগানময় উড়িয়া বেড়াইতেছে, কোথাও এক তিল ফাঁক নাই গোলাপের দিল-ভোলানো ঠমক, মল্লিকার প্রাণ মাতানো চমক দেখিলে প্রাণ আই-ঢাই করে। গন্ধরাজ বেজায় বেলাজা, ভ্রমরা বঁধুকে বুকে পাইয়া উলঙ্গ হইয়া জড়াজড়ী করিতেছে। টগর ভ্রমরা বঁধুর ছোঁয়ার পরশ সহিতেও পারে না ছাড়িতেও পারে না, বালিকা বধুর মত পরশ লাগিবামাত্র মুখ লুকায়, কাঁপিতে কাঁপিতে এদিক সেদিক এলিয়া দুলিয়া নত হইয়া পড়ে—দূরে সরিয়া যায়, আবার আগাইয়া আসে, ছোঁয়ার পুলুক সামলাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। ভ্রমরাও না ছোড়বান্দা, ছাড়িয়া কোথাও যায় না,

একবার চুমো খাইয়া আবার নব রসের আশায়—চুমো খাইবার জন্য নিকটেই অপেক্ষা করে, সাধ মিঠাইয়া রস পান না করিয়া ছাড়ে না। 'চামেলী অনূঢ়া বালা, জানেনা প্রেমের জ্বালা" সে থাকে ভাল—তার কোন বালাই নাই—কামিনী কিন্তু তার বিপরীত, চাঁদের কিরণ তার শরীরে আগুণ জ্বালাইয়া দেয়, তাপ বাড়াইয়া দেয়,—চন্দনের গন্ধে হৃদয় আকুল হয়, কিছুতেই ধৈর্য্য রাখিতে পারে না—মলয় তার পরম শত্রু—বাগানময় প্রেমের ছড়াছড়ি—প্রণয় লইয়া কাড়াকাড়ী, প্রণয় অপ্রণয়; মিলন অমিলন, বিরহ ও অবিরহের এক আনন্দ নিকেতন চির বসন্ত বিরাজিত! মলয় সকল সময়েই ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে, কচি কচি পল্লব ও ফুল ফল সকল দুলিতেছে—কোকিল বধুর সরু গলার কুহু কুহু রব, পাপিয়ার পিউ পিউ তান, দোয়েলার দিল ভুলানো শিষ, সকল সময়েই কামনার জ্বালা লইয়া বসিয়া আছে, আরও কত রকমের পাখী, কত রকমের গান করিতেছে। কপোত কপোতিনীর মুখের নিকট মুখ রাখিয়া বলিতেছে :—

বাক্ বা কুম্ কুম্, বাক্ বা কুম্ কুম্, বাকুম্ বাকুম্ বাক্,
আয়রে সাধের পিয়ামণি পরাণ পুরে থাক্।
যৌবন বাহার ফুরিয়ে গেলে
জীবন যে তোর হবেই ফাঁক।
বাক্ বা কুম্ কুম্, বাক্ বা কুম্ কুম্, বাকুম্ বাকুম্ বাক্।

ঘুঘু তার পিয়াসীর সঙ্গে মন খোলা ইয়ারকীতে মশগুল—"ঘুঘুরাণী ঘুঘুরাণী করছ তুমি কি, এই দেখনা আমি তোমার বর এসেছি।" কোথাও স্বচ্ছ জলা সরোবরে রাজহংসী তার দেলচোরার সঙ্গে আমোদ জুড়িয়া দিয়াছে—কত রকমের জলকেলী করিতেছে—একবার পলাইয়া যাইতেছে আবার ধরা দিতেছে—কিংবা ধরা দিই দিই করিয়াও ধরা দিতেছেনা—কখনও বা মুখের উপর মুখ রাখিয়া প্রাণ জুড়াইতেছে—

এই প্রকার কামনার জ্বালাভরা বাগানে পাঠাইয়া দিলেন ইউছফকে যে বাগানের পাহারাদার সাক্ষাত শয়তান—যার যেথানে জয়ী হইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতেছে—মদন ফুলশর লইয়া আং পাতিয়া বসিয়া আছে—রতির শৃঙ্গার শেষ হইয়া গিয়াছে—মদন আর রতি—মদন—আর রতি।

"শব্দ গন্ধ বর্ণ সেথায় পেতেছে অরূপ ফাঁসা
ঘাটে ঘাটে বার ঘট ভরা হাসি মাঠে মাঠে কাঁদে বাঁশী।"

তাহার সঙ্গে দিলেন আট জন দাসী—না না কে বলে?—দাসী না ত—সাক্ষাত অপ্সরী, স্বর্গের সেরা হুর। পল্লীস্থানের কল্পরাণী। এগার হইতে ষোল বৎসরের মধ্যে তাহাদের বয়স। রূপে তাহারা রতিকে হারাইয়া দেয়, মদনকে চিবাইয়া থাইতে চায়; হাজার যুগের জমানতপস্যা আঁখির এক ইসারায় চৌদ্দ ভূবনের অপর পারে ফেলিয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে—

প্রথমে ইউছফ মনে করিলেন বেশ হইয়াছে, জোলায়থার জ্বালা হইতে মুক্তি পাইয়াছি—এই স্থানে বেশ আরামে কয়েক দিন কাটাইয়া দিতে পারিব, কিন্তু একদিন দুইদিন যাইতে না যাইতে দেখিলেন, ও বাবা! এ যে আর এক মহা বিপদ—কুকুরের মুখ হইতে মুক্তি তাহাতে ভুল নাই, কিন্তু সিংহের দাঁতের তলে আবদ্ধ। জোলায়থা তাঁহার সেবার জন্য যে সকল দাসী দিয়াছেন তাহারা প্রত্যেকেই জোলায়থার পিঠে শূন্য অর্থাৎ তাহার দশগুণ। জোলায়থা কাঁচা থাইতে সাধ করেন নাই, ইহারা কাঁচাই চায়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, কে আগে কেল্লাফতে করিতে পারে। প্রত্যেকেই নিজের দিকে টানিতেছে। জোলায়থার প্রদত্ত পুরস্কারের আশায় প্রত্যেকেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কত প্রকারের সাজ সজ্জা করিয়া, কত কৌশলে, কত ঠমকে, কত চমকে কত ভঙ্গিতে রং বেরঙ্গের প্রেম কথা কহিয়া তাঁহার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে, সবই নিত্য নূতন—নূতন নূতন. সাজ, নিমেষে নিমেষে নূতন

ধরণ—চোখ ফিরাইবার সাধ্য নাই; যে দিকে ফিরান সেই দিকেই নব রঙ্গে—নব ঠমকে—নব ভঙ্গিতে, দুই একজন দাঁড়াইয়া আছে:—

"অধর আনার রসে টল টল," ডুবে মদনের মান;
"বুকে বুকে ভরা বাঁকা ফুল ধনু চোখে চোখে ফুলবাণ,"
হাসি ভরা দিল, "নয়নে কাজল শ্রোণীতে চন্দ্র হার,
চরণে লাক্ষা ঠোঁটে তাম্বুল দেখে মরে আছে মার।
দেখিলে আতসী ফেরেস্তার মন ভিজিবে সে মধু-রসে,
শফরী চোখের চটুল চাহনি বুকে দিবে দাগ কষে।"

ইউছফ তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কম্বলকে ছাড়িলে কি হয় কম্বল যে ছাড়ে না; হরিণী লুকাইবার জন্য শত ফন্দি করে, সিংহী তাহাকে ধরিবার সহস্র ফন্দী খাটায়, না ধরিয়া ছাড়ে না। পাপ ও পুণ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল, শঠ-চূড়ামণি শয়তান হইল পাপ পক্ষের সেনাপতি, নীরিহ শান্ত স্বভাব ধর্ম্ম-নেতা বিবেক হইল পুণ্যের পক্ষের কর্ম্মকর্ত্তা। পুণ্য এক একবার পরাজিত হইবার উপক্রম হয়—পড়িয়া যাওয়ার মত হইয়া যায়, কিন্তু তাহার স্বপক্ষের সেনাপতি বিবেকের আদেশে ইউছফের আত্মাভিমান, যাহাকে প্রকৃত অভিমান বলা হয়, আসিয়া তাহাকে রক্ষা করে—সোজা করিয়া দাঁড় করায়; ইউছফকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরভাবে বলে, "হে ইউছফ! তুমি না প্রেরিত পুরুষের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, মহাপুরুষ এব্রাহিমের পুত্র ইসহাক তোমার পিতামহ, ইয়াকুব, তোমার পিতা, লিশ তোমার মাতামহ—এমন পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ঘৃণিত পাপকার্য্য কি প্রকারে করিতে চাও, এমন নীচকার্য্যে কি প্রকারে তোমার রুচি হইতেছে? নীতি শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করা, ধর্ম্মের বাঁধ ছিন্ন করা—না না, এমন কার্য্য তোমার দ্বারা হইতে পারে না—এই জঘন্য কার্য্য হইতে দূরে থাক—আপন

জীবনের উপর অনিষ্ট করিও না।" পুণ্য জয়ী হইয়া উঠে—ইউছফ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠেন "না আমি এমন নিকৃষ্ট কাজ করিতে পারিব না।" শয়তানের মুখ মলিন হইয়া যায়, দাসিগণ নিরাশ হইয়া পড়ে, পাপ পরাজিত হয়, এই কৌশল ব্যর্থ হয়, কিছুক্ষণ পর আবার নূতন পথ ধরে., নূতন নূতন কৌশল অবলম্বন করে—আবার সেই পূর্ব্ব দশা, জয়ী হইতে যাইয়াও পরাজিত হইয়া পড়ে, হার মানিতে হয়—আশা পূর্ণ করিতে পারে না—শয়তানের কারসাজি খাটে না—।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন—এক মাস, দুই মাস, তিন মাস—কিছুতেই কিছু হইল না, ইউছফের মন তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইল না—পাপ জয়ী হইতে পারিল না—দাসিগণ নিরুপায় হইল। প্রেমের বেদিল কাফের ইউছফের পাষাণ হৃদয়ে কিছুতেই প্রেম-রস প্রবেশ করিল না—এমন কামনা-মাখা সুরমা টানা ডাগর চোখের আড় চাহনি সকল—তাঁহার অন্তরে কুৎসিৎ প্রণয় রস সৃষ্টি করিতে পারিল না। অবৈধ জঘন্য কাম ভাবে মাতাইয়া তুলিতে সক্ষম হইল না। বিরক্তি ভরা অভিমানে তাহারা বলিতে যেন বাধ্য হইল।

"আ মলো ছি! ওর হ'ল কি?"
আর পারিনে সাধ্‌তে লো সই
আধ ফোটা ওই ছোঁড়াকে
ছুটবে না যে ছুটাবে কে
বল লো সে মন ঘোড়াকে?"

হাল ছাড়িয়া দিল * * * কিছু দিন গত হইল—সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্য বাড়িল, চন্দনের সঙ্গে থাকায় পলাশের মধ্যেও তাহার গন্ধের আঁচড় লাগিল। ইউছফের চরিত্রের দৃঢ়তায়—উপদেশের বাদল ধারায়, দাসিগণের মন নরম হইল, অবিদ্য (নফ্‌স) আংশিক রূপে ধ্বংস

হইল—অন্তরে জ্ঞানের আলো দেখা দিল, সেই আলোতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, নীতিশৃঙ্খলার আবশ্যকতা তাহারা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিল, সকলেই ইউছফের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া ন্যায় বা সত্য পথের আশ্রয় গ্রহণ করিল—ধর্ম্মনীতি পালনে ব্রতী হইল।

জোলায়খার প্রথম হইতেই বাগানের খবর লইতেন, প্রত্যহ দুই এক বার আসিয়া দেলচোরাকে দেখিয়া যাইতেন—পেয়ার করিতেন, জীবন মরণ পণ করিয়া বুঝাইতেন, কোন ফল হইত না—ফল হইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্যামের আসার আশায়, মধুর প্রেম পিপাসায়,
নিকুঞ্জ সাজায় সখিগণ ;
বাসর শয্যা হে'রে, কি জানি কি মনে করে,
কিশোরীর চিত্ত-উচাটন। (চণ্ডিদাস)

প্রেমাগুন ভীষণ আগুন ; জল দিলে যার বাড়ে আগুন—এ আগুন সহজে দমন হইবার নহে। কাহারও কর্ত্তাগিরী ইহার নিকট খাটে না, ধর্ম্মের বাধা মানে না, সমাজের চোখ রাঙ্গানীকে ভয় করে না—কলঙ্ক ত ছাই। জোলায়খা এবার কাহারও কথা লইলেন না, সোজাসোজি দাইমার নিকট যাইয়া হাজির হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই বিপদসাগরে দাইমা তাঁহার একমাত্র আশ্রয়স্থল—বিরহিণী রাধিকার যেমন ললিতা জোলায়খার তেমন দাই।

দাই বলিলেন, "আর এক উপায় আছে, অত উতালা হইও না, ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিতে হইবে। এ কাজে কিন্তু অনেক টাকা পয়সার আবশ্যক—জলের মত টাকা পয়সা খরচ করিতে হইবে।" জোলায়খা তাহার উত্তর করিলেন, "টাকা পয়সার জন্ত তোমার চিন্তা ?—আমার প্রাণের অপেক্ষা টাকা পয়সার মূল্যই কি অধিক ? যত টাকা লাগে দিব, তথাপি ইউছফকে চাই, তাহাকে না হইলে চলিবে না, এ দেহে প্রাণ রাখিতে পারিব না। প্রেম জ্বালা বিষম জ্বালা—এ জ্বালার হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্ত মানুষ কি করিতে পারে না ? আমি তাহাকে না পাইলে বিষ খাইয়া মরিব।"

দাই পরামর্শ দিলেন, জোলায়খা তাঁহার পরামর্শানুসারে ইউছফের জন্য পাশাপাশি সাতখানা ঘর তৈয়ার করিলেন—ঘর—ঘরের মত ঘর—সাক্ষাৎ স্বর্গপুরী, কারুকার্য্য দেখিয়া ময়দানব হার মানে। সোনারূপা ও হীরা মুক্তার কাজের দ্বারা প্রত্যেক অংশই শোভায় পরিপূর্ণ, ছাদ ও দেওয়ালে পদ্মরাগের ফলফুল ও গাছ খোদাই করা, অয়ঃস্কান্তের জ্যোতি, স্ফটিকের ঝালর প্রত্যেক গৃহেই শোভা পাইতেছে, আরও কত জাঁক-জমক।

ঘর নির্ম্মিত হইলে, এক নির্দ্দিষ্ট দিনে জোলায়খা সেই বাগান হইতে ইউছফকে আনিবার জন্য দাইকে পাঠাইয়া দিলেন। ইউছফ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন—'নিশ্চয়ই জোলায়খা তাহাকে অন্যায় পথে টানিবার জন্য আর এক নূতন ফন্দি খাটাইয়াছেন—তাঁহার পাপ-পিপাসা পূর্ণ করিবার চেষ্টায় আছেন। দাইকে স্পষ্ট জবাব দিলেন, "আমি যাইব না।" দাই তাঁহাকে নানা রকমে বুঝাইলেন, "ইউছফ যৌবন জোয়ারের জল, ভাটা পড়িলে এই জল আর দেখিতে পাইবে না। এই নদীতে জোয়ার দুইবার আসিবে না—সময় থাকিতে আমোদ করিয়া লও—ভবিষ্যতের আশায় নগদ সুখ হইতে বঞ্চিত হইও না—ভবিষ্যতের সুখের আশা করা বৃথা।

* * * * *

(মূর্খ সে)—যে আজিকার সুখ পায় দলিয়া দূর ভবিষ্যত দেখিতে চায়,
উঠ সখি! এই জাগরণ-যুগ যৌবন ত্বরায় নিবিয়া যায়।"

* * * * *

ভবিষ্যতে কি হইবে তুমি তাহার কিছুই জান না। জোলায়খা এক মাত্র তোমাকেই চাহিতেছে, তোমারই জন্য সে পাগল, আজিজ, তাহার প্রকৃত স্বামী নহে, তুমিই তাহার প্রকৃত স্বামী।

"তাহা কেমন করিয়া জানিব? আমি জানি তিনি আমার প্রভুপত্নী, আমার মাতৃস্থানীয়া, আমি তাঁহার খরিদা গোলাম। আমি তাঁহার উপর কু-দৃষ্টি করিতে পারিব না।"

দাই জোলায়খাকে যাইয়া বলিলেন "আমি মনোমত পোষাকে তোমাকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিতেছি; তুমি নিজে যাইয়া ইউছফকে লইয়া আস, সে আমার ডাকে আসে নাই। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি; সে আজ এ সকল ঘরের সৌন্দর্য্যও সাজসজ্জা এবং তোমার পোষাক ও অলঙ্কারে শোভিত ভূবন মোহন রূপ দেখিয়া না ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না।" জোলায়খা আশার ক্ষীণালোকে সামান্য হাসির ভাব দেখাইলেন।

দাই তাঁহাকে গোলাপ জলে স্নান করাইয়া, পরীস্থানের রূপময়ী রাজ-রাণী সাজাইলেন। পরিপাটী করিয়া চুল বাঁধিলেন; সিঁতির বাহার প্রেমিক বধের যন্ত্ররূপে শোভা পাইল, বেণী তিনটী যথার্থই কালসাপ—আশ্চর্য্যের বিষয়—এই সাপ লোকে সাধ করিয়া আপন কণ্ঠে জড়াইতে চায়, যদিও দৃষ্ট দংশনেই অনুভব করিবার শক্তিকে মৃত্যুর কবলে স্থান দেয়।

"যে বিদ্যুচ্ছটায় রমে আঁখি
মরে রে নর তার পরশে।"

কপালের দুই ধারের অলোক গুচ্ছ এমন সুন্দর ভাবে পরিপাটি করিলেন, যেন মুখ রূপ চিত্রের উপর আঁক টানিয়া তাহার রং উজ্জ্বলতর করিয়া দিলেন। কপালের মধ্যস্থলে একটা নীল তিলাকার টীপ দিলেন। বোধ হয় মহাকবি শাম্‌স উদ্দিন হাফেজ তাঁহার দেল্‌পিয়ারার ঐ টীপের কথাই বলিয়াছেন:—

"আগার আ তোর্কে সিরাজী বদস্ত আরাদ দেলে মারা
বখালে হিন্দুয়াস বখশাম সমরখন্দ ও বোখারারা।" (১)

ভ্রূযুগলের নীচে, আয়ত চোখের উপরে, কাজল রেখা আঁকার ছলে মদনের ধনু হইতে সাক্ষাৎ ভাবে বাণ আকর্ষণ করিয়া যেন প্রেমিকের বুকে বিদ্ধ করিয়া দিলেন। হস্ত-পদ নাসা-কর্ণ কোনটী রাখিয়া কোনটীর কথা কহিব? রক্ত-মাংসের শরীর লইয়া কোনটীর উপরই চোখ ফেলিবার সাধ্য রহিল না। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পৃথক ভাবে সহস্র রতির সৌন্দর্য্য লইয়া শোভা পাইতে লাগিল। মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গই নব অলঙ্কারে নব সাজ-সজ্জায় শোভিত হইল, জগতের কোন অলঙ্কার প্রিয় ধনবতী সুন্দরীর কথা বলিব? কেহই জীবনে এত অলঙ্কার ও সাজ-সজ্জা, দেখেন নাই; একেই জোলায়খার ভুবন ভুলানো রূপ, তাহার উপর এই সকল ফেরেস্তা (স্বর্গীয়দূত) দুর্লভ অলঙ্কার ও সাজগুজ, তদোপরি পরিধানের পারিপাট্যতা, পুরুষের কথা দূরে থাকুক নারী পর্য্যন্ত জোলায়খার ঐ সজ্জিত সৌন্দর্য্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইবে—রতির চক্ষু কপালে উঠিবে; হুর-পরী যক্ষ-বিদ্যাধরী মানে মানে সরিয়া পড়িবে, অপ্সরী অবাক হতভম্ব হইয়া যাইবে। বাতাসকে আর স্বর্গে যাইতে হইল না। জোলায়খার শরীর হইতেই স্বর্গীয় ফুলের গন্ধ লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাঁহার মুখ ও শরীরের অপরাপর অঙ্গ হইতে এক প্রকার বিশেষত্ব ময় সোঁদা-গন্ধ বাহির হইতে লাগিল, যাহা নাসিকার ধারে আসিলেই মৃত ব্যক্তিও সুস্থকায় মদনের নবযৌবন লইয়া উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠে, সেই ঠোঁটে ঠোঁটে

---

(১) প্রাণ যদি মোর ফিরে দেয় সেই তুর্কি সোয়ার মন চোরা
পিয়ার মোহন চাঁদ কপোলে,
একটী কাল তিলের তরে
দিই বিলিয়ে সমর খন্দ ও রত্ন খচ্চা এই বোখারা

মুখে মুখ লাগাইয়া চুমো রেখা আঁকিবার জন্য স্বর্গের রাজ সিংহাসনকে পদাঘাত করে। জীবনদানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

সাজ সজ্জা শেষ হইলে জোলায়খা নিজেই নিজের মুখ দর্পণে দেখিয়া অবাক হইলেন, একবারের অধিক দুইবার দেখিতে পারিলেন না, দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। এতরূপ—এতরূপ মানুষের! হায় ইউছফ! তথাপি তোমার মন উঠে না বলিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন —কত কি। ধীরে ধীরে পদ ফেলিয়া ইউছফকে আনিবার জন্য চলিলেন। ইউছফ জোলায়খাকে দেখিয়া অবাক, তাঁহার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। সর্ব্বনাশ! এইবার আমাকে কে রক্ষা করিবে? হে প্রভো রহমান-রহিম! (দাতা ও দয়ালু) তোমার আশ্রয়ে আছি, তুমি রক্ষা কর। হে জব্বার! (শক্তিশালী) তোমার ক্ষমতার উপর কাহারও ক্ষমতা নাই—আমি পাপি আমার কোনই পুণ্য নাই—তোমার দয়া ও ইয়াকুবের পুণ্যের ফলে তাঁহার পুত্রকে রক্ষা কর, সে যেন আপন জীবনের উপর। অত্যাচারী না হয়।"

জোলায়খা যাইয়া ইউছফের হাত ধরিলেন, আগ্রহপূর্ণ ভাবে, কামনামাখা চোখে, হাসিভরা মুখে বলিলেন, "ইউছফ, তুমি আমার উপর এত বিরূপ হইয়াছ কেন? তোমার বিরহে আমার অন্তরে যে কি আগুন জ্বলিতেছে তাহা জান? আমার হৃদয়ের খোঁজ রাখ? আইস প্রাণেশ! অভাগিনীর প্রাণ শীতল কর, জোলায়খা তোমাকে ছাড়া জগতে আর কাহাকেও জানেনা; জগতময় একমাত্র তোমাকেই দেখিতেছে, তোমার উপরই তাহার নয়ন, অবলা মারিয়া তোমার লাভ কি? নারী বধের পাপে লিপ্ত হইতেছ কেন? তোমাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিবার একটা উপায় তাহাকে বলিয়া দাও, নতুবা তাহার হৃদয় ঠাণ্ডা কর, তাহাকে ধর্ম্মপত্নী-রূপে গ্রহণ

কর। আজিজ তাহার যথার্থ স্বামী নয়, লোক দেখান স্বামী মাত্র।"

ইউছফ জোলায়খার চোখের উপর চোখ ফেলিতে পারিলেন না, লজ্জা ও ধর্ম্ম নাশের ভয়ে মাটীর দিকে মুখ করিয়া বলিলেন—"তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, আমি তোমার অন্তরের খবর জানিনা জানিতেও চাহিনা—আমি জানি আজিজ তোমার স্বামী, তিনি তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি আমার প্রভু ; পুত্রের মত আদরে আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন, এমন পাপ কথা আমার নিকট বলিও না।"

—"তাহা হইবে না আমি তোমার জন্য একটা সুন্দর বাড়ী তৈয়ার করিয়াছি। তোমাকে সেখানে যাইতে হইবে। তেমন সুন্দর বাড়ী জগতে নাই। তুমি আমি দুই জন সে বাড়ীতে মনানন্দে বাস করিব, মনোব্যথা পূর্ণ করিব"কথা শেষ হইতে না হইতে জোলায়খা তাঁহার হাত ধরিয়া সেই দিকে চলিলেন। লাচার ইউছফ বাধ্য হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"আমি বেসেছি তোমারে ভালো,
আমার আঁধার জীবনে
তুমি গো প্রাণের আলো।"

জোলায়খা ইউছফকে লইয়া প্রথম গৃহে প্রবেশ করিলেন, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইউছফ গৃহ দেখিয়া অবাক হইলেন। এ-কি এ-গৃহ কি মানুষের তৈয়ারী! মানুষের এত শক্তি! কি আশ্চর্য্য! আমি কোথায়? কোন কল্পপুরীতে প্রবেশ করি নাই ত? এ সবই কি যাদু—মায়ার দ্বারা গঠিত?

প্রত্যেক স্থানই নানাপ্রকার চিত্রাদিতে পরি-শোভিত। জোলায়খা এক এক করিয়া তাঁহাকে সেই সকল চিত্র দেখাইতে লাগিলেন। ইউছফ কিন্তু দেখিতে যাইয়াও দেখিতে পারিলেন না; লজ্জা এবং চরিত্র নষ্ট হওয়ার ভয়ে অন্য মনস্কাবস্থায় শূন্য দৃষ্টি ফিরাইতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার জন্তু আছে, প্রত্যেক জাতিয় জন্তুর চিত্র এ গৃহে রহিয়াছে। কি প্রকারে তাহাদের মধ্যে প্রেমালাপ হয়, কি প্রকারে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রণয় ভাবে আকৃষ্ট হয়, কু-ভাবে মত্ত হয়; বলা বাহুল্য সঙ্গম-রতা-বস্থার কুৎসিত চিত্রও বাদ পড়ে নাই, সব অবস্থাই চিত্রের সাহায্যে দেখান হইয়াছে। কোথাও জলজ পক্ষী, কোথাও স্থলজ পক্ষী, কোথাও গরু, ঘোড়া, হস্তী ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু, কোথাও বা কীট পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র প্রাণী সকল প্রেম-মদে মত্ত হইয়া আমোদে রত হইয়াছে—পরস্পর পরস্পরের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে।

জোলায়খা এই সকল কুৎসিত চিত্র দেখাইয়া ইউছফের নিকট আপন কু-অভিপ্রায় প্রার্থনা করিলেন—ইউছফ তোমার পায় পড়িতেছি, তুমি প্রাণ খুলিয়া আমার সঙ্গে কথা বল, প্রেমদান কর—আমোদে রত হও, আমি তোমার, ইহাতে বিন্দুমাত্রও ভুল জানিও না, আমার কোন কথাই অবিশ্বাস করিও না, উহাতে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। তোমার প্রেম-লাভের প্রত্যাশায় আমি চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দিন কাটাই-তেছি—তোমার অমিলনে আমার এক মুহূর্ত্ত এক বৎসরের ন্যায় গত হইতেছে। আর এই জ্বালা সহ্য করিতে পারিতেছি না; মর্ম্ম ব্যাথায় মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরিয়া মরিতেছি। হায়! ইউছফ! প্রাণের ইউছফ!! আমার কি দুর্ভাগ্য! তুমি একবার ও আমার দিকে সরল প্রাণে, হাসিভরা চোখে দেখিতেছ না, আমার অন্তর ঠাণ্ডা করিতেছ না, হৃদয়ের জ্বালা দূর করিতেছ না, তুমি বড়ই নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর—।

ইউছফ জোলায়খার কথার কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না, চিত্রা-র্পিতের মত মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জোলায়খা তাঁহার হস্ত ধরিয়া দ্বিতীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। এ গৃহের চিত্র ভাষায় বর্ণনা করা দুসাধ্য! লেখনী শক্তির তেমন শক্তি নাই যে, সে চিত্রের চিত্র ফুটাইয়া তুলে, কোথাও কোন রূপসী সিক্ত বস্ত্রে ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে, কোন রূপসী অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় বস্ত্র নিংড়াইতেছে, কোন রূপসী অর্দ্ধ জলে নামিয়া বিবস্ত্রাবস্থায় গা ধুইতেছে, রাশিকৃত চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, সেই চুলের মধ্য হইতে মুখখানা যেন কাল মেঘের মাঝে নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মত দেখা যাইতেছে। কোন বিনোদিনী আপন পিনোন্নত কুচের উপর হস্ত প্রদান করিয়া ময়লা পরিষ্কার করিতেছে।

কোন চিত্রে স্ত্রী ও পুরুষ এক সঙ্গে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় কুৎসিত ইয়ার্কী দিতেছে। পুরুষ নারীর গোলাপ-নিন্দিত

মুখে চুমো খাইতেছে, নারী পুরুষের হাত হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না, কিংবা কোন: প্রকারে মুক্তি পাইয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতেই আবার ধরা পড়িতেছে অথবা ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিতেছে, দুই একবার চুম্বনের বা ছোঁয়ার ঝাঁজ সহ্য করিতে না পারিলেও লাভের পিপাসা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না, আবার ঘুরিয়া আসিতেছে। কেহবা চুম্বনের পরশ পাওয়া মাত্র প্রজাপতির ডানার ছোঁয়ায় ছাঁচি বরের কচি পানের মত নত হইয়া পড়িতেছে; কেহবা পলাইয়া যাইতেছে, অর্দ্ধ উলঙ্গ বেলাজা নাগর তাহার বস্ত্র ধরিয়া টানিতেছে, কিছুতেই ছাড়িতেছে না, বস্ত্র প্রায় খুলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কোন চিত্রে হয়ত নারী পুরুষ একত্র হইয়া দশবিশ জন চক্রাকারে বসিয়া আছে, বস্ত্রাদির সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নাই বলিলেই চলে, সাকী তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মদপূর্ণ পিয়ালা দিতেছে, কেহ কেহ হেলিয়া দুলিয়া অন্য জনের কাঁধের উপর পড়িতেছে, কেহবা গলায় গলায় ধরিয়া জড়াজড়ি করিতেছে, স্ফূর্ত্তির ঢেউ তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে —লাও সিরাজী লাও সিরাজী বলিয়া চিত্রই যেন চীৎকার করিতেছে। ইত্যাদি আরও কত ভঙ্গির, কত প্রকারের বিশ্রী চিত্র।

জোলায়খা ইউছফকে বলিলেন, "আমার হৃদয় শীতল কর, যন্ত্রণা দূর কর। আমি যেই হইতে তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি সেই হইতেই তীর বিদ্ধ হইয়াছি,—যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছি—হায় নিষ্ঠুর! আমি তোমারই জন্য মাতাপিতা আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগ করিয়াছি—দেশ-রাজ্য ছাড়িয়া মিশরে বাস করিতেছি—হে চন্দ্রমুখ! হে নিষ্ঠুর প্রাণ প্রিয়!! তোমারই জন্য ভরা-যৌবনের পুঞ্জিভূত প্রেম একত্র করিয়া রাখিয়াছি, যথেষ্ট হইয়াছে, আর যন্ত্রণা দিওনা—আমার বুক জ্বলিয়া অঙ্গার হইতেছে—ক্ষমাকর—বাসনা পূর্ণ করিয়া যন্ত্রণার অবসান কর।" ইউছফ অটল, কোন কথারই উত্তর

দিলেন না—স্বমত পরিত্যাগ করিলেন না। জোলায়খা সহস্র প্রকারে বাক্য জাল বিস্তার করিয়াও আপন বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইউছফ নির্ব্বাক অবস্থায় তৃতীয় গৃহে নীত হইলেন।

এ গৃহও চিত্রে চিত্রময়। এক এক খানা চিত্র এক একটা অভিনয়ের কার্য্য করিতেছে। কোথাও কোন সুন্দরীদল তালে তালে পদ-নিক্ষেপ করিয়া নাচিতেছে—অধরে মন্দা মন্দা হাসি, আড় নয়নে আড়-চাহনি—ঈষৎ বক্র ভঙ্গি, প্রস্ফুটিত চম্পক সদৃশ মুখ—মুখের ভঙ্গি প্রেমিকের কর্ণে রজ্জু দিয়া যেন তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। পার্শ্বেই অন্য একদল নাচগান বন্ধ করিয়া লাল সিরাজী পানে মত্ত হইয়াছে, কেহবা মদিরার উগ্র নেশায় তন্ময় হইয়া গান ধরিয়াছে, "নয়নাছে নয়ন লাগাও মেরি জান"—কোথাও নীল বসন পরিহিতা সুন্দরী সকল বিচিত্র অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নাচিতেছে, তালে তালে পদ নিক্ষেপ করিতেছে—নূপুরের ঝঙ্কারে প্রেমিককে জীবন্ত খুন করিয়া ডাকিতেছে—মৃতাবস্থা, কাজেই প্রেমিক বেচারা নিরুত্তর। কোন সুন্দরী আসক্ত পুরুষের হস্তের উপর হস্ত রাখিয়া নাচিতে নাচিতে অর্দ্ধমুক্ত উন্নত-কুচ কটাক্ষে দেখাই-তেছে। কোথাও এক সুরসিকার দল পুষ্পালঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়াছে, বিবস্ত্রাবস্থা— কেবল মাত্র আপন লজ্জা স্থানে সামান্য পুষ্পাভরণ ধারণ করিয়াছে—নারীরূপে সাক্ষাত রতি, কামদেবের ন্যায় পুরুষের সহিত মদের পিয়ালা বিনিময় করিতেছে। স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা, আনন্দের ঢেউ তীব্র বেগে ছুটিয়াছে। কোন দীর্ঘাঙ্গী আপন উন্নত গ্রীবা আরও উন্নত করিয়া আপন মনোমত নাগরের ওষ্ঠাধরে চুম্বন রেখা আঁকিতেছে। কোন রূপসী হয়ত আপন দেল-চোরার বুকের ভিতর মুখ রাখিয়া উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে— * * *

জোলায়খা ইউছফের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রার্থনা করিলেন—

"নির্জ্জন গৃহ, তুমি আমার সহিত প্রাণ খুলিয়া আমোদ কর। তোমার শরীরে কি রক্ত মাংস নাই? তুমি কি প্রকারে আপনাকে রক্ষা করিতেছ? আমার প্রতি সামান্য দয়া দৃষ্টিকর; কেন কথা শুনিতেছ না? আমার জীবন যাইতেছে, হায় হায়!! আমি কোথায় যাইব? কোথায় গেলে এই প্রেমাগুনের জ্বালা হইতে মুক্তি পাইব? সুতিকা গৃহে কেন আমার মৃত্যু হইল না। তাহা হইলে ত আর এই প্রকার ভাবে প্রেমের কঠোর জ্বালা সহ্য করিতে হইত না।"

ইউছুফ পূর্ব্বের ন্যায় অটল ও নিরুত্তর থাকিয়া কেবলই খোদা-তালার নিকট মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে খোদা! হে প্রভো!! হে পতিত জনের উদ্ধারকারী-বিপদশরণ!!! তুমি আমাকে এই রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা কর,—পাপ হইতে মুক্ত রাখ, প্রেরিত মহা-পুরুষের পুত্রের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিও না, মহাপুরুষ এব্রাহিমের বংশে কলঙ্ক লেপন করিও না, আপন দয়া বলে আমাকে সৎপথে রাখ।"

জোলায়খা এই প্রকার ভাবে এক দুই করিয়া ক্রমে ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ গৃহের চিত্রাদি ইউছুফকে দেখাইলেন এবং প্রত্যেক গৃহেই আপন-কামনা প্রার্থনা করিলেন। কোন গৃহেই ইউছুফের মন টলাইতে পারিলেন না। শত সহস্র প্রকারে বুঝাইলেন, শত সহস্র প্রকারে কাতর ভাব দেখাইলেন, আপন নয়ন জলে তাহার পদদেশ সিক্ত করিয়া দিলেন; কোন প্রকারেই আপন মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইউছুফের হাসিমাখা মুখের দুইটী অমৃতময় বাক্য শুনিয়াও প্রাণঠাণ্ডা করিতে পারিলেন না।

"মালা গাঁথা বৃথা হ'ল,

সে ত ভাল বাসিল না

সারাটী জীবন ভরে
গেঁথে ছিনু কতমালা
আশাছিল একদিন
দিব তারে প্রেম-ডালা,
সে আশা বিফল হ'ল
সে ত মালা লইল না,
কত সাধিলাম তারে
সে ত ভাল বাসিল না।"

জোলায়খার ও তাহাই হইল—

কোন প্রকারের সাধ্য সাধনাই কাজে আসিল না, ইউছফের কামনা-ভরা চোখের প্রেম-মাখা একটী শান্ত চাহনি দেখিয়া আপন নয়ন স্বার্থক করিতেও পারিলেন না।

সপ্তম গৃহে নীত হইলেন। এ গৃহের চিত্র সকল আরও বিচিত্র রকমের। সব চিত্রই ইউছফ ও জোলায়খার প্রেম লীলা সূচক প্রণয় কাহিনী, দাম্পত্য জীবনের মধুর প্রভাতে—সুখ-সম্মিলনের নানা প্রকার বিচিত্রকর ছবি—

কোন স্থানে ইউছফ ও জোলায়খার বিবাহ সভা কত প্রকারের লোক, কত রং-বেরঙ্গের পোষাক, কত রকমের আমোদ, অদূরে দাসী-বাঁদিগণ নাচ-গান করিতেছে, বাদকগণ বাজনা বাজাইতেছে—সভার মধ্যস্থলে উজ্জল করিয়া ইউছফ জমকালো শাহী পোষাকে শোভা পাইতেছেন। হুর-পরীর মত রূপসী দাসিগণে বেষ্টিত হইয়া পরিস্থানের কম্পময়ী উর্ব্বশী জোলায়খা বরণ-পেয়ালা হাতে ব্রীড়া-নত মুখে সলজ্জ-চাহনি অর্দ্ধ-লুকাইত করিয়া তাঁহারই দিকে আসিতেছেন, আর অনতি দূরে উৎসক্য-নয়নে সমস্ত সভা তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

কোথাও ইউছফ জোলায়খার বাসরশয্যা—কিশোর কিশোরীর যৌবন ভোরের স্বর্গরাজ্য ; নানাপ্রকার ফলফুলাঙ্কিত জরির আস্তরণে আস্তৃত—যেমনি সুন্দর পালঙ্ক তেমনি সাজানের চমৎকারিত্ব—সৌন্দর্য্য, শোভা ও বাহার এই তিনে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রিয় সম্মিলনের কি মধুর নির্জ্জন স্থান। এক পার্শ্বে প্রেম-মাখা নয়নে, কামনা ভরা দৃষ্টিতে—মিলনের আকুল-পিপাসা লইয়া ইউছফ ও জোলায়খা পাশাপাশি ভাবে একে অন্যের হস্ত ধরিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতেছেন, সে চাহনিতে যে কি মাধুরী—কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয়-সুধা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কি অপূর্ব্ব অমৃত বর্ষণকারী নীরব ভাষায় যে কথা বার্ত্তা চলিতেছে, তাহা এক মাত্র তাঁহারাই জানেন—"সে যে নয়নের ভাষা,' নয়নে নয়নে লেখা" নয়নের বাহিরে তাহার স্থান নাই 'কি জানি কি মরম কথা' প্রাণের কোণে কহিয়া যাইতেছে, অপরে তাহা কি প্রকারে বুঝিবে।

তার পর, নবযৌবনের প্রেম-কাহিনীর কত বাস্তব ছবি। কোথাও ইউছফ জোলায়খার অধর সুধা পান করিতেছেন, কোথাও বা জোলায়খা ইউছফের মুখে মুখ দিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছেন। ঠোঁটে ঠোঁট অধরে-অধর,—হাতে হাত—(ওঃ)। কোন স্থানে অভিমানিনী জোলায়খা মানভরে মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া আছেন—প্রেমোন্মত্ত ইউছফ নিরর্থক সাধিতেছেন, কিছুতেই মান ভাঙ্গিতেছে না। কত সাধ্য-সাধনা, কত কাকুতি-মিনতি—"দেহি পদ পল্লব মুদারম্।"

কোথাও জোলায়খা—মান করিয়া পলাইয়া গিয়াছেন—প্রেমান্ধ ইউছফ তাঁহাকে খোঁজ করিয়া হয়রাণ, এখানে সেখানে কত স্থানে খোঁজ করিতেছেন—উলট পালট করিয়া এক এক স্থানে শতবার খোঁজ করিতেছেন ; কোথাও জোলায়খার সন্ধান নাই।

"ফাঁকী দিয়ে প্রাণের পাখী
কোন বনে পালিয়ে গেল
আর এল না"

কোথাও জোলায়খার উরুদেশে মাথা রাখিয়া ইউছফ শুইয়া আছেন, জোলায়খা তাঁহার চুলের ভিতর অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া ধীরে ধীরে টানিয়া দিতেছেন ;—হাসিমাখা মুখে মিষ্টি আলাপ করিতেছেন—অথবা ইউছফের কোলে মাথা রাখিয়া জোলায়খা শুইয়া আছেন, ইউছফ তৃষিত নয়নে তাঁহার মুখচন্দ্রের শোভা দেখিতেছেন, থাকিয়া থাকিয়া আপন চাঁপা ফুলের মত হস্তাঙ্গুলী দ্বারা সহাস্য-মুখে তাঁহার নরম গাল ও চিবুক দলিয়া দিতেছেন, কত হাসি পরিহাসের কথা, মুখ হইতে যেন খৈ ফুটিতেছে।

কোথাও ইউছফ আসক্ত ভাবে জোলায়খার কাপড় টানিতেছেন। আর জোলায়খা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় আপনাকে সামলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার সমস্ত মুখে ও চোখে, হাসি, ব্রীড়া, অভিমান, ও কামাসক্ত ভাব জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কোথাও বা একজন অন্য জনের বুকের ভিতর মুখ রাখিয়া সুখ নিদ্রায় বিভোর ; বস্ত্রহীন পদ অপরের আধ খোলা কটীর উপর দিয়া স্বর্ণ-লতার মত অপর দিকে পড়িয়াছে। কোথাও দুই জন গলা জড়াইয়া পাশাপাশি ভাবে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া আছেন। কিংবা সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠের উপর বেড়াইতেছেন। কোথাও বা দুই জনে সংসার পাতিয়া বসিয়া আছেন। দুই জনই গৃহকার্য্যে ব্যস্ত—সন্তানাদি জন্মিয়াছে—জোলায়খা একটী কচি সন্তান ইউছফের কোলে দিতেছেন। সন্তানের বিবাহ সভার চিত্রও বাদ পড়ে নাই—জোলায়খা যেই অবস্থায় ইউছফকে প্রথম স্বপ্নে দেখিয়া ছিলেন সে অবস্থার চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে··· ··· ··· ···

বলা বাহুল্য শ্রী বিশ্রী আপন দাম্পত্য জীবনের কোন ছবিই বাদ পড়ে নাই—সবই স্থান লাভ করিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"বিকিয়ে দিছি তোমার পায়ে আমার সবুজ অবুঝ মন,

হৃদয়-রাজা তুমি গো আমার সাগর ছেঁচা বুকের ধন।"

গৃহের মধ্যস্থলে এক খানা মনোহর পালঙ্ক; তাহার উপর আস্তরণ। জোলায়খা ইউছফের হাত ধরিয়া সেই পালঙ্কের উপর যাইয়া বসিলেন। ইউছফ দাঁড়াইয়া রহিলেন। আস্তরণের উপর যে সকল কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে উহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। যাঁহার কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভদ্রতা ও শ্লীলতা জ্ঞান আছে তিনি কখনও উহা বর্ণনা করিতে পারিবেন না—আমরাও আপাত উহা হইতে নিরস্ত রহিলাম। ফলকথা এই যে সেই সকল চিত্র দেখিলে উত্থান শক্তি রহিত, অতি দুর্ব্বল দশা-প্রাপ্ত মৃত-মুখি কঙ্কাল-সার রোগীও কু-ভাবে আসক্ত হইবে, মৃত শরীরেও উন্মাদনা জন্মিবে। মহাতপা তপস্বীর সহস্র যুগের পুঞ্জিভূত তপ মূহূর্ত্তে উড়িয়া যাইবে, যোগ-সম্রাট্ মহা-যোগীকেও পথের ভিখারী হইতে হইবে। ঐ সকল কুচিত্র দর্শনে ইউছফের মন নরম হইল—অন্তরে ক্ষণেকের জন্য কু-ভাবের উদয় হইল।

"ভেসে গেল হায়! সংযম-বাঁধ বারণের বেড়া টুটে

পিয়িতে চাহিল ও পাপ-মদিরা ওষ্ঠ পুষ্প পুটে।"

জোলায়খার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন—তাঁহার প্রার্থনা করিতে রাজি হইলেন। কবি যথার্থই বলিয়াছেন:—

"নয়ন এখানে যাদু জানে সখা, এক আঁখি ইসারায়,
লক্ষ যুগের মহা-তপস্যা কোথায় উড়িয়া যায়।
* * * * সুন্দর বসুমতী
চির-যৌবনা দেবতা ইহার শিব নয়,—কাম, রতি।

জোলায়খা যেন হস্ত বাড়াইয়া আকাশের চন্দ্র লাভ করিলেন—কাঙ্গালিনী রাজরাণীর পদলাভে সমর্থা হইলেন—মৃত শরীরে জীবন লাভ করিলেন। ইউছফকে টানিয়া পালঙ্কে বসাইলেন।

ইউছফের মনে পুনরায় বিবেক-শক্তি ফিরিয়া আসিল। পাপ পরাজিত হইল। এই পাপ কার্য্যের পরিণাম যে ভয়াবহ—এই পাপ কূপে একবার পড়িলে যে আর উদ্ধার পাওয়া যায় না, এই দৃষ্ট-সুন্দর বিদ্যুতের স্পর্শ মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ না করিয়া ছাড়ে না,—এই জ্ঞান ও দৃঢ়তা পুনরায় অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া বসিল; বিবেক তাঁহার অন্তরে যেন দৈববাণী করিল। হায় ইউছফ! এ—কি!! এই পাপাশক্তি কেন? এত দিনের সঞ্চিত মহাধন,—পবিত্রসংযম-নীতি, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিবার জন্য—জোলায়খার ভরা-যৌবন ও সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া, শয়তানের প্রলোভনে ভাসাইয়া দিতে সাধ করিয়াছ। আনন্দময় স্বর্গের পরিবর্ত্তে দুঃখময় নরক গ্রহণের বাঞ্ছা করিয়াছ?—জান, এই বহু দিনের রিপু-দমনের অভ্যাস—সংযমের কঠিন বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া গেলে পুনরায় যোড়া দেওয়া কত শক্ত?—কিছুতেই উহা যোড়া লাগে না, ক্রমেই এ কু-পিপাসা বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে। এখন একগুণ পিপাসা দমন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছ, তখন শতগুণ পিপাসা কি প্রকারে দমন করিবে? যাহা মানবীয় শক্তির অতীত, দেব ক্ষমতার ও বাহিরে; তাহা কোন শক্তিবলে সম্পন্ন করিবে? ক্রমেই বাধ্য হইয়া তোমাকে এই পাপ মদিরা পান করিতে হইবে—এই অশান্তি কেন? ইহাই যে সর্ব্বনাশের মূল—আত্ম-

ইন্দ্রিয়ের সুখ প্রেম নয়—কাম। এই কামের তাড়নায় প্রকৃত প্রেম ভুলিও না, বহুদিন ব্যাপী যে কঠোর অভ্যাস পালন করিয়া সংযম বাঁধ বাঁধিয়াছ, সে অভ্যাস রক্ষা করিতে এক মুহূর্ত্ত কাল যে কঠোরতারূপ অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ—এই ক্ষণিক সুখ তাহার তুলনায় কত অকিঞ্চিৎ কর—কত ক্ষুদ্র—একবার ভাবিয়া দেখ। পৃথিবীর তুলনায় সামান্য একটী ধূলিকণার সদৃশ্যও নয়।"

ইউছফ নিরুপায়ে বলিলেন, "আজ নয়। আজ আমাকে ক্ষমা কর, চিন্তা করিবার অবসর দাও, সম্ভব হইলে নিশ্চয়ই কাল তোমার মনো-বাঞ্ছাপূর্ণ করিব। নারী পুরুষের সম্মিলন ক্ষণিক স্ফূর্ত্তির জন্য নহে, পাপা-শক্তি মিটাইবার জন্য নহে। সৃষ্টির যন্ত্রের কৌশলে—দুই আকর্ষণি-শক্তির দ্বারা তড়িৎ স্পন্দনে (পুরুষ-প্রকৃতির) এই সম্মিলন ঘটে, যদিও উহা দ্বারা নর-নারী হৃদয়ে ক্ষণিক আনন্দ উৎপন্ন করে, তাহা হইলেও এই ক্ষণিক আনন্দ উৎপন্ন করিবার জন্যই যে এই সম্মিলন তাহা নহে, উহা একটা প্রলোভণ * মাত্র—সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করাই উহার উদ্দেশ্য।

সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্যই এই স্পন্দন ও কামাশক্তি। আপাততঃ আনন্দ মাখান না হইলে উক্তরূপ সম্মিলন সম্ভবপর নহে, সেই জন্যই উহাতে বাহ্যিক আনন্দ—ক্ষণিক স্ফূর্ত্তি। সুতরাং সন্তান কামনা করিয়াই উহা করিতে হইবে এবং উহাই বৈধ। অপর যে কোন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া করিবে তাহাই অবৈধ, তাহাতেই পাপ হইবে—আত্ম-জীবনের প্রতি অনিষ্ট করা হইবে—পরিণাম নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, স্রষ্টা মানুষকে মারেন না—মানুষের ভিতর হইতেই মানুষকে এই কৌশলে রক্ষা করিয়া থাকেন। একজন চলিয়া যায়, কিন্তু আপন দেহ হইতে একজন প্রতিনিধি রাখিয়া যাইতে বাধ্য হয়। যদিও জ্ঞানের সূক্ষ্ম

* সূক্ষ্ম ভাবে উক্ত সামান্য প্রলোভনই সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষার মূলিভূত কারণ।

দৃষ্টিতে সংসারে আপন পর বলিতে কিছুই নাই—সবই এক ও অভিন্ন, তথাপি যাহাকে নীতি-বিজ্ঞান বলে,—যাহার অন্য নাম সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা কারী নীতি-শৃঙ্খলা, তাহার বিধান অনুসারে তুমি ও আমি পৃথক, —ভিন্ন নারী ও ভিন্ন পুরুষ। তোমার আমার সম্মিলনের দ্বারা যে সন্তান জন্মিবে, সে সন্তান নীতি-বিজ্ঞানের চোখে কিছুতেই বৈধ হইবে না। এই নীতি-বিজ্ঞানকে বাদ দেওয়াও চলে না—তাহা হইলে, ভাব-রাজ্য ও আধ্যাত্ম রাজ্য এই দুইটীকেও বাদ দিতে হয়, নীতি, ভাব ও আধ্যাত্ম—তিনই বাদ পড়ে, সবই শূন্যের মধ্যে যাইয়া দাঁড়ায়।

নীতি-বিজ্ঞান সাংসারিক বস্তু বা জীব মাত্রকেই সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক বস্তু বা জীবের জন্য ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। বৃহৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র, আরও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র ভাগ করিয়াছে সীমা-রেখা দিয়া পৃথক করিয়াছে। আপন আপন ভাগের বাহিরে যাওয়ার সাধ্য কাহারও নাই—নীতি-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই—খোদা প্রকৃতিরূপ প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সীমার বাহিরে পদনিক্ষেপ করিলেই প্রকৃতির হাতে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, সামরিক আইন, কেন : বলিবার অবসর পাইবে না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচিত বা বিভাগকৃত বস্তু কিংবা প্রাণী যাহার জন্য যাঁহা যেই ভাবে ভোগ করিবার অথবা ব্যবহার করিবার জন্য নীতি বিজ্ঞান উপদেশ দিয়াছে, সে তাহার সামান্য পরিমাণ অন্যথা করিলেও তাহার নিজের অনিষ্ট ঘটে, প্রকৃতি দত্ত শাস্তি ভোগ করিতে হয়; লঙ্ঘন করিলে সাক্ষাৎ-ভাবে স্বীয় জীবনপথে, পরোক্ষ ভাবে, সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষার পথে বাধা জন্মে, কিন্তু অনেকেই উহা বুঝে না, বুঝিবার শক্তিও নাই; বুঝিবার দরকার ও নাই, নীতি বিজ্ঞানের উপদেশানুযায়ী নীতিগুলি পালন করিয়া গেলেই যথেষ্ট।

প্রকৃতির কর্ত্তা খোদা। খোদা প্রকৃতিকে নানা শক্তি দান করিয়া আপন উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যানুকুল পথে চালাইতেছে। প্রাকৃতিক নীতি-বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ বা বিভাগ অনুযায়ী—অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তুমি আজিজের স্ত্রী—তাহারই জন্য তুমি বৈধ। আমাদের ভুল হয় প্রকৃতির ভুল হয় না—তাহার কর্ত্তা তাহাকে ভুল করিতে দেয় না, যাহার সহিত যাহার সম্মিলন হওয়ার দরকার, প্রকৃতি তাহারই সহিত তাহার সম্মিলন ঘটায়, তাহারই জন্য তাহা বিভাগ করিয়া দেয়। আমরা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মানুষ মনে করি প্রকৃতির ভুল হইয়াছে। অমুকের সহিত অমুকের মিলন হইলে ভাল হইত, মজিদার সহিত ছোলতানের কেমন ভাব ছিল, কেমন সুন্দর ভাবে মনের মিল হইয়াছিল, কিন্তু হায়! আমরা জানিনা যে আমাদের মনের জন্য খোদার কিছুই আসে যায় না। পরোক্ষে যাহাই থাকুক তাহার সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষা—সৃষ্ট বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে পরস্পর মনের মিল রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য নহে। যে দুই তড়িৎ শক্তির সম্মিলনে নূতন প্রাণীর সৃষ্টি হইবে কিংবা তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে হইলে সে তড়িৎ শক্তি দুইটী যে পরিমাণ ও যে ভাবের হওয়ার আবশ্যক; যে দুই প্রাণীর মধ্যে সে তড়িৎ শক্তি অবিকল তদানুরূপ আছে, খোদা সেই দুই প্রাণীর মধ্যে মিলন ঘটাইয়া থাকে—পরস্পরকে পরস্পরের জন্য বৈধ করিয়া দেয়।

তুমি আজিজের জন্য বৈধ, তাহা না হইলে খোদা তাহার জন্য তোমাকে নির্দ্দেশ করিবেন কেন? আমার জন্য তুমি অবৈধ—তোমার আমার সম্মিলনে যে নূতন প্রাণীর সৃষ্টি হইবে—নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে মানুষের দৃষ্টির বা জ্ঞান শক্তির অগোচরে কোন প্রকার অপূর্ণতা থাকিয়া যাইবে, অথবা যে উদ্দেশ্যে খোদা সেই নূতন প্রাণীর সৃষ্টি করিবে তাহার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা পড়িবে, এবং আমরা যদি

এখন উহা করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে উহার জন্য প্রাকৃতিক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। সম তড়িতের অভাবে রোগ বা অন্য কোন প্রকার অশান্তি ভোগ করিতে হইবে। আত্ম-জীবনের উপর অনিষ্ট ঘটিবে।

কিন্তু আবার যখন তাঁহার কোন উদ্দেশ্য-পূর্ণ করিবার জন্য আমা-মধ্যে সম্মিলন ঘটাইবার আবশ্যক হইয়া দাড়াইবে। তখন তড়িৎ শক্তিও সম শ্রেণীতে আসিবে বা আসিতে বাধ্য হইবে। আমাদেরও সম্মিল ঘটিবে—এখন সাবধান হও।

জোলায়খা—আবার যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, কাতর হইয়া বলিলেন, "হায়! আমি প্রেম জালায় মরিতেছি—আজ—মৃত্যু—আমার কণ্ঠ ছাড়াইয়া ঠোঁটের ধারে আসিয়াছে, আর তুমি ঔষধ দিবে—কাল। তোমার পায় পড়িতেছি ছ'ল চাতুরী ছাড়িয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, আজই আমি আত্মঘাতী হইব। তোমার সম্মুখে মরণকে আলিঙ্গন করিয়া এই কঠোর জালার হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিব। এই তুষানলে আর আমি দগ্ধ হইতে পারিব না। যদি নরকের ত্রিসীমায়ও এমন কঠোর—এমন তীব্র জালা দায়ক আগুন থাকিত তাহা হইলে নরক কবে ছাই হইয়া যাইত। পাপী-তাপীগণের দুঃখের অবসান হইত; আমার অন্তর বলিতেছে, আমি কিছুই অন্যায় করিতেছি না—তথাপী তুমি এমন কথা কেন বলিতেছ? ক্ষত দেহ পুনরায় কেন ক্ষত করিতেছ? আমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছি—তাহারই মিলন আকাঙ্ক্ষা করিতেছি—যাহাকে মনোপ্রাণ দান করিয়াছি তাহারই আলিঙ্গন পাইবার সাধ করিতেছি। আমি এখন তাহারই সম্মুখে আছি, শতবার বলিয়াছি—আর কত বলিব আজিজ আমার স্বামী নয়, আমি আজিজকে চাহিনা; আমি বিধাতার ইচ্ছাতেই তোমার সহিত

সম্মিলন কামনা করিতেছি ইহাতে নীতি শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবে না—অধর্ম্ম হইবে না।

ইউছফ বলিলেন, "আমি যাহা জানি না তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? আজিজ যে তোমার স্বামী নহে তাহার সাক্ষী প্রমাণ কিছুই নাই—ব্যক্তি বিশেষের অন্তরের ভাব লইয়া নীতি শাস্ত্র বিচার করিতে বসে না। নীতি শাস্ত্র যাহা স্পষ্ট দেখিতে পায়, তাহাই সে গ্রহণ করে। তুমি আমাকে স্বপ্নে বিবাহ করিয়াছ ইহা অপেক্ষা আজিজ তোমাকে বাস্তবে—শত শত লোকের সম্মুখে বিবাহ করিয়াছে, উহাই নীতি শাস্ত্রের নিকটে অধিক গ্রাহ্য।

আমি অবশ্য তোমাকে এমন কথা বলিতে পারি না, তবে তুমি যদি একান্তই আজিজকে স্বামী-রূপে গ্রহণ না করিয়া থাক এবং তিনি যদি উহাতে সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বিবাহ ভঙ্গ করিয়া পৃথক হও। সকলেই দেখুক তুমি আজিজের স্ত্রী নয়। তৎপরে যদি তোমার একান্তই আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয়, আমি উহাতে অসম্মত হইব না। এখন কিছুতেই নীতি গর্হিত কাজ করিতে পারিব না।"

জোলায়খা বলিলেন, "তোমার এই সকল উপদেশ একটীও আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না, এখন উপদেশের সময় নয়। কেন বাজে কথা বলিতেছ—আমি এখন ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই জানি না—যাহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে; তাহারা প্রেমের মর্ম্ম কিছুই জানে না, তাহাদের কথা শুনিতে চাহি না।

আমার অন্তর বাহিরে আগুন জ্বলিতেছে, আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতেছি, আর তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছ; ঐ এক ধর্ম্ম আর নীতি লইয়াই আছ। এই দেখ আমি এই জ্বালা হইতে মুক্তির উপায় করিতেছি"—কথা শেষ না হইতেই পালঙ্কের তল হইতে একখানা

তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা বাহির করিয়া জোলায়খা আপন গলদেশে ধরিলেন। এবং ইউছফের হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "যাও নিষ্ঠুর! তুমি আমার প্রাণ নিয়াছ, শরীরও লইয়া যাও, এই শূন্য শরীর রাখিয়া আর ফল নাই। জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হউক, তোমার প্রাণের সহিত প্রাণ গিয়াছে—এই বার দেহ।"

নিরুপায় ইউছফ জোলায়খার হাত ধরিয়া বলিলেন—"রাখ, এমন কাজ করিওনা। আত্ম-ঘাতীর স্থান নরকে,—পাপ পিপাসা পূর্ণ করিতে না পারিয়া আপন জীবন নষ্ট করিও না। ভাবিয়া দেখ, আমি প্রথমতঃ আমার প্রতিপালক সৃষ্টি কর্ত্তার ভয়ে এই কাজ করিতে পারিতেছি না; দ্বিতীয়তঃ আজিজ আমাকে তাঁহার গৃহের সমস্ত বস্তুর উপর বিশ্বাস করিয়া কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন। আমি বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া তাঁহারই স্ত্রীর সহিত এমন কাজ কি প্রকারে করিব?"

—"আমার বহু ধনরত্ন আছে, তোমাকে দিব, তুমি সেই সকল ধনরত্ন দান করিলে তোমার পুণ্য হইবে। তাহার ফলে খোদা তোমাকে ক্ষমা করিবেন। আজিজকে তোমার কোন ভয় নাই, সে ঘুণাক্ষরেও উহা জানিতে পারিবে না। তুমি বলিলে আমি তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমার সম্মুখে হাজির করিতে পারি।"

—"হায়! তুমি কি নির্ব্বোধ!! খোদা ঘুষখোর নয়। দান করিলে পুণ্য হইবে সত্য, তজ্জন্য পাপ ক্ষমা করিবে না, খোদা পাপী-দিগের পাপ একমাত্র আপন (গোফ্‌রাণ) ক্ষমাশীল নামের গুণেই ক্ষমা করিয়া থাকেন। আজিজকে খুন করিবার আদেশ আমি কেন তোমাকে দিব? উপকারের প্রতিদান কি এইরূপ ভাবে করিতে হয়? আমি তোমার কৃতদাস, রাখ মার তোমার ইচ্ছা, তাই বলিয়া অমন পাপ কাজ করিতে পারিব না।"

—"সে তোমার ইচ্ছা, আমি এতদিন কেবল মাত্র আশায় আশায় এই দেহ ধারণ করিয়াছিলাম, আর পারিনা। তুমি আমাকে খুন করিয়াছ, শেষ আশাও ভাঙ্গিয়া দিয়াছ, আমি এখনই তোমার সম্মুখে এই দেহ ত্যাগ করিব। প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। অন্য কথায় প্রাণ ত নাই, খালি দেহ ছাড়িতে আর দুঃখ কি?"

*　　　*　　　*　　　*

"কোতাহ্ নাকুনাম যে দামানত দস্ত,
আর খোদ্ বে যানি বতেগে তেযম্
বাদ আয্ তু মালাযও মাল জায়ে নিস্ত,
হাম দর তু গোরে যম অন্দর গোরে যাম।" (১) সাদী

এই বার সত্য সত্যই জোলায়খা গলায় ছুরি চালাইয়া দিলেন। এক মুহূর্ত্তের শতাংশের ভিতরেই কার্য্য শেষ হইয়া যাইত। অতি-ক্ষীপ্রতার সহিত ইউছফ ছুরি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি না হয় মরিতেছ, আমাকে মারিতেছ কেন? তোমার মৃতদেহ আজিজ যখন আমার সম্মুখে দেখিতে পাইবে তখন আমাকেও মারিয়া ফেলিবে। মরিও না তোমার ......"

জোলায়খা ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া ইউছফকে বাম হাতে টানিয়া বুকের ভিতর লইলেন, সামান্য পরিমাণ যে চেতনা ছিল, তাহাও লোপ পাইল। কখন ইউছফের ঠোঁটের সহিত আপন ঠোঁট মিলাইয়া দিলেন তাহা নিজেই জানিতে পারিলেন না। জোলায়খার

---

(১) ছাড়িব না তোকে আমি প্রতিজ্ঞা আমার,
যদিও কাটহ শির কৃপাণে হাজার।
কেননা যে দহে প্রাণ না দেখে তোমায়,
বলহ যাইয়া আমি থাকিব কোথায়।"

আকুল চুম্বনে ব্যাতিব্যস্ত হইয়া ইউছফ তাঁহার আলিঙ্গন হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কোনই :ফল হইল না। অধিকন্তু জোলায়খা তাঁহাকে পালঙ্কে তুলিয়া ফেলিলেন। ইউছফের মুখ মলিন হইয়া গেল। কোন উপায় নাই; পলাইবার পথ নাই, আত্ম-জীবন রক্ষা করিবার সাধ্য নাই, দয়াময়ের নাম ব্যতীত অপর কোন সম্বল নাই। নীতি শাস্ত্র প্রচারকের পুত্র ইউছফ ছল ছল নেত্রে জোলায়খার দিকে চাহিয়া মিনতির সহিত বলিলেন, "জোলায়খা খোদা দেখিতেছেন, তাহার প্রতি ভয় হইতেছে। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি কোথায় কি ভাবে আছি আমার কিছুই জ্ঞান নাই আমাকে ক্ষমা কর।"

খোদা দেখিতেছেন, এই কথা শুনিয়া পৌত্তলিক জোলায়খার মনে হইল, এই ঘরের মধ্যেই তাঁহার ঠাকুর দেবতা হোরাসের প্রতিমূর্ত্তি আছে। তাড়া-তাড়ি পালঙ্ক হইতে নামিয়া, আপন পূজ্যদেবতার মুখে একখানা কাপড় জড়াইয়া দিলেন, হায়! নির্ব্বোধ! ইউছফ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে বলিলেন, "দেবতার সম্মুখে কিছু করিতে নাই, দেবতা দেখিতে পাইবে।"

ইউছফ উহা শুনিয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি তোমার ঠাকুরের মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিয়াছ, সামান্য কাপড়ের দ্বারা তাহার দৃষ্টি প্রতিরোধ করিতেছ। আমার বিশ্বময় যে ঠাকুর—যাহার কোন ছায়া নাই কায়া নাই—ধরিবার মত কোন চিহ্ন নাই, কোথায় মুখ, কোথায় চোখ, তাহার কোন সন্ধান নাই। অথচ প্রত্যেক স্থানেই যাহার দৃষ্টি পড়িয়া রহিয়াছে; একটী সামান্য ধূলি-কণা, একটী ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্য যাহার নয়ন তল হইতে লুকাইয়া থাকিতে পারে না—বিশ্বময় যাহার দৃষ্টি—সব সময় যিনি হাজের

নাজের, আমি তাহার মুখ কি দিয়া ঢাকিব?—কোন বস্তুর দ্বারা তাহার দৃষ্টি প্রতিরোধ করিব?" খোদার ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন।

জোলায়খা ছাড়িবার পাত্রী নয়,—ছাড়িবার সময়ও নয়, তাঁহাকে আবার জড়াইয়া ধরিলেন। আকুল চুম্বনের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। ইউছফের অবস্থা অপেক্ষা জোলায়খার অবস্থাও কম নয়। জোলায়খা বহুদিনের উপবাসী সিংহী, বহু চেষ্টায় শিকার পাইয়াছে, এই মুখের শিকার ছুটিয়া গেলেই মৃত্যু—উপবাসে মরিতে হইবে। এই বনে আর শিকার নাই—কাজেই শিকার ও শিকারী দুই জনেরই সমান অবস্থা—ইউছফ উপায়হীন অবস্থায় স্বীয়মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিলেন। জোলায়খা তাঁহাকে বিবস্ত্র করিবার চেষ্টা করিলেন। পায়জামার বাঁধন খুলিয়া অর্দ্ধ উলঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। ইউছফ মুখের কাপড় ছাড়িয়া পায়জামা ধরিয়া বলিলেন, "থাম জোলায়খা, থামিলেন। এই সময় ইউছফের মন—আবার ক্ষণেকের জন্য········ভাবে আসক্ত হইল। এমন সময় প্রকৃত আত্মাভিমান তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।* ইউছফ যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন তাঁহার পিতা

---

* সে যাহার গৃহে ছিল সেই স্ত্রী তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য) তাহাকে কামনা করিল ও দ্বার সকল বন্ধ করিল এবং বলিল, "সত্বর এস আমি তোমারই।" সে (ইউছফ) বলিল, "আমি খোদার শরণাপন্ন হই, নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি-পালক, তিনি আমার পদ উত্তম করিয়াছেন সত্যই অন্যায়কারী উদ্ধার পায় না। সত্য সত্যই সে স্ত্রী তাহার প্রতি উদ্যত হইয়াছিল এবং সে সেই স্ত্রীর প্রতি উদ্যত হইয়াছিল, সে যদি আপন প্রতি-পালকের নিদর্শন দর্শন করে এইরূপ না হইত (তবে সে ব্যভিচার করিত) এই প্রকার (করিলাম) যে তাহাতে তাহা হইতে মন্দভাব ও নির্লজ্জতা দূর করিলাম, নিশ্চয় সে আমার নির্ব্বাচিত ভৃত্যদিগের অন্তর্গত ছিল। (কোরান ছুরে ইউছফ)

খোদার নির্শন প্রেরিতত্ব ও পবিত্রতা যে তাহার জীবনে ছিল যদি ইউছফ তাহা দেখিতে না পাইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রলোভনে পড়িয়া দুষ্কর্ম্ম করিতেন। (তফ্ছিরে হোছেনী)।

ইয়াকুব, ইয়াকুবের পিতা ইছ্‌হাক ও ইছ্‌হাকের পিতা এব্রাহিম প্রভৃতি নীতিধর্ম্ম প্রচারক মহাপুরুষগণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা যেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "হায় ইউছফ কি করিতেছিস্! তুই কোন মহাকুলে কালি দিতেছিস্? তুই নীতি-ধর্ম্ম প্রচারকের, বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন সাহসে নীতি-ধর্ম্মের অপমান করিতেছিস? তোর মধ্যে কি নীতি ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরিত মহাপুরুষের কোন নিদর্শন নাই? প্রেরিত পুরুষের পুত্র হইয়া, প্রেরিত পুরুষ হওয়ার আশা কেন ছাড়িয়া দিয়াছিস? সৃষ্টি প্রবাহরক্ষার পথে কেন বাধা দিতেছিস?"

ইউছফ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দয়াময়ের অমৃত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষীপ্রতার সহিত পালঙ্ক হইতে নামিয়া দৌড়িতে লাগিলেন। দেখিতে না দেখিতে এক ঘর দুই ঘর করিয়া, সপ্ত গৃহ অতিক্রম করিলেন। শেষ গৃহের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, সামান্য আঘাতেই খুলিয়া গেল, জোলায়খাও অর্দ্ধ বিবস্ত্রাবস্থায় ইউছফের পশ্চাতে দৌড়িতে ছিলেন। ইউছফ সপ্তম গৃহ অতিক্রম করিবার সময়ে তাঁহার জামার পশ্চাতের অংশ ধরিয়া ফেলিলেন। যে অংশ ধরিলেন সে অংশ তাঁহার হাতেই রহিয়া গেল, ইউছফকে রাখিতে পারিলেন না।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"আপনার দোষ কেহ নাহি হে'রে
ধরণীর এই ধারা,
অপরের দোষ হেরিয়া হেরিয়া
আপনাকে হয় হারা।"

সখি! আমার অন্তরের ব্যথা দুনিয়ার কেহ জানেনা—এক জনও না। কি গভীর ব্যথায় আমি কাতর, সমস্ত অন্তর জুড়িয়া ভালবাসিবার আকুল পিপাসারূপ কি ভীষণ আগুন যে আমাকে পুড়িয়া ছাই করিতেছে, সেই খোঁজ কেহই রাখে না। সেই সংবাদ রাখিবার মত দরদী এই সংসারে আমার কেহ নাই। সেই জন্যই আমার এই বদনাম—মুখে মুখে এই কুৎসা। জগত জানে না—ইউছফ আমার কতদূর প্রিয়, তাহাকে পাইবার জন্য এই অন্তরে কতদূর পিপাসা। ভালবাসাই অপরাধ এই পোড়া সংসারের চোখে ইহা নূতন নয়, ভালবাসার একমাত্র প্রতিদান যন্ত্রণা, কুৎসা, কলঙ্ক ও অপমান, ইহা নূতন নয়। সকলেই উহা জানে —আমিও জানি তুমিও জান, তথাপি সৃষ্টি যন্ত্রের এমনি নির্ম্মাণ কৌশল যে তাহার তাড়নায় ভাল না বাসিয়া পারে না, তুমিও পার না আমিও পারি না, অন্য সকলেও পারে না। রক্ত মাংসের শরীর মাত্রই ভালবাসার দাস। এমনি—প্রহেলীকা, গভীর দৃষ্টিতে এই যন্ত্রণার ভিতরেই আবার আরাম—শান্তি।

সংসারের একটা সাধারণ রীতি আছে, যাহা সুন্দর, তাহা প্রায় সকলের চোখেই সুন্দর, কমই হউক আর বেশীই হউক, সুন্দরের প্রতি

মানুষের একটা সাধারণ ও স্বাভাবিক অনুরাগ বা টান আছে। অন্য কথায় মানবীয় ধর্ম্মের ভিত্তি এই মূল মন্ত্রের উপরই নিহিত। সেই জন্যই জ্ঞানের চোখে জগতের সব কিছুই সুন্দর এবং জগৎ সৌন্দর্য্যের আধার—সকলেই সৌন্দর্য্যের উপাসক। এখানে এ কথাও যথার্থ সত্য জগতের সকল জিনিষই সকলের মনের জিনিষ, কিংবা প্রত্যেকই প্রত্যেকের মনের মানুষ এমনও নয়। তথাপি মানুষ সৌন্দর্য্যে ভুলে —সুন্দরের জন্য আকুল হয়।

ইউছফ আমার চোখে সুন্দর এবং সে আমার মনের মানুষ, তাহার সবই আমার আনন্দ দায়ক, গালি বা মিষ্টি আহ্বান এই দুইটাই প্রাণে শান্তি দেয়, কানে সুধা ঢালে, আমি তাহার জন্য পাগল। সে যদি আমার মনের মানুষ না হইয়া এক মাত্র সৌন্দর্য্যের আধাররূপে আমার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলেও আমি তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতাম, প্রশংসা করিতাম। কিন্তু তাহাকে পাইবার জন্য পাগল হইতাম না—তাহাকে পাওয়ার পিপাসা প্রাণের ভিতর হইতে এই প্রকার ভাবে আকুল তাড়না দিতে পারিত না। আর সে যদি যথার্থই হাবে-শীর মত কুৎসিত হইত এবং এই প্রকার ভাবে—আমার মনের মানুষ-রূপে, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলেও সে আমার চোখে, এই রূপই সুন্দর দেখাইত। কুৎসিত বলিতে তাহার মধ্যে কিছুই থাকিত না। মনের মানুষ বিশ্রী হইতে পারে না, দুনিয়া প্রেমের চোখেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুন্দর।

* * * * *

হউক না কাল আমার ভাল চোখে লেগেছে
শ্যাম আমার মনের মানুষ মনে পশেছে।

* * * * *

জোলায়খা যে ইউছফকে ভাল বাসেন—ইউছফ তাঁহার মনের মানুষ ; এই কথা জোলায়খার দুই একজন আপন জন ব্যতীত পূর্ব্বে প্রায় কেহই জানিত না। কাহারও ঈর্ষা ভরাচোখ, পরনিন্দা প্রবণ দুর্ব্বল মন এদিকে পড়ে নাই—এখন কিন্তু উহা বিশ্বময় উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটে, মাঠে, ঘাটে জোলায়খার নিন্দা কাহিনী, কত জনে কত কি বলিতেছে, পর নিন্দাকারীদের বেকার সময় গত করিবার মস্ত সুবিধা ঘটিয়াছে। দুঃখের মধ্যে এই যে, উহাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রীলোক তাহাদের পেটের ভাত হজম হইতেছে না, তাও বলি, সংসারের খরচ ত কমিয়াছে। সব ত আমাদের পাঠীকার মত অবস্থাপন্ন নয়।

সেইদিন ইউছফ যখন জোলায়খার গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইতে ছিলেন, নিজের চরিত্র-গত সর্ব্বনাশের ভয়ে প্রাণান্ত দৌড়িতেছিলেন, ঠিক সে সময়—'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত ফরসা হয়'—আজিজও কোথা হইতে আসিয়া হাজির হইলেন। ইউছফ ধরা পড়িলেন। ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। আজিজের নিকট কোন কথাই গোপন করিলেন না। ইউছফের চরিত্র পূর্ব্ব হইতে আজিজ লক্ষ্য করিতে ছিলেন—সমস্তই জানা ছিল। তাঁহার সরলতা মাখা উক্তি অবিশ্বাস করিলেন না, সামান্য পরিমাণ যাহা সন্দেহ ছিল, দুই চারিজন বাঁদী দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, জোলায়খা কর্ত্তৃক নূতন তৈয়ারী গৃহ সকলের শ্রী ও ভিতরের ছবি সকল দেখিয়া, এবং ইউছফের জামার পশ্চাৎ ভাগের ছিন্ন লক্ষ্য করিয়া ইউছফের উপর হইতে সেই সন্দেহ দূর হইয়া গেল। জোলায়খাকেও বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। আপন অন্তরের সহিত বুঝিয়া দেখিলেন জোলায়খার কোনই দোষ নাই—সব দোষই নিজের ; জোলায়খাকে এই অবস্থায় রাখিয়া নিজে যে অন্যায় করিয়াছেন ইহা তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু উপায় নাই—

নানা কারণে জোলায়খাকে ছাড়িতেও পারেন না। সম্মানের ভয়ই সর্ব্বোপরি! (১)

সেই হইতেই জোলায়খা ও সম্বন্ধীয় এই সকল কাহিনী এক দুই করিয়া মিশরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিন্দকের হাতে পড়িয়া তিল এখন তালকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। হাটে ঘাটে বদনাম, আকাশে বাতাসে কলঙ্ক। কেহ বলিতেছে কি লজ্জার কথা, জোলায়খার কি ছোট মন, গোলামের প্রেমে পাগল হইয়াছে। কেহ বলিতেছে, "তাহার জীবনকে ধিক্কার! তাহার কি দড়ি কল্‌সী জুটিতেছে না? কোন লজ্জায় মুখ দেখাইতেছে। "কেহ চোখ দুইটী কপালে উঠাইয়া বলিতেছে, "আঃ মর! পোড়া কপালি মজ্‌লি ত মজ্‌লি! গোলামের প্রেমে কেন মজ্‌লি? আরকি সংসারে মানুষ ছিল না? দুনিয়া হাসালি কেন? ছোট লোক প্রেমের কি জানে? তাহার কাছে প্রেম যাচাই করিতে গিয়া অপদস্ত হইলি, মরণ কি আর গাছে ধরে?"

---

(১) উভয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল এবং নারী তাহার কামিজ পশ্চাৎ দিকে ছিন্ন করিয়া ছিল, এবং উভয়ে আপন স্বামীকে দ্বারের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিল। নারী বলিয়া ছিল, "যে ব্যক্তি তোমার পরিবারে প্রতি মন্দ ইচ্ছা করে, কারারুদ্ধ হওয়া অথবা দুঃখ জনক শাস্তি ব্যতীত (তাহার জন্য) বিনিময় কি? সে বলিয়াছিল এই নারী আমার জীবন হইতে আমার প্রার্থী হইয়াছে এবং সেই স্ত্রীর স্বগণ সম্পর্কীয় এক সাক্ষী সাক্ষ্যদান করিল যে যদি তাহার কামিজ সম্মুখ ভাগে ছিন্ন হইয়া থাকে, তবে নারী সত্য বলিয়াছে এবং পুরুষ মিথ্যা বাদীদিগের অন্তর্গত। যদি তাহার কামিজ পশ্চাৎ দিকে ছিন্ন হইয়া থাকে তবে নারী মিথ্যা বলিয়াছে। পুরুষ সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত, অতপর যখন (আজিজ) সে তাহার কামিজকে পশ্চাৎ দিকে ছিন্ন দেখিল, বলিল যে ইহা তোমাদের নারিগণের চক্রান্ত, নিশ্চয় তোমাদের চক্রান্ত প্রবল, হে ইউছফ তুমি ইহা হইতে নিবৃত্ত হও এবং (হে জোলায়খা] তুমি স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমি অপরাধিনীদিগের অন্তর্গত। [২৫ হইতে ২৯ আয়েত ছুরে ইউছফ কোরআন]।

জোলায়খা যে এই জন্য খুব দুঃখিত তাহা নহে, কেন না, তিনি মানসম্মান কিংবা জীবনের প্রতি মায়া রাখিয়া প্রণয়-সাগরে সাঁতার দেন নাই। এই সকল কলঙ্কের বোঝা যে তাঁহাকে বহন করিতে হইবে, এই চিন্তা তিনি বহু পূর্ব্বেই করিয়াছেন। এখন এই কলঙ্কের বোঝাই তিনি ভবিষ্যত জয়ের ধ্বজারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহার প্রিয় সখি রাহাতনকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ বুঝাইতেছিলেন।

রাহাতন বলিল—"সখি! তুমি আমার কথা বুঝিতে পার নাই। লোকে নিন্দা করিবেই—যাহাদের নিন্দা করাই স্বভাব, তাহারা কি ছাড়িবে? না কেন—ছাড়িতে পারিবে? লোকে কি না বলে? লোকের মুখ বন্ধ করা যায় না। আমি তোমাকে লোকের মুখ বন্ধ করিবার জন্য বলি নাই তাহারা নিন্দা করিতেছে করুক। কথায় বলে নিন্দাকে ভয় করিলে পীরিত চলেনা। আমি বলি—যাহারা তোমার নিন্দা করিতেছে, তাহাদের কি সকলেরই স্বভাব ভাল? স্বামীই কি তাহাদের মনের মানুষ। তাহারা কি আর পর পুরুষের দিকে চোখ ফেলেনা? এতই কি তাহারা সতী—হাঁ—তাহা হইলে আর দুঃখ ছিল কি? দুনিয়াটা কবে স্বর্গ হইয়া যাইত। নারীকে আবার বিশ্বাস? ও বাবা দুনিয়ার সমস্ত গহণা ও সাজ সজ্জা ব্যবহার করিয়াও পুরুষের মন ভুলাইবার সাধ যাহাদের মিটে না—শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখাইবার তৃপ্তি পূরেনা তাহারা

কথিত আছে একটী ৪ মাসের শিশু ইউছফের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন—[তজ্‌ছিরে হোছেনী]

ইউছফ জোলায়খার মনোব্যথা পূর্ণ না করায় অতি মাত্রায় ক্রোধ হইয়া এই প্রকার ভাবে ইউছফের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্য সে এতদূর আন্তরিক ব্যাথা অনুভব করিয়াছিলেন যে প্রায় পক্ষাধিক কাল পর্য্যন্ত কিছু খাইতে বা পরিপাক করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আবার সতী—পতি-গত-প্রাণা। তুমি তাহাদের সম্মুখে একবার ইউছফকে হাজির কর, দেখি তাহারা ইউছফের রূপে ভুলে কিনা?—পর পুরুষের প্রতি মন যায় কি না? তুমি গোলামের প্রেমে হাবুডুবু-ইহাই নাকি তোমার মস্ত দোষ। আজিজের মত রূপবান স্বামী ত্যাগ করিয়া একটী সামান্য গোলামের জন্য পাগল হইয়াছ—অন্য পুরুষের প্রেমে মজিয়াছ। যে গোলামটীর জন্য তোমার জীবন মরণ অবস্থা, সে গোলামটী একবার তাহাদিগকে দেখাও। সে গোলামটী যে দেখিবার মত জিনিষ, ভালবাসিবার মত বস্তু, দেখিলেই প্রাণ বিলাইবার সাধ যায়, সেবা দাসী হইবার ইচ্ছা জন্মে—ইহা তাহারা জানুক।"

জোলায়খা দাসীর কথায় সম্মতি দিলেন। দুই জনে মিলিয়া বহুক্ষণ যুক্তি চলিল। তারপর যে সকল শ্রীমতি, সতীকুল চূড়ামণি, সাধ্বীকুলের অলঙ্কার, স্বামী পরায়ণার-কণ্ঠ-হার জোলায়খা নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছিলেন; দড়ি কলসীর ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, তাঁহার মুখে আগুন, কপালে ঝাঁটা, পিঠে জুতার ব্যবহারের জন্য চীৎকার করিতেছিলেন—তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন গৃহে আনিলেন। আদর অভ্যার্থনা করিলেন। নানা গল্প গুজব চলিতে লাগিল। জোলায়খা কৌশল করিয়া প্রত্যেকের হাতে এক এক খানা ছুরি ও এক একটা লেবু দিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা এই স্থানে বস, যখন আমি ইঙ্গিত করিব, তখন দয়া করিয়া আমাকে লেবুগুলি কাটিয়া দিও। আমি ঐ ঘর হইতে আসি।" জোলায়খা চলিয়া গেলেন।

ইউছফকে পূর্ব্বেই নানা প্রকার সুন্দর পোষাকের দ্বারা সাজাইয়া পরীরাজ্যের রাজার হালে, পাশের ঘরে রাখিয়ায়াছিলেন। এখন হঠাৎ কামদেব ওরফে ইউছফকে সেই সকল নারীর সম্মুখে হাজির করিয়া "বলিলেন, "এই সেই গোলাম যাহার জন্য তোমরা আমার নিন্দা

করিতেছ। সত্যই আমি ইহার জন্য পাগল, অথচ সে আমাকে চাহে না! আর কথা কি?

—"ও চোখ চাহনি নিয়াছে সকল
যা ছিল মরমে মাথা।"

উপস্থিত নারী সকল সে রূপসাগরে হাবু ডুবু—হাবু ডুবু খা—বি—আর—খা—বি,—অর্থাৎ খাবি খাইতে লাগিল। হীরার আলো কার হিয়ায় পশে না? রূপের ছটায় কার নয়ন মুগ্ধ হয় না?—দুনিয়া কোথায় যে পড়িয়া রহিল সে খবর কেহই রাখিল না—ছাই—দুনিয়া। রূপ-সুধা-পানে বিভোর হইল—প্রত্যেকেরই অপলক নেত্র ইউছফের চোখের উপর কেন্দ্রিভূত হইল।

যেইরূপ বাঁধে, বিশ্ব বেঁধেছে
আকাশে পেতেছে ফাঁদ,
ঘাটে মাঠে যার ও বাঁকা চাহনি
নাশিছে সুখের বাঁধ

সকলেই সেই রূপের বাঁধে বাঁধা পড়িল, রূপের ফাঁদে পা ফেলিল, ইউছফের বাঁকা চাহনি সকলেরই সুখের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। জোলায়খা দেখিতে পাইলেন ঔষধ পূর্ণ মাত্রায় ধরিয়াছে; লেবু কাটিতে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রাণ নিয়েছে শ্যাম বঁধুয়ায়
শূন্য শরীর আসে যায়।

প্রাণ ত মোটে একখানা—তাও ইউছফের সঙ্গে—প্রাণ শূন্য শরীরে কার্য্য করিবার শক্তি কোথায়? প্রত্যেকেই অন্য-মনা ভাবে লেবু কাটিতে যাইয়া, আপনাপন হাত কাটিয়া বসিল। ইউছফকে দেখিয়া প্রত্যেক মনে যে এক প্রকার পুলক শিহরণ জাগিয়া ছিল—সেই পুলক

শিহরণ তাহাদিগকে জানিতেও দিলনা, যে তাহাদের হাত কাটা গিয়াছে।

ইউছফ নারীদিগের সম্মুখে সামান্য কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়াই অন্য গৃহে চলিয়া গেলেন—জোলায়খা তাহাদের নিকট লেবু চাহিলেন। লেবু দিতে যাইয়া তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইল—এ–কি! হাত যে রক্তে লালে—লাল। কেবল মাত্র যে প্রাণ কাটা গিয়াছে, তাহা নয়, লেবু কাটার সঙ্গে হাতও কাটা গিয়াছে। যুগপৎ লজ্জাও অভিমানে প্রত্যেকেরই মুখ লাল হইয়া গেল, আত্ম-পক্ষ সমর্থনের মত একটী কথাও তাহাদের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল না। *

জোলায়খা তখন সুবিধা পাইয়া বলিলেন, "হাঁ জোলায়খা বড়ই

---

* নগরের নারিগণ (পরস্পর) বলিল, "যে আজিজের স্ত্রী স্বীয় যুবক (দাসকে) তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য), কামনা করিয়েছে, নিশ্চয়ই তাহার প্রেম গাড় হইয়াছে, সত্যই আমরা তাহাকে স্পষ্টই পথ ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি।" অতঃপর যখন সে তাহাদের চাতুরী শুনিতে পাইল, তখন তাহাদের নিকট (লোক) পাঠাইল, এবং তাহাদের জন্য এক সভার আয়োজন করিল, তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানা ছুরিকা দান করিল ও বলিল, "হে ইউছফ (তুমি ইহাদের নিকট বাহির হও) অতঃপর যখন তাহারা তাহাকে দেখিল তখন শ্রেষ্ঠ মনে করিল এবং আপনাআপন হস্ত ছেদন করিল এবং বলিল পবিত্রতা খোদার এ মানুষ নহে—ফেরেস্তা ভিন্ন নহে, সে জোলায়খা বলিল, "এই ব্যক্তিই যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ, সত্য সত্যই আমি তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তিচরিতার্থ করিবার জন্য) তাহাকে কামনা করিয়াছি। পরন্তু সে পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছে এবং তাহাকে আমি যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সে যদি তাহা না করে তবে অবশ্য কারারুদ্ধ করা যাইবে, এবং অবশ্য সে দুর্দ্দশপন্ন দিগের অন্তর্গত হইবে।

(৪র্থরুকু ৩০,৩১, ৩২ আয়েত ছুরে ইউছফ কোর-আন)

মতান্তরে জোলায়খা সভাস্ত নারীদিগকে ফল কাটিয়া ভক্ষণ করিবার জন্য দিয়াছেন।

[তফ্ছিরে কায়দা]

বেয়াদব, লাজ শরম বলিতে তাহার কিছুই নাই ও—ছি! লজ্জা!! লজ্জা!!! দড়ি-কল্‌সী ও আগুন ঝাঁটাই তাহার জন্য উত্তম:ব্যবস্থা। জোলায়খা অ-সতী—পর-পুরুষের প্রতি চোখ ফেলে—আর মিশরের সমস্ত নারীই সতী—পুণ্য-স্বভাবা—সাধ্বী কুলের মাথার মণি। কেহই পর-পুরুষের দিকে চোখ ফেলে না, পুরুষেররূপে আকুল হয় না। গোলাম কি আবার একটা মানুষ যে তার প্রেমে আকুল হইবে—তার রূপ সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে! বলি ওগো! সতীকুলের অলঙ্কার সকল! তবে তোমাদের হাত কাটা গেল কেন? হা করিয়া এতক্ষণ কি চাহিতেছিলে ইউছফ কি এখন তোমাদের আপন পুরুষ? না সে এখন মিশরের ফেরাউন হইল—এখন আর গোলাম নয়—স্বাধীন। নিজের থলিয়ার দিকে কেহই দেখনা,—সকলেই পরের দোষের থলিয়া লইয়া টানাটানি কর।"

রাহাতন আসিয়া বলিল, "বলি ও বিবি সকল! জন্মেও কি আর পুরুষ দেখ নাই—দেখিবার জন্য হা করিয়া হাত পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিলে যে, ছিঃ! মরণ আর কি!!"
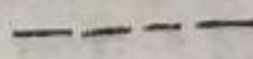
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"পাশে তার রই তবুও ব্যথা রয় পরাণে
পাছে না ব'লে যায় সে চ'লে।
প্রেমের বেদিল কাফের যে জন,
সে কি লো প্রেমের মরম জানে ?"

দেখ সখি ! মিশরময় তোমার এই বদনাম দুরপনেয় কলঙ্ক ; সঙ্গে সঙ্গে ইউছফের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কের চাপ। সেই জন্য পথে ঘাটে তাহাকে খুবই ছোট হইয়া চলিতে হয়। মিথ্যা বদনামের বৃশ্চিক দংশন তাহার বুক কালী করিয়া দিয়াছে, মিথ্যা বদনাম, সে যে বিষম—যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি মানুষের নাই, মানুষ সব পারে। কিন্তু এই স্থানে আসিয়া হার মানিতে বাধ্য হয়। তুমি না হয় তাহাকে ভালবাসিয়াছ—বদনাম তোমার কপালের তিলক, কলঙ্ক তোমার গলার হার, তোমাকে সবই সহ্য করিতে হইবে। ফুল কাঁটা বনে থাকে—কাজেই কাঁটার হাত এড়াইয়া ফুল তোলা যায়না। তোমার প্রেম যখন খাঁটী, পুরস্কারও খাঁটী,—"কলঙ্ক।" কিন্তু ইউছফ কি জন্য এই বদনামের বোঝা বহন করিবে ? মর্ম্ম যাতনা সহ্য করিবে ? তুমি তাহাকে ভাল বাসিয়াছ বলিয়াই কি যন্ত্রণা দিবে ? তাহা হইলে ভালবাসার ধর্ম্ম রহিল কোথায় ? উহাই কি ভালবাসার ধর্ম্ম ! প্রেমের নামে অপ্রেম, তাহা কি কখনও হয় ? কে কোথায় এ রকম করে ? মিথ্যা বদনামে ইউছফের সমস্ত হাসি, তামাসা বন্ধ হইয়াছে, মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, চোখ নিয়তই ছল্ ছল্ করিতেছে, সেই দিকে একবার লক্ষ্য কর, বেচারা যাহাতে বদনামের হাত হইতে মুক্তি পায় তাহার ব্যবস্থা কর।

—তবে তুমি কি করিতে বল? ইউছফকে যখন অন্তর হইতে দূর করিতে পারিব না, ভালবাসা ছাড়িতে পারিব না তখন বদ্‌নামকেও ছাড়িতে পারিব না। বিশেষতঃ আমি এখন যদি বদ্‌নামের ভয়ে ইউছফকে ছাড়ি, অন্তর হইতে তাহার ছবি আঁকা দূর করি, তাহা হইলে প্রকৃত প্রেমিক—প্রেম যাহার জানা আছে, সে আমার মুখে থুথু দিবে, বেশ্যার সঙ্গে আমার তুলনা করিবে। তাহাকে আমি ছাড়িতে পারিব না, ইহা নূতন কথা নয়, মিথ্যাও নয়, তুমি পূর্ব্ব হইতেই জান এবং নিজেও উহা বুঝ, এখন কি বলিতে চাও? ইউছফকে কষ্ট দেওয়া কি আমার ইচ্ছা? ইউছফ নিজেই যে কষ্টে পড়ে, বদ্‌নামের ভাগী হয়; তাহা না হইলে এতদূর গড়াইবে কেন? লোকেই বা জনিবে কেন? আমি এখন তাহাকে কি প্রকারে বদ্‌নামের হাত হইতে রক্ষা করিব? —কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিব? আমার কি কোন হাত আছে? যেম্‌নি কর্ম্ম তেম্‌নি ফল, ভোগ ত অনিবার্য্য।

—সে যদি ভোগ না করে? ভোগ করার হাত হইতে মুক্তির পথ খোঁজ করিয়া বাহির করে, নিজের পথ নিজেই দেখে? তার সম্মুখে ত অনেক পথ পড়িয়া রহিয়াছে। এমন বদ্‌নামের হাত এড়াইবার জন্য মানুষে করিতে পারে না এমন কাজ নাই। এই অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে যদি কোন সময় আত্মহত্যা করিয়া বসে, কিংবা পলাইয়া যায়, নিজে খুন হইয়া তোমাকে খুন করে—প্রাণের পাখী ফাঁকী দেয়, তার ত আর ভালবাসার বালাই নাই, সে যে বড় বালাই, তখন কি করিবে? তুমি মনে করিতেছ ইউছফ তোমার প্রাণের ধন, প্রাণের ভিতরই গুঁজিয়া রাখিব।

"শ্যাম আমার কুচো সোনা
হারিয়ে গেলে আর পাবনা।"

কিন্তু ইউছফ মনে করিতেছে ও বাবা! জোলায়খা আমার প্রধান

শত্রু—তাহার জন্য আমার এই বদনাম, ধর্ম্মনাশের ভয়, সে কিছুতেই ছাড়িবার পাত্রী নয়। তাহার নিকট থাকিলে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন আমার সর্ব্বনাশ করিবেই। দুনিয়াময় বিশ্রী প্রেমের লীলা খেলা, কবে প্রেমের ফাঁদে জড়াইয়া ফেলিবে, জন্মের মত সরিয়া পড়ি—তাহার সঙ্গে যাহাতে আর দেখা না হয় তাহার ব্যবস্থা করি।

ইউছফের পলাইয়া যাওয়ার ও আত্ম-হত্যার কথা শুনিয়া জোলায়-খার অন্তর-আত্মা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল—রোমাঞ্চকর ভাবে সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। ইউছফকে বুকের ধারে রাখিয়া নিশ্চয়ই একদিন "খাওয়াব দুধে-ছোলা একবার দিব দোলা" দিবা-রাত্র যে এই স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন, এই স্বপ্নও ছাই হইতে পারে ভাবিয়া তাহার রক্ত-বাহী শিরা যেন বন্ধ হইয়া গেল—অতি ব্যথিত নয়নে রাহাতনের মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া তাহার নিকট যেন করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার যেন আর বলিবার কিছুই নাই,—নিরুপায়; এই কঠিন অবস্থা হইতে রাহাতন নিজেই যেন তাঁহাকে মুক্ত করে--?

সে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "এক উপায় আছে, দাইমা ও উহাতে অসম্মত নয়। এক গুলিতে দুই শিকার করা যাইবে। ইউছফকে কারাগারে বন্ধ কর, অবশ্য নামে বন্দী। ভিতরে ভিতরে আমরা সকলেই তাহার সেবা করিব, কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে দিব না। তাহাকে এখন এই কথা বলিয়া ভয় দেখান হউক "ইউছফ তোমার উপায় নাই, তুমি যদি জোলায়খাকে গ্রহণ না কর, তাহা হইলে তোমাকে বন্দী করা হইবে। কারাগারে থাকিয়া কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অবশ্য যাহাতে বেশী ভয় পাইয়া পলাইতে না পারে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইলে সে হয়ত উপায়হীন হইয়া ভয়ে ভয়ে তোমাকে গ্রহণ করিবে। আর

যদি না করে তাহা হইলে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইবে। সে আর পলাইতে পারিবে না—কিংবা আত্ম-হত্যা করিবারও বিশেষ স্থযোগ পাইবে না।

যেই কথা সেই কাজ, ইউছফকে কারাগারে আবদ্ধ করাই স্থির হইল। জোলায়খা আজিজের অনুমতি চাহিলেন, আজিজ বলিলেন—"সে-কি! তাহা হইলে যে বড়ই অন্যায় হয়, ইউছফের ত কোন দোষ নাই। সে কেন বিনা দোষে কষ্ট ভোগ করিবে? নির্দ্দোষের মাথায় দোষ চাপান কখনই উচিত নয়।" জোলায়খা বাহানা করিয়া বলিলেন, "সে দোষী কিনির্দ্দোষ তাহা আমি জানি, তোমাকে সে খোঁজ করিতে হইবে না, সেই বিচারের জন্য আমি তোমার নিকট আসি নাই। মিশর-ময় আমার বদ্‌নাম। আমি বদ্‌নামের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। লোকে যাহাতে আমার প্রতি কোন প্রকার খারাপ সন্দেহ না করে তাহার উপায় করিতে ইচ্ছা করি। বিশেষতঃ কারাগৃহে যাহাতে তাহার কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে না হয়, আমি সেই ব্যবস্থা করিব।" আজিজ পুনরায় বলিলেন, "তবে তাই, কর্ত্তার ইচ্ছায় কীর্ত্তন—তুমি একবার তাহাকে ফেরাউন সাজাও, আবার সেনাপতির আল্‌খেল্লা তাহার গায়ে তুলিয়া দাও, সময়ান্তে ভিখারীর পোষাকেও তাহাকে বেড়াইতে বাধ্যকর, এইবার বন্দীদিগের দল-ভুক্ত করিবার সাধ করিয়াছ—সাধপূর্ণ কর—তোমার চাতুরী বোঝাই ভার।"

ইউছফ উহা শুনিয়া ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, আরও আনন্দিত হইলেন, বলিলেন, "তোমাদের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া, যদি আমাকে কারাগৃহে থাকিতে হয়—তাহা হইলে ত নরক হইতে আমার স্বর্গের প্রমোশন হয়, আমি এখনই প্রস্তুত আছি—জোলায়খার দয়া হইলেই বাঁচী।"

* * * * * *

ইউছফ বন্দী হইলেন। কিন্তু নামে—রাজার হালে তাঁহার দিন যাইতে লাগিল। জোলায়খার বাসগৃহের সঙ্গেই ছিল রাজকীয় জেল-খানা, সেই জেলেই তিনি আবদ্ধ। জোলায়খা জেলখানার দারোগার সহিত যুক্তি করিয়া ইউছফ যাহাতে আমিরানা ভোগে ও শাহী হালে দিন কাটাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। স্বয়ং সতন্ত্রপথে বাঁদী দাসীসহ আসিয়া অধিকাংশ সময় ইউছফের নিকট কাটাইতে লাগিলেন।

"—যেথায় গেছে প্রাণের পাখী,
সেথায় আমার বসত বাটী।
বসন্ত কোকিল গো আমি,
বসন্তেরই সঙ্গে থাকি।"

কত প্রকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, কত আদর, কত যত্ন, কত মধুর আপ্যায়ণ, কত মিষ্ট কথা —সাদর সম্ভাষণ।

"মনের মানুষ যদি পাই—,
তার ছায়ায় ব'সে প্রাণ জুড়াই।
আপন হাতে তার কাটব সিঁতে
গোলাপ জলে তার পা ধোয়াই।"

তাহা করিতেও ছাড়িলেন না—ইউছফ জেলখানার মধ্যে ও ফুলের বিছানায় নিদ্রা যান,—লোকে যে কথায় বলে :—

"বন্ধু তোরে করব রাজা প্রেমতরু-তলে,
বন ফুলের বিনোদ মালা পরাব গলে।"

জোলায়খা তাহাই করিলেন ; পিয়াস-ভরা প্রাণের আকুল অনুরাগের দ্বারা তাঁহাকে প্রেমের পথের যাত্রী করিবার জন্য কত সাধ্য সাধনা, করিতে লাগিলেন, কত কৌশল !—কিন্তু হায়—

"কথাটী না কয় বৌ,
কি হবে ডাকিলে?
বড় অভিমান হৃদে,
সুধাইলে বেশী কাঁদে,
এ বৌ লাজুক অতি
মুখ নাহি তুলে।"

তাহা বলিলে কি হয়? তুমি হয়ত বলিবে—না, না ডাকিও না।

"সেধে সেধে সদা ডাক
বৌ কথা কও,
বৌ ত কহে না কথা,
কেন তারে ডাক বৃথা?
ডেকোনা ডেকোনা ছি, ছি,
চুপ হয়ে রও।"

জোলায়থা যে বুঝেনা, তাঁহার প্রাণ যে ধৈর্য্য মানে না। প্রেমাস্পদ ফিরিয়া, না দেখিলেও প্রেমিক ফিরিতে পারে না, প্রেমাস্পদ না চাহিলে প্রেমিক ভগ্নপক্ষ পাখী। প্রেমাস্পদই তাঁহার সত্তা তাহাকে ভুলিয়া সে বাঁচিতে পারে না। প্রেমাস্পদই তাহার জীবন, সে তাহারই সম্মিলন কামনা করে, প্রেমাস্পদের দ্বারে পড়িয়া মরিতে পারে কিন্তু দ্বার ছাড়িতে পারে না। দূরে থাকিতে চায় না।

বোঁশ্‌নো আয্‌ নায় চোঁ হেকায়েত মীকুনাদ,
ও আয্‌ জুদায়ী হা শেকায়েত মীকুনাদ।
......................ইত্যাদি (জালাল উদ্দিন রুমী)

——

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সৎ-কর্ম্মশীলদিগের পুরস্কার বিনষ্টহয় না।

(কোর্-আন)

লীলাময়ের অনন্ত লীলা, তিনি মারেন আবার দয়া দানে জীবিত করেন। ইউছফের সঙ্গে "ইউনা" ও "মজনত" নামক দুই যুবক কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। "ইউনা" ছিল নরপতি রায়হানের পান পাত্র দাতা, মজনত পাচক। খাদ্যের সঙ্গে বিষ-মিশ্রিত করিয়াছে সন্দেহ করিয়া, নরপতি তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ইউছফকে বলিল—"আমি আমাকে স্বপ্নে সুরা নিঃসরণ করিতে দেখিয়াছি।" দ্বিতীয় বলিল, "আমি মাথায় রুটী বহন করিয়া যাইতেছি, পক্ষী সেই রুটী খাইতেছে, তোমাকে আমরা আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে করি, তুমি আমাদের স্বপ্নের ব্যাখা বলিয়া দাও।"

ইউছফ বলিলেন, "তোমরা আমার কথায় অবিশ্বাস করিও না, আমার পালন কারী (খোদা) আমাকে যেই সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এমন একটী বিষয়ও শিক্ষা দিয়াছেন যদ্বারা আমি ইচ্ছা করিলে, তোমাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, সেই খাদ্যের কি রং, এবং উহা কি পরিমাণ দেওয়া হইবে, তোমাদের নিকট পৌছিবার পূর্ব্বেই বলিয়া দিতে পারি। আমিও তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমার কোনই ক্ষমতা নাই, ক্ষমতা মাত্রই সৃষ্টি কর্ত্তার, যিনি দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ও পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করেনা, তাঁহাদের ধর্ম্ম আমি ত্যাগ করিয়াছি,

তাহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। ইব্রাহিম্, ইছ্হাক ও ইয়াকুব প্রভৃতি আমার পিতৃ-পুরুষগণ যে ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, আমিও সেই ধর্ম্ম পালন করিতেছি। আমাদের পক্ষে ইহা কোন মতেই উচিত নয় যে, কাহাকেও খোদার সহিত অংশী করি। নিশ্চয়ই এক সৃষ্টিকর্তা। মনুষ্যগণের মধ্যে উহা প্রচার করিবার জন্যই খোদা আমাকে তাহাদের মধ্যে পাঠাইয়াছেন। দুর্ভাগ্য! অনেকেই উহা বিশ্বাস করে না—এক খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আচ্ছা! হে কারা-গৃহ-সঙ্গী ভ্রাতৃ-দ্বয়, তোমরা বল দেখি একজন প্রবল সৃষ্টিকর্তা, আর ভিন্ন ভিন্ন অনেক সৃষ্টি-কর্তা এই দুই এর মধ্যে কোনটী অধিকতর যুক্তি সঙ্গত ও উত্তম। তোমরা সৃষ্টিকর্তাকে ছাড়িয়া কতগুলি নামের সুখ্যাতি করিতেছ মাত্র। তোমাদের পিতৃ-পুরুষ এবং তোমারই ঐ সকল নাম গঠন করিয়াছ। উহার সত্যতা সম্বন্ধে সৃষ্টি-কর্তা কোন প্রমাণ প্রেরণ করেন নাই। তিনি কেবল মাত্র তাহার অর্চ্চনা করিতে আদেশ দিয়াছেন, তাহারই সত্যতা সম্বন্ধে প্রমান প্রেরণ করিয়াছেন। যথার্থই তাহাকে ব্যতীত অর্চ্চনা করিও না, উহাই সরল ধর্ম্ম। হায়! আক্ষেপ! অধিকাংশ লোক উহা করে না, আমি তাহারই অর্চ্চনা করি। দয়াময় আপন দয়া হইতে দয়া বিতরণ করিয়া আমাকে গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশের ক্ষমতা দান করিয়াছেন, আমি যাদুকর কিংবা গণক নয়।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা—তোমাদের মধ্যে একজন মুক্তি পাইয়া পুনরায় আপন প্রভুকে সুরা পান করাইবে। অন্য জনের ফাঁসী হইবে। তাহার মস্তক হইতে পক্ষী চক্ষু উঠাইয়া খাইবে। যে ব্যক্তি মুক্তি পাইবে বলিয়া ইউছফ মনে করিয়া ছিলেন তাহার নিকট আরও বলিলেন, "দয়া করিয়া তোমার প্রভুর নিকট আমাকে স্মরণ করিও।"

যথা সময়ে ইউছফের কারা-বন্দী দ্বয়ের বিচার হইল। তিনি যাহা বলিয়া ছিলেন তাহাই সত্য হইল। পাচকের ফাঁসী হইল, সুরা পাত্রদাতা পুনরায় পূর্ব্বপদে বাহাল হইল। কিন্তু ইউছফের কথা তাহার স্মরণ হইল না, শয়তান তাহাকে ভুলাইয়া রাখিল। তিনি সেই কারা-গৃহেই রহিলেন।

কিছু দিন পরে রাজা একদিন প্রধান প্রধান সভাসদগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি সাতটী বলবান গরু আসিয়া সাতটী দুর্ব্বল গরু ভক্ষণ করিতেছে এবং সাতটী রসযুক্ত ও সাতটী শুষ্ক যবের শীষ দেখিয়াছি। তোমরা আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলিয়া দাও।" কেহই উহার ব্যাখ্যা করিতে পারিল না। বলিল, "আপনার স্বপ্নের কোন সামঞ্জস্য নাই, আমরা উহার ব্যাখ্যা করিতে পারিব না।"

ইউনা সেখানে উপস্থিত ছিল, রাজার স্বপ্নের কথা শুনিয়া, ইউছফের কথা তাহার মনে পড়িল, বলিল, "কারা-গৃহে এমন এক ব্যক্তি আছেন তিনি নিশ্চয়ই আপনার এই স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারিবেন, আপনার অনুমতি হইলে আমি তাহাকে উহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে পারি।" নরপতি অনুমতি দিলেন, ইউনা ইউছফকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল। ইউছফ বলিলেন, "উহার অর্থ এই যে সাত বৎসর এই দেশে খুব শস্য জন্মিবে, কিন্তু পরবর্ত্তী সাত বৎসর কোন প্রকার শস্যই জন্মিবে না, অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইবে। তোমাদের উচিত প্রথম সাত বৎসর যে শস্য জন্মিবে, সে শস্য হইতে পরবর্ত্তী সাত বৎসরের জন্য শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা, নতুবা পরবর্ত্তী সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষে তোমাদের সকলকেই প্রাণ হারাইতে হইবে।" ইউনা রাজার নিকট যাইয়া স্বপ্নের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিল। সভাসদাদি প্রত্যেকেরই উহা মনোপোত হইল, প্রত্যেকেই উহা বিশ্বাস করিলেন। রাজা ইউছফের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া,

তাঁহাকে কারা-গৃহ হইতে আনিবার এবং কি অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন জানিবার জন্য ইউনাকে পুনরায় পাঠাইয়া দিলেন।

ইউনা ইউছফের নিকট পুনরায় রাজাদেশ লইয়া উপস্থিত হইলে, ইউছফ তাহাকে বলিলেন, "তুমি নরপতিকে যাইয়া বল, "আমি বিনা বিচারে কারামুক্ত হইতে চাহিনা। যদি প্রকৃতই দোষী হই তাহা হইলে কারাবাসই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। যে সকল স্ত্রীলোক আমাকে দেখিয়া হাত কাটিয়াছিল, তাহারাই আমার নির্দ্দোষিতার সাক্ষ্য—তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হউক। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তাহাদের চাতুরী অবগত আছেন। আজিজ আমার প্রভু। তাহার মনে হয় ত কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে, আমাকে চির কালই বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিবে, স্পষ্ট বিচারের দ্বারা তাঁহার সেই সন্দেহ দূর করা হউক, জনসাধারণও প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া আমাকে নির্দ্দোষ মনে করুক।" ইউনা ইউছফের উক্তি রাজার নিকট যাইয়া ব্যক্ত করিলেন।

যে সকল নারী ইউছফের রূপের ফাঁদে পা ফেলিয়া, লেবু কাটিবার সময় স্ব স্ব হাতের দফা রফা করিতে বাধ্য হইয়াছিল, নরপতি তাহাদিগকে ও জোলায়খাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন তোমরা ইউছফকে আপন আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কামনা করিয়াছিলে, তখন তোমরা কি তাহার মধ্যে কোন দোষ দেখিতে পাইয়াছ।" তাহারা সকলেই এক বাক্যে উত্তর করিল, "না, আমরা তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার দোষ দেখিতে পাই নাই। তাহার মনে কোন কু-পিপাসা আছে এমন কোন ভাবই সে আমাদের প্রতি দেখায় নাই। তাহার মত পবিত্র চরিত্রের লোক কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না।"

জোলায়খা বলিলেন, "এখন সত্য প্রকাশ হইয়াছে, সকলেই জানিতে পারিয়াছে। আর গোপন করিয়া ফল নাই, গোপন করিলেও

ঢাকা থাকিবে না। ইউছফের কোন দোষ নাই, তাহার চরিত্র যথার্থই অতি উত্তম, অসাধারণ শক্তি বলের দ্বারা সে আপন চরিত্রগত পবিত্রতাকে রক্ষা করিয়াছে। তাহার জন্য আমি উন্মাদ, তাহার প্রত্যেক অঙ্গের জন্য আমার প্রত্যেক অঙ্গ আকুল। আমি আপন প্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে বার বার আহ্বান করিয়াছি, সে আসে নাই, আমার কামনা পূর্ণ করে নাই। হায়! প্রেম আমাকে জীবন্ত দগ্ধ করিতেছে, আসক্তি আমাকে অন্ধ করিয়াছে, আমি তাহার প্রেম লাভের জন্য ছট ফট করিতেছি, সে আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না, অভাগিনীর প্রতি বিন্দুমাত্রও দয়া দেখাইতেছে না। সে যাহা বলিতেছে তাহা প্রকৃতই সত্য, আমার প্রাণের ইউছফ সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত।"

নরপতি রায়হান জোলায়খাকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু ইউছফ তাহা করিতে দিলেন না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "ক্ষমাই উত্তম—খোদা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কেহ আমার উপর বিশ্বাস-ঘাতকতার দোষ চাপাইতে না পারে, আমি সেই জন্যই বিচারের প্রার্থনা করিয়াছি, অপরাধির শাস্তি দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে।" নরপতি ইউছফকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

ইউছফ রাজ-সভায় নীত হইলেন; ফেরাউন ও তাঁহার সভাসদগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। রাজা বলিলেন, "আপনাকে আমরা বিশ্বস্ত ও পদস্থ বলিয়া মনে করি, আপনি রাজসরকারের কোন দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিয়া রাজ কার্য্যের সাহায্য করিলে আমরা সুখী হইব। যেহেতু এই সকল কাজে বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক লোকের একান্ত আবশ্যক। আপনাকে আর দাসত্ব ভোগ করিতে হইবে না। যে বিনা অপরাধে দাসকে কারারুদ্ধ করিতে পারে মিশরের রাজকীয় আইনানুসারে সে দাস রাখিবার অনুপযুক্ত। আপনি যেই

বিষয়ে নিযুক্ত হইলে যোগ্যতা দেখাইতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন, আপনাকে সেই বিষয়েরই তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করা হইবে।"

ইউছফ বলিলেন, "যদি আমাকে দয়া করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে রাজকীয় ধন-ভাণ্ডার সম্পর্কীয় কোন কার্য্যে নিযুক্ত করুন, এই কার্য্যেই অধিকতর বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ লোকের আবশ্যক। আমার বিশ্বাস আমার দ্বারা কোন প্রকার অবিশ্বাস-জনক কার্য্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।" ফেরাউন তাহাই করিলেন, সভাসদ-গণের সহিত একমত হইয়া ইউছফকে রাজকীয় ধনভাণ্ডারের বিশেষ তত্ত্বাবদায়ক এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যের সাধারণ তত্ত্বাবদায়ক ও পরামর্শ দাতার পদে গ্রহণ করিলেন। (১)

আজিজ জোলায়খার স্পষ্ট উক্তি এবং কার্য্যে অত্যন্ত লজ্জানুভব করিলেন। প্রকাশ্য রাজ সভায় জোলায়খার গুপ্ত প্রণয়ের কথা প্রকাশিত হওয়ায়, অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন—তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল

---

(১) এইরূপে আমি ইউছফকে সেই দেশে স্থান দান করিলাম, সে সেই স্থানে যথা ইচ্ছা স্থান গ্রহণ করিতেছিল। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহার প্রতি এমন কৃপা প্রেরণ করিয়া থাকি, আমি সৎকর্ম্মশীলদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করি না [৫৬ আয়েত ছুরে ইউছফ কোর-আন]

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই পরিচ্ছেদটী কোর-আন শরীফের ছুরে ইউছফের ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম রুকুর [৩৬-হইতে ৫৬ আয়েতের] অনুবাদ ; কেবল মাত্র বিষয়টী স্পষ্ট ও বোধগম্য করিবার জন্য তফ্ছিরে হোছেনী, তফ্ছিরে ফায়দা, তফ্ছিরে মোজেহল কোর-আন, প্রভৃতি হইতে দুই চারি কথা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

ইউছফ কত বৎসর কারাগারে ছিলেন তাহা সঠিকরূপে বলা যায় না, কাহারও মতে সাত বৎসর, কাহারও মতে দুই বৎসর। কোর-আন শরীফের ছুরে ইউছফের ৪২ আয়েতে এই মাত্র উল্লেখ আছে, পরে সে [ইউছফ] কারাগারে কয়েক বৎসর বাস করিল।

না। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে জোলায়খাকে বলিলেন, "জোলায়খা আজ হইতে তোমার সহিত আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হইল,। আমি আর তোমাকে চাহিনা। ঐ পোড়া মুখ লইয়া প্রস্থান কর, আমি আর তোমার স্বামী নয়, যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করিতে পার ; কোন বাধা নাই। তোমার মত কু-স্বভাবা—একজনের বুকে থাকিয়া অন্যজনের প্রত্যাশা-কারী, ভদ্র-বংশ জাতা নারীর ইহাই উপযুক্ত শাস্তি। আপন পথ দেখ—সাধ করিয়া কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়াছ,—কলঙ্ক কালিমায় দেহ লিপ্ত করিয়াছ, ওই পাপ বোঝা লইয়া আপন গৌরবে প্রস্থান কর। স্ব সম্মানে পাড়ি দাও, স্বর্গ বেশী দূরে নয়—ওই যে শিঁড়ী দেখা যাইতেছে।"

জোলায়খা বলিলেন, "কবেই বা তুমি আমার স্বামী ছিলে, ওঃ—এই মিথ্যা অভিনয় ভাঙ্গিয়া যাওয়াই ভাল। "যার আঁখি মোরে করিছে পাগল" আমি তাহারই,—চির-কালই তাহাকে বুকে ধরিয়া আছি, আমি কু-স্বভাবা উহা বাস্তবিকই সত্য—উহাই প্রেমের পুরস্কার ; যত পার গালি দাও, জোলায়খা গালিকে ভয় করে না। সে দ্বিচারিণী নয় ; এই কুৎসা হইতে সে মুক্ত ইহাই তাহার পক্ষে আনন্দ,—সে যাহার চির-কালই তাহার উহাই তাহার শাস্তি" কথা শেষ করিয়াই জোলায়খা গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

(আমার) পিয়াস আকুল আনন দেখিয়া ফুটেনিকো তার হাসি,
ব্যথিত করুণ নয়ন হেরিয়া ডাকেনিকো মধু ভাসি,
হিয়ার ভিতরে বসে কেবা বলে তবু তারে ভালবাসি।
আকুল পরাণ ব্যাকুল হইয়া চে'য়ে ছিল যবে তারে,
নিরাশ করিয়া ফেলে দিছে দূরে, ডাকেনিকো নিজ ধারে।
যাহা ছিল বাকী তাহাও নিয়েছে হেসে উপেক্ষার হাসি,
সে যে গো আমার নয়নের মণি আমি তারে ভালবাসি।

সারাটী জীবন প্রেমের পশরা লইব মাথার পরে,
স্মৃতিটুকু তার প্রাণে দিবে মোর, প্রেম-মধু ধারা ভরে।
হয়েছি আকুল শুনেছি যে দিন স্বপনে তাহার বাঁশী,
পরিয়াছি গলে সাধ করে ওগো কলঙ্কের এই ফাঁসী।

কেহই আর তাহার সন্ধান পাইল না।—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ইউছফ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল, উপরি উপরি সাত বৎসর খুব শস্য জন্মিল—মিশরে আর শস্য ধরে না, ইউছফের আদেশে কৃষি-কমিশনর রাজকীয় গোলাঘর সকল শস্যের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া লইলেন। ইউছফ নিজেও প্রচুর পরিমাণ শস্য খরিদ করিয়া আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াদিলেন, মিশরের গোলাঘর সকল শস্যে পরিপূর্ণ। বাহিরে কোথাও শস্য নাই। দেখিতে দেখিতে সেই কঠিন সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আপন লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া হাজির হইল। নিয়মিত বৃষ্টির অভাবে মিশর কিংবা তন্নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশে শস্য জন্মিল না, সমস্ত দেশেই শস্যের অভাব হইয়া পড়িল। এক বৎসর নয়,—দুই বৎসর নয়,—ক্রমাগত সাত বৎসর কাল এইরূপ হইল। বৃষ্টির অভাবে মাঠ সকল মরুভূমির আকার ধারণ করিল। হা অন্ন! হা অন্ন!! বলিয়া হাহাকার উঠিল—ধনি নির্ধন সকলেই অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পড়িলেন, ক্ষুধার জ্বালায় একে একে সব কিছুই বিক্রী করিতে বাধ্য হইলেন, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ফুরাইয়া গেল, নিরাশ্রয়ে মিশরবাসিগণ ইউছফের শরণাপন্ন হইলেন। ইউছফ তাহাদিগকে শস্য দিলেন, ভীষণ সময় উপস্থিত দেখিয়া ইতরভদ্র সকলকেই সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। (*)

---

* ইউছফ, প্রথম বৎসর মুদ্রার বিনিময়ে, পর বৎসর মুদ্রার অভাব হওয়ায় অলঙ্কারের বিনিময়ে, এইরূপে ক্রমাগত এক একবস্তু ফুরাইয়া যাওয়ায় তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বৎসরে, যথা ক্রমে, দাস দাসী, গো-মেষাদি, শস্য ক্ষেত্রাদি সন্তানাদি ও আপনাপন

কনানেও শস্য জন্মিল না।—মিশরের দশা ঘটিল, দুর্ভিক্ষে সমস্ত দেশ আকুল করিয়া তুলিল। ইয়াকুবের সন্তানগণ অন্নাভাবে নিপীড়িত হইয়া পড়িলেন। কোন প্রকার উপায় খোঁজ করিয়া পাইলেন না, ক্রমে অভাব রাক্ষসী অধিকতররূপে লোলজিহ্বা বিস্তার করিতেছে। আর রক্ষা নাই। পিতাকে যাইয়া বলিলেন, "আমরা শস্যের জন্য মিশরে যাইব। শুনিয়াছি, মিশরাধিপতি দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগকে শস্য দান করিতেছেন। দীন দরিদ্র, এমন কি পথিক লোকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে; কেহই তাঁহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে না। এখানে থাকিয়া কি খাইব? খাদ্যের অভাবে প্রাণ-নাশের উপক্রম হইয়াছে। কেনানবাসীদিগের কষ্ট প্রাণে সহ্য হইতেছে না; দেখি তাহাদেরও কোন প্রকার কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করিতে পারি কি না"—ইয়াকুব পুত্রদিগকে অনুমতি দিলেন। বনিইস্রাইলগণ মিশরে গমন করিলেন,। ইউছফ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়াই চিনিতে পারিলেন। তাঁহার বুক ফাটিয়া সমস্ত ব্যথাই একত্রে বাহির হইবার জন্য ব্যস্ত হইল, নয়ন হইতে জল পড়িবার উপক্রম হইল; কিন্তু তিনি সামলাইয়া লইলেন, অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাকে রক্ষা করি-লেন, দুর্ব্বলতাকে স্থান দিলেন না। ভ্রাতাগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

ইউছফ আপন পরিচয় গোপন করিয়া ভ্রাতাদিগকে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা কনানদেশ হইতে আসিয়াছি—মহাপুরুষ ইব্রাহিমের পুত্র ইছ্‌হাক আমাদের

শরীরের বিনিময়ে শস্য প্রদান করেন অর্থাৎ সমস্ত মিশর দেশ ও প্রজাদি শস্যের পরিবর্ত্তে ক্রয় করিতে সক্ষম হন। কিন্তু পরে দয়া করিয়া সকলকেই—আপনাপন বস্তু-আদিসহ মুক্তি প্রদান করেন। [তফ্‌ছিরে হোছেনী]

পিতামহ। মহাপুরুষ ইয়াকুব আমাদের পিতা। আমরা দ্বাদশ ভ্রাতা জন্মিয়া ছিলাম—এখন একাদশ জন জীবিত আছি, শৈশবে এক জনকে বাঘে খাইয়াছে। আমরা পৌত্তলিক নয়। এক প্রবল সৃষ্টিকর্ত্তা ও পর-কালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি—দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় কনানবাসীদের বড়ই কষ্ট হইতেছে, আমরা কষ্টভোগ করিতেছি, যে মূল্য আনিয়াছি, তাহা নিতান্ত অল্প। আপনি সেই মূল্যের বিনিময়ে আমাদিগকে এবং কি কনানবাসী অন্যান্য লোকদিগকে মুল্যের অতিরিক্ত শস্য দান করুন, আমরা অধিক মূল্য দানে অক্ষম। দশ ভ্রাতা উপস্থিত হইয়াছি, এক জনকে পিতা তাঁহার সেবার জন্য নিকটে রাখিয়াছেন। শস্য লইবার জন্য তাঁহার উষ্ট্রও আনিয়াছি।"

ইউছফ বলিলেন, "তোমাদের কথায় সন্দেহ হইতেছে, তোমরা দশজন হইয়া একাদশটী উষ্ট্র আনিবার উদ্দেশ্য কি? তোমরা কি জান না? ফেরাউনের আদেশ—দুর্ভিক্ষ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, এক উষ্ট্র যাহা বহন করিতে পারে, উহার অধিক শস্য কেহই পাইবে না। ফেরাউন শস্য বিতরণ করে, কেবল মাত্র এই সংবাদ রাখ, কি পরিমাণ বিতরণ করে সেই সংবাদ রাখ না—বা বেশ মজার কথা! আমার মনে হইতেছে তোমরা গুপ্তচর কিংবা মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক। একাদশ জন লোক একাদশটী উটের উপর আরোহণ করিয়া আসিয়াছ, একজন গুপ্ত বিষয়ের অনুসন্ধানে রত হইয়াছে নতুবা তোমরা সংখ্যায় দশজন ইহাতে ভুল নাই, একটী উষ্ট্র অপহরণ করিয়াছ, এখন শস্য লইবার জন্য কিংবা আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য একাদশ ভ্রাতার উল্লেখ করিতেছ। এই স্থানে তোমাদিগকে কে চিনে?" ভ্রাতাগণ উত্তর করিলেন, "মিশরের কেহই আমাদিগকে চিনে না, আমরা পূর্ব্বে আর

মিশরে আসি নাই। এক বিন্দুও মিথ্যা বলি নাই—যথার্থই সত্য কথা বলিয়াছি, আপনার অনুগ্রহদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইলে কনান-বাসীদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।"

"তোমরা দশটী উষ্ট্রের বহন উপযোগী শস্য পাইতে পার। যে মূল্য আনিয়াছ উহাই যথেষ্ট, আমরা এই সময় অধিক মূল্য গ্রহণ করি না। কিন্তু তোমাদের প্রতি কিছুতেই আমাদের সন্দেহ দূর হইতেছে না। ভবিষ্যতে যদি শস্য লইতে আস, তাহা হইলে তোমাদের সেই ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও, নতুবা তোমরাও আর শস্য পাইবে না। যেহেতু আমি তোমাদের প্রতি এখন যে সন্দেহ করিতেছি তখন সে সন্দেহ গাঢ় হইয়া পড়িবে।" বনিইসরাইলগণ উহাতে সম্মত হইলেন।

ইউছফ তাহাদিগকে দশ উষ্ট্রের বোঝাই করিয়া গোধূম প্রভৃতি শস্য প্রদান করিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে মূল্য বাবদ মুদ্রা গ্রহণ করিয়া সেই মুদ্রা ভ্রাতাদের অলক্ষ্যে প্রদত্ত গোধূমের মধ্যে রাখিয়া দিলেন—মূল্য গ্রহণ করিলেন না।

ভ্রাতাগণ প্রস্থান করিলেন। যথা সময়ে আপন গৃহে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিতে পাইলেন, শস্য-দাতা তাহাদের প্রদত্ত মুদ্রা গ্রহণ করেন নাই—প্রদত্ত শস্যের ভিতরে লুকাইয়া সেই মুদ্রা ফেরৎ দিয়াছেন। তখন তাঁহারা আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সমস্ত ঘটনাই পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। এবং বেনিয়ামীনকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ইয়াকুব বলিলেন, "তোমাদিগকে কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? একবার না বিশ্বাস করিয়া তোমাদের নিকট ইউছফকে দিয়াছিলাম, তোমরা কি তাহাকে আর ফিরাইয়া দিয়াছ?—প্রাণের ধনকে রক্ষা করিয়াছ? আবার

কি বিশ্বাস করিয়া বেনিয়ামীনকেও হারাইব?—না না, তাহা হইবে না। তোমাদের শপথে বিশ্বাস নাই। তোমরা আপন জীবনের উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত নয়—তোমরা নিষ্ঠুর, দয়া-মায়া-হীন, বিশ্বাস ঘাতক।" ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বুঝাইতে ক্রটী করিলেন না; প্রাণান্ত বুঝাইলেন, কঠিন শপথ করিলেন। ইয়াকুব দেখিলেন বেনিয়ামীনকে না দিলেও নয়—খাদ্যের দায়—বিষম দায়, শস্য ফুরাইয়া গিয়াছে। এক জনের জন্য শেষে সকলকেই হারাইতে হইবে, খাদ্যের অভাবে সকলকেই প্রাণ দিতে হইবে, জীবন মরণ সমস্যা। বাধ্য হইয়া বেনিয়ামীনকে মিশরে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

পুত্রগণ মিশরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলে ইয়াকুব তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "প্রতিপালক প্রভুর নিকট তোমাদিগকে অর্পণ করিতেছি—তিনিই যথার্থ রক্ষক। এক ইউছফের শোকেই আমি দৃষ্টি-শক্তি শূন্য, তাহার উপর তোমরা বেনিয়ামীনকেও লইয়া যাইতেছ। অন্ধের শেষ সম্বল, তাহাও হাত হইতে ছাড়াইতেছ। কি করিব সমস্তই খোদার ইচ্ছা, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। দুর্ভিক্ষের দ্বারা তিনি সকল পথ বন্ধ করিয়াছেন। তিনিই সকলের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। তোমরা তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইতে ভুল করিও না। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ রাখিও, ভ্রাতৃবন্ধনের অমর্য্যাদা করিও না। ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া মিশরে প্রবেশ করিও; তাহা না হইলে তোমাদের রূপ-লাবণ্য, দলবদ্ধ ভাব ও ঘটা দেখিয়া লোকে কুদৃষ্টি সম্পাত করিবে।"

বনিইস্রাইলগণ পুনরায় মিশরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইউছফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইউছফ তখন কোন বিশেষ কারণ বশতঃ মুখে একখণ্ড সরুবস্ত্র জড়াইয়া মণিময় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা

কেনান নিবাসী ইয়াকুবের পুত্র। ছোট ভ্রাতাকে আনিবার জন্য আপনি আমাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন ; আমরা সেইজন্য পিতার নিকট বিশেষ অঙ্গিকারে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া আসিয়াছি।" আপন ভ্রাতাকে দেখিয়া ইউছফের স্নেহের উৎস উথলিয়া উঠিল, অন্তর ফাটিয়া কান্না আসিল। দৌড়িয়া গিয়া ভ্রাতার গলা জড়াইয়া ধরিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহা করিলেন না। আপন অন্তরব্যথা দমন করিয়া বলিলেন, "আমি এক্ষণে তোমাদের কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেছি। তোমরা যেই মহাপুরুষের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেছ, বাস্তবিকই তিনি একজন আদর্শ মহাপুরুষ, আমি তাঁহার ধর্ম্ম প্রতি-পালন ও বিশ্বাস করি। তোমরা পথশ্রমে কাতর ও ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, বিশ্রাম করিয়া আহার্য্য গ্রহণ কর।" অতঃপর ভ্রাতাদের জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন। ছয়খানা প্লেট আনা হইল। এক মাতার গর্ভজাত দুই দুই ভ্রাতা, এক এক প্লেটে খাইতে বসিলেন। বেনিয়ামীন একাকী পড়িলেন, ইউছফের কথা তাহার মনে পড়িল, —শোকের বেগ উথলিয়া উঠিল, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন, নয়ন হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ইউছফ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে যুবক তোমার কি হইয়াছে? কাঁদিতেছ কেন? খাইতে বসিয়া কাঁদিবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না।" বেনিয়ামীন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমরা ছয় মাতার গর্ভে একই পিতার ঔরসে দ্বাদশ ভ্রাতা জন্মিয়াছিলাম, আমারও এক সহোদর ভ্রাতাছিল, তাঁহাকে শৈশবে বাঘে খাইয়াছে। প্রত্যেকেই সহোদর ভ্রাতার সহিত খাইতে বসিয়াছেন। কিন্তু আমি একাকি বসিয়াছি, সেইজন্যে তাঁহার কথা স্মরণ হইল, তাঁহার নাম ছিল ইউছফ। দুনিয়ার মধ্যে তাঁহার মত রূপবান লোক খুব কমই জন্মিয়াছে। মনে

ভাবিলাম—হায়! আজ যদি আমার সেই ভ্রাতা থাকিত, তাহা হইলে আমাকে একাকী খাইতে হইত না। তাহার সহিত একত্রে বসিয়া দুই ভ্রাতা এক প্লেটে খাইতাম। ভ্রাতার অনুরাগে অন্তর নিহিত শোক-বেগ সামলাইতে পারিতেছি না, বুক ফাটিয়া যাইতেছে, হায়! হায়!! আমার সেই ভ্রাতা আজ কোথায়? আর আমিই বা কোথায়? দুই ভ্রাতা মিলিয়া কত খেলা করিয়াছি, কত নির্ম্মল আমোদ-প্রমোদে দিন গত করিয়াছি।"

ইউছফের নিকট সমস্ত দুনিয়া যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হইল; দুঃখে মর্ম্মাহত হইলেন, ভ্রাতার গলা ধরিয়া সমস্ত ব্যাথার অবসান করিবার প্রবল ইচ্ছা সামলাইতে যাইয়া অধিকতর কাতর হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পরে নিজকে অনেক পরিমানে সংযতাবস্থায় আনিয়া বলিলেন, "শোক করিয়া ফল কি? যাহা গত হইয়াছে, শত বৎসর কাঁদিলেও তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। চক্ষু মুছিয়া ফেল। চল, আমিই তোমার ভাই ইউছফের পরিবর্ত্তে ইউছফ হইয়া, তোমার সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইব।" স্থানান্তরে যাইয়া ইউছফ বেনিয়ামীনের সঙ্গে একত্রে খাইতে বসিলেন। মুখের বস্ত্র সরাইবার পূর্ব্বেই ইউছফ খাইবার জন্য হস্ত বাহির করিলেন,

বেনিয়ামীন তাঁহার হস্ত দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এ-কি আজ এরূপ বোধ হইতেছে কেন? আপনার হস্ত আমার ভ্রাতার হস্ত বলিয়া ভ্রম হইতেছে কেন? যথার্থই আপনার হস্ত আমার ভ্রাতার হস্তের মত।" ইউছফ আপনাকে আর সামলাইতে পারিলেন না। ধৈর্য্যের কঠিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। মুখের কাপড় খুলিয়া তাহাকে আপন পরিচয় দিলেন। বেনিয়ামীন তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। খাদ্য পড়িয়া রহিল। দুঃখের কি সুখের জানিনা, দুই ভ্রাতা পরস্পর গলা ধরিয়া বহুক্ষণ কাঁদিলেন, নয়ন সরিতে অন্তর ঝর্ণা বহাইয়া দিলেন, হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ

ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর ইউছফ তাহার নিকট স্বপ্ন-দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীয় জীবনের সমস্ত ঘটনাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিলেন। আরও বলিয়া দিলেন আমি ভ্রাতাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমারই মত তোমার প্রতিও তাঁহাদের বিদ্বেষ আছে কিনা পরীক্ষা করিব। এখন তাঁহাদের নিকট পরিচয় দিব না। যে কোন প্রকার কৌশল করিয়া আমি তোমাকে রাখিয়া দিব, দেখি পিতার নিকট যাইয়া তাঁহারা এইবার কি উত্তর করেন ?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"পীরিতি অনল ছুইলে মরণ শুন্‌লো কুলের বঁধু।"

(চণ্ডিদাস)

নীরব। রাত্রি দ্বিপ্রহর। ধীর বাতাস। নির্ম্মল জ্যোৎস্না—ভুনিয়া জোড়া চাঁদের হাসি। কচি-কচি পল্লব সকল ঝিরঝির করিয়া নড়িতেছে, আলো-ছায়া খেলা করিতেছে। কোকিলা বধু, গান শেষে বঁধুর গলার সহিত গলা মিলাইয়া সুখ-নিদ্রায় তন্ময় হইয়াছে। বনদেশ—ফল-ফুলে ভরা। মধ্যে রজত রেখার মত সরু পথ, আঁকিয়া বাঁকিয়া—আলো-ছায়ার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথাও জন-মানবের চিহ্ন নাই,—ঘর বাড়ী নাই।

এই বন পথে গভীর রাত্রে গান—কে ওই রমণী। এই নীরবতা ভেদ করিয়া বিরহের গান গাহিতে গাহিতে ধীর অন্যমনস্ক ভাবে চলিয়াছে—কি মধুর স্বর—

"তাহারি স্বপনে আজি মুদিয়া র'হেছি আঁখি,
এখনো হেরিছি চারু সেই মুখখানি।
এখনো হিয়ার কোণে স্মৃতি রেখা সংগোপনে
এখনোও—

আর বলিতে পারিলেন না—বালার মুখ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল, মুহূর্ত্ত—নিজ্‌কে সাম্‌লাইলেন, গাহিলেন—

"এখনো পশিছে প্রাণে সেই মধু বাণী।"

কি সুন্দর রাগিনী—হৃদয় ছেঁচা প্রেমরসে ভিজা কি স্নিগ্ধ, কি করুণ কি মধুর—বিরহ সঙ্গিত। বালার নয়ন হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, হাহাকার পূর্ণ অগ্নিময় হৃদয়ের ধূমনিশ্বাসের সহিত বাহির হইল। নিশাদেবী সে বিলাপ-মাথা ব্যথীত সঙ্গিত শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, প্রতিধ্বনি ছলে কাঁদিয়া উঠিল। বনভূমি শিশির ত্যাগের ছলে চোখের জল ফেলিল। সম বেদনায় কাতর বাতাস দুঃখ দূর করিবার কোন উপায় খোঁজ করিতে না পারিয়া বালার আঁচল উড়াইয়া তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষসকলও করপল্লব প্রসারণ করিয়া তাঁহার বেদনা লাঘবের চেষ্টা করিল, দুর্ভাগ্য—উহাতে বেদনা আরও বাড়িয়া গেল। বালা আবার গাহিয়া উঠিলেন—আবার সুর উটিল।

তাহারি স্বপনে আজি মুদিয়া রহেছি আঁখি,
এখনো হেরিছি চারু সেই মুখখানি।
এখনো হিয়ার কোণে স্মৃতি রেখা সংগোপনে,
এখনো বাজিছে প্রাণে সেই মধুবাণী।
সারাটী জীবন মাঝে তাহারি রাগিনী রাজে
জুড়িয়া মরম খানা মোর।
তার স্মৃতি-রেণু মেখে এখনো রহেছি জেগে,
নতুবা হইত কবে ঘোর -।
গহন গভীর রাতে—নিয়েছিল ডেকে পথে
স্বপন-কুহেলী ঘেরা যেই মুখখানি,
সারাটী জীবন ভরে পূজিব তাহার তরে,
যদিও গিয়াছে ফেলে
কলঙ্কের শেল বুকে হানি।

গান শেষ হইল। পথচলা বন্ধ হইল। চোখের জল তখনও বন্ধ হয় নাই, খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—তবে কি উন্মাদিনী! আকাশের দিকে চাহিলেন, শূন্য-দৃষ্টি। আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "বা কি আরাম!—দুঃখ—দুখ আবার কি?—ভালবাস, জ্বলিয়া পুড়িয়া মর উহাই সুখ, ওই জ্বালা পোড়ার ভিতরেই আরাম।—সে নিষ্ঠুর, ছিঃ—ছিঃ জোলায়খা অমন কথা মুখে আনিও না, তোমার মানসবঁধু কি আবার নিষ্ঠুর হইতে পারে?—না এমন কথা বলিও না। সে এইরূপ না হইলে তুমি সুখ পাইতে কোথায়? এই পেয়ে পাওয়ার ভিতরেই যে সুখ, ইহার মধ্যেই যে সব। কেবল কি পাওয়ার ভিতরেই শান্তি!—এত বড় মিথ্যা কথা মুখে আনিও না। সংসারে যে যাহাকে চায়, সে কি তাহাকে পায়?—অন্তরে পায়—তবে বাহিরে পাওয়ার দরকার কি? ভালবাসিয়া যাও—নীরব ভালবাসা, কেহ জানেনা—কেহ শুনে না, চুপ্‌ চাপ্‌—আবার ঢাকঢোল কেন?—দর কসাকসি কেন? আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি, তবে তুমিও আমাকে ভালবাস—আ-রে তুস্! এমন কথা বলিতে লজ্জা হয়না? দিলে নিলে আবার সুখ কি? দিয়ে যাও, দিয়ে যাও, বাস্! এই পর্য্যন্ত কথা—আর কিছু চাহিও না, ভালবাসা পাইবার চেষ্টা করিওনা। সে যাহাতে সুখ পায়, তাহাই কর—অন্য কথা নাই।

শুনলো তুই পাড়ার বধু,
প্রেম যেন তুই করিসনা।
করিস্ যদি পাওয়ার খাতায়
জমা খরচ করিস্ না।
দেওয়ার খাতায় যোল আনা,
নেওয়ার খাতায় শূন্য থাক;
দেওয়া নেওয়ার মাঝখানেতে।
খাঁটী প্রেমের এম্‌নি ফাঁক,

পু’ড়ে যদি মর্‌তে নারিস্‌
প্রেমের আগুন ধরিস্‌না।
শুন্‌লো তুই পাড়ার বধু
প্রেম যেন তুই করিসনা।

প্রেম একটু বিচিত্র রকম, সুখ-দুঃখ—দুঃখ সুখ, টেকো-মিঠো কিস্‌-বিশ—যেমনি মিষ্টি তেম্‌নি টক্‌। হা হা—হা, হাসিয়া উঠিলেন, হাসি আর হাসি-হা হা হা,-আবার চোখে জল। আবার হাসি হা-হা-হা। পথ চলিতে লাগিলেন। এক পাশে, গাছ তলায় লতা-পাতা বিছাইয়া শয্যা রচনা করিলেন। আবার চোখের জল পড়িতে লাগিল। আবার বলিতে লাগিলেন, "সুখ কোথায়?—আমার ভাগ্যে ত সুখ ঘটিল না। আমি কত আশা করিয়াছিলাম, কত প্রকারের আনন্দ ভোগের ইচ্ছা করিয়াছিলাম।" আমার কোন আশাই পূর্ণ হইলনা—একটীও না। ফুল দিয়ে পালঙ্ক সাজাইয়া বিচিত্র শয্যা রচনা করিব; ফুলের বাসে, দেল-চোরার গন্ধে মনোপ্রাণ উতলা হইবে, নির্জ্জন ঘর—আমি আর সে—কান্ত আর কান্তা, আর কেহ নাই,—কি আনন্দ! তাঁহার রাঙ্গা হাত রূপ ফুলের মালা আমার গলায়। সবই স্বপ্ন। আমি সেই ফুলশয্যায় বসিয়া তাহাকে পাখা করিব, কত মধুর আলাপ করিব, চোখে চোখে কত কথার আদান প্রদান হইবে, হাসি তামসা, কথা-কাটাকাটি, তারপর মান অভিমানের পালা, শেষে মান ভাঙ্গাভাঙ্গি চোখের জল—তাহাও আনন্দ—আমোদ। আবার মিল,—আবার কথা, কথার পর কথা মিষ্টি হাতের হুড়াহুড়ি—অভিমানের ছড়াছড়ি। হায়! সবই স্বপ্ন—স্বপ্ন—কল্প রাজ্যে, বাস্তবে খোঁজ পাইলাম না। এই চাঁদের হাসি-ভরা জ্যোৎস্না-ঘোর রাত্রি এই সকল নীরস গাছ পালা লইয়া বাস করিবার জন্যই কি সৃষ্টি হইয়াছিল? কোথায় বধুর ছোঁয়ার পরশে মাতাল হইব, তাহাকে

বুকে জড়াইয়া স্পর্শ সুখের পিপাসা মিটাইব, তৎপরিবর্ত্তে এই নীরস গাছপালা লইয়া বিরহের হা-হুতাশে যুগ-ব্যাপী রাত্রি যাপন। সে রাত্রিকে অভিশাপ যেই রাত্রি বঁধুর ছোঁয়ার পরশ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। চাঁদের সেই জ্যোৎস্নাকে ধিক্কার, যেই জ্যোৎস্না হিমকর প্রদান করিয়া বিরহ-তাপে দগ্ধ করে। সেই বাতাসের প্রতি লাঞ্ছনা, যেই বাতাস বঁধুর শরীরের গন্ধ বহন করেনা—বঁধুর সংবাদ আনয়ন করেনা। সেই ফুলের প্রতি ঘৃণা, যেই ফুল আপনার তুল্‌তুলে নরম মাধুরী ও সৌন্দর্য্য-মাখা পাপড়ী দেখাইয়া বঁধুর মুখের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়—অন্তর-দগ্ধ করে। ও-রে জ্যোৎস্না! তুই যা, যা—যা আমার সম্মুখ হইতে যা; যে দেশে নাই বিরহী, যে দেশে নাই জোলায়খা, সে দেশে যা। ও-রে কোকিল! ও রে মলয়!! ওরে ফুল !!! ওরে ফাগুন !!! তোরা যা, বিরহীর দেশ ছাড়িয়া.চলিয়া যা,—আসিস্ আবার যখন·········না, না আর আসিতে হইবে না, সূর্য্য সে সুখ লইয়া উদিত হইবে না—মিলন ঘটিবে না, তবে কেন আসিবি?—না আসিস্ না।

(আমার) শুখিয়ে গিয়েছে আশা মরুর বাতাসে,
আশায় আশায় ব'সে ব'সে যৌবন গিয়েছে ভেসে।
এখন ও তখন ক'রে হেথা হোথা ঘুরে ঘুরে,
জীবন যৌবন ধন সকল গিয়েছে শেষে।

আবার হাসি—না না, দুঃখ কোথায়? এই যে গাছপালা এই সবই আমার দেলদার—সবই আমার ইউছফ; অন্তরে বাহিরে ইউছফ। আমার মানসপ্রিয় আমার মনে, মানস বঁধু আমার রক্তে – আমার সর্ব্বাঙ্গে, দুনিয়া ময় আমার ইউছফ।—ওই যে আকাশে চাঁদ, ওই চাঁদই আমার ইউছফ; আমার দিল চোরা। কি বল বঁধু! তোমাকে চোর বলিলাম, রাগ কর নাই ত– তুমি চোর নয়, আমিই তোমাকে প্রাণ দিয়াছি।

এস ! আমরা দুইজনে জল-কেলি করি। এত বড় বাগান, এত ফল ফুল, মাঝখানে ওই এত বড় সরোবর—প্রকাণ্ড হ্রদ, পূর্ণিমা রাত্রি, আজই ত ঐ সরোবরে জল কেলি করিবার সময়—আজ কি চুপ করিয়া থাকা যায় ? আজ যে শিরায় শিরায় আনন্দ, চল বঁধু চল। চাঁদ যেন প্রতিধ্বনির ছ'লে জোলায়খাকে বলিল, "চল প্রিয়া—চল ! তোমার আবদার রক্ষা করা যাউক।" বিরহিনী জোলায়খা উঠিলেন—

এক পা, দুই পা করিয়া নিকটস্থ স্বচ্ছ-জলা হ্রদের তীরে যাইয়া হাজির হইলেন। জলের উপর দৃষ্টি পড়িল; তাঁহার মানস বঁধু চাঁদ ওরফে ইউছফ তাঁহার পূর্ব্বেই জল নামিয়া জল কেলি করিতেছে। রাগ হইল, নিষ্ঠুর, তার জন্য এতটুকু সময় অপেক্ষা করে নাই—করা সঙ্গত মনে করে নাই !! এ চাঁদনী রাত্রে একাকী জলে নামিয়া কি সুখ ! কেন নামিয়াছে ? অভিমান হইল, মুখ কাল করিয়া বনের দিকে ছুটিলেন। মনে হইল ইউছফ যেন প্রিয়া ! প্রিয়া !! বলিয়া তাহার পাছে আকুল মিনতিভরা কণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছে আয়না ভাই। এই ত সময় ; এই সময় চলিয়া গেলে আর কি পাওয়া যাইবে ? হা-রে নিঠুর প্রিয়া ! আয় না, কথা শুন ! কথা শুন !! অভিমান ছাড়, সুখের সময় মিথ্যা অভিমানে গত করিস না। ওই শুন রাত্রি শেষের যাত্রীরা কি বলিতেছে :—

ওলো রাত্রি গেল—রাত্রি গেল তাড়াতাড়ি—

এ চাঁদ কিরণে মধু লোঠ আজ,
কালি নিশিথের ভরসা কই,
চাঁদিনী হাসিবে যুগ যুগ ধরি
আমরা ত আর রবনা সই।

———

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

খোদা বিশ্বাস ঘাতকদিগের প্রবঞ্চনাকে
কুশলে পরিণত করেন্ না। (কোর-আন)

বনিইস্রাইলগণ একাদশ সংখ্যক উষ্ট্রের উপর শস্য বোঝাই করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। মনে কত আশা, কত শান্তি—নিরানন্দের মধ্যেও কত আনন্দ, যাহা হউক অন্তত কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন; অভাবের লোল জিহ্বা অন্তত কিছুদিনের জন্যও সংযত থাকিবে। মুখে দয়াময়ের পবিত্র নাম, মন্থর গতিতে কনানের দিকে চলিয়াছেন। কিছু দুর যাইতে না যাইতে পশ্চাৎ হইতে নকিব হাঁকিয়া বলিল, "হে বনিইস্রাইলগণ! দাঁড়াও; আর সম্মুখে গমন করিও না! তোমরা চোর—ভদ্রতার খোলস ধরিয়া চুরি করিতে আসিয়াছ। তোমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

ভ্রাতাগণ দাঁড়াইলেন। যেই ব্যক্তি তাঁহাদিগকে শস্য মাপিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনাদের কি হারাইয়াছে? মিথ্যা অপবাদ দিতেছেন কেন? খোদার শপথ আমরা চোর নহি, মিশরের উপদ্রব সৃষ্টি করিবার জন্য আসি নাই।" সে বলিল, "শস্য পরিমাণ করিবার পাত্র হারাইয়াছে। উহা স্বর্ণখচিত, রৌপ্য নির্ম্মিত বহু মূল্যবান জিনিষ। আমরাই তত্ত্বাবধানে থাকে। তোমরা যদি চোর না হও, ভাল কথা, মালেকের নিকট চল তিনি যাহা ভাল মনে করেন তাহাই করিবেন। বনিইস্রাইলগণ ইউছফের নিকট যাইয়া বলিলেন, "একি? এমন কথা কি প্রকারে বলিতেছেন? আপনি

জ্ঞানবান লোক নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখুন গতবার আমাদিগকে যে মুদ্রা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, আমরা সে মুদ্রা রাখি নাই। ভুল হইয়াছে মনে করিয়া পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়াছি। এই অবস্থায় আমাদিগকে কি প্রকারে অবিশ্বাস করিতেছেন। আমাদের নিকট যে সকল জিনিষ আছে, কোন জিনিষই আপনার নিকট অপ্রকাশ করিব না, পরীক্ষা করিয়া দেখুন, যদি আমাদের কোন লোকের জিনিষের সহিত আপনার অপহৃত জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনি তাহাকে গোলাম করিয়া রাখুন।

"তবে তাহাই হউক, আমি তোমাদিগকে মিথ্যা অপবাদ দিতে চাহিনা," বলিয়া ইউছফ অগ্রে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের জিনিষপত্র পরীক্ষা করিলেন। কোথাও অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গেল না। পরিশেষে বেনিয়ামীনের দ্রব্য পরীক্ষা করিতেই অপহৃত দ্রব্য বাহির হইয়া পড়িল। বেনিয়ামীন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কিছুই বলিলেন না। অন্যান্য ভ্রাতাগণ বজ্রাহত পথিকের মত নীরব নিস্পন্দভাবে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া একে অন্যের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। হায়, এ-কি!—কি সর্ব্বনাশ! ইহা কি যথার্থই বেনিয়ামীনের কার্য্য? সে কি প্রকৃতই চোর?—ইয়াকুবের কি এমনই দুর্ভাগ্য। তাঁহার প্রাণ প্রতিম পুত্র দুইটীই চোর হইল, ইউছফের ন্যায় বেনিয়ামীনও চুরি করিতে সঙ্কুচিত হইল না। * হায়! হায়!! এখন তাঁহার নিকট কি বলিয়া মুখ দেখাইব? কি প্রকারে বেনিয়ামীনকে মুক্ত করিব?

---

* কথিত আছে ইউছফের মাসীর গৃহে একটী কুক্কুট ছিল, একজন ভিক্ষুক দ্বারে উপস্থিত হইলে অন্য কেহ নিকটে না থাকায় ইউছফ সেই কুক্কুটটী দান করেন। উহাই তাঁহার চুরি অপবাদ [তফছিরে হোছেনী।]

বহুক্ষণ পরে বলিলেন, "আমরা আপনার নিকট কি বলিব ?—আমাদের বলিবার পথ নাই। আমাদের শস্যাধারে আপনার অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে—আমরা অপরাধী—খোদা আমাদিগকে অপরাধী করিয়াছেন। আপনি ফেরাউনের সদৃশ সদাশয় ও ধার্ম্মিক, আমরা আপনার দয়া প্রার্থী—কৃপার ভিখারী।"

"—না তাহা হইবে না, পদানুসারে তোমরা দুষ্ট কিন্তু আমি অবিচার করিব না। তোমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, তাহাই হউক—বেনিয়ামীন আমার দাস হইয়া থাকুক তোমরা শস্য লইয়া চলিয়া যাও।"

ইহুদা তাঁহার অধিকতর নিকটে যাইয়া বলিলেন, "প্রভো! বিনয়ের সহিত বলিতেছি, আপনার এই দাসের প্রার্থনা শ্রবণ করুন, আমরা পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি বাড়ীতে আমাদের এক বৃদ্ধপিতা আছেন। ইউছফ নামক তাঁহার এক পুত্রের শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি চক্ষুহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বড়ই দুঃখাবস্থা, হাসি তামাসা নাই, অন্তরে স্ফূর্ত্তি নাই, চলিবার ফিরিবার শক্তি নাই। শোকে সমস্ত

মতান্তরে ইউছফের মাতা রাহিলার মৃত্যুর পর ইউছফকে অত্যন্ত সুন্দর দেখিয়া তাঁহার মাসী তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া প্রতিপালন করিতে থাকেন। ইয়াকুবও আবার ইউছফকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না; তাঁহার মাসীরও সেই দশা, তখন ব্যবস্থা হইল, ইউছফ এক সপ্তাহ কাল ইয়াকুবের নিকটে আর এক সপ্তাহ কাল তাঁহার মাসীর নিকটে থাকিবেন,। কিন্তু মাসীর পক্ষে ইউছফকে সপ্তাহ কাল না দেখিয়া থাকাও অসহ্য হইয়া পড়িল—হজরত এব্রাহিমের কমর-বন্ধ তাঁহার গৃহে ছিল, তিনি সেই কমরবন্ধ একবার পিতার নিকট যাইবার সময় ইউছফের কমরে বাঁধিয়া দেন, পরে তাঁহার পিতার নিকট যাইয়া বলেন, "তোমার পুত্র কমরবন্ধ চুরি করিয়াছে, কাজেই এখন হইতে সে আর তোমার নিকট যাইতে পারিবে না আইনানুসারে আমার গোলাম হইয়া থাকিবে? পরিশেষে তাহাই হইল। কিছুদিন পরে মাসীর মৃত্যু হইলে ইউছফ পুনরায় পিতার নিকট আগমন করেন।

শান্তি নষ্ট হইয়াছে। অত্যন্ত শীর্ণদশায় থাকিয়াও দিন রাত্রি কেবলই তাহার জন্য কাঁদিয়া কাটাইতেছেন। আমাদের এই ছোট ভাইটীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। এমন কি ইহাকে দেখিয়াই কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছেন, নতুবা তাঁহার সেই মৃত পুত্রের শোকে আরও বহুপূর্ব্বে তিনি সংসার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। বৃদ্ধ যখন শুনিতে পাইবেন তাঁহার অন্তরের মনিকাঞ্চন বেনিয়ামীনকে আমরা ফেলিয়া গিয়াছি—সে মিশরে দাস হইয়াছে, তখন তাঁহার শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া যাইবে, শিরা সকল আপন কর্ত্তব্য ভুলিতে বাধ্য হইবে, বুক ফাটিয়া জীবন লীলার অবসান ঘটিবে। বেনিয়ামীনকে কখনও তিনি হাত-ছাড়া করেন না। আপনার আদেশ আমরা যখন তাঁহার নিকট জানাই তখনও তিনি কিছুতেই তাহাকে পাঠাইতে রাজি হন নাই। পরিশেষে কনানবাসী-দিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাহাকে পাঠাইয়াছেন। অন্তরের আলো, হাতের যষ্টি হাত-ছাড়া করিয়াছেন। বেনিয়ামীনকে আনিবার সময় আমরা শপথ করিয়াছি নিশ্চয় আমরা তাঁহাকে আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দিব। আমরা প্রত্যেকেই তাহার জামিন হইয়া আসিয়াছি। আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন, বেনিয়ামীনের পরিবর্ত্তে, আমাকে কিংবা আমাদের যে কোন ব্যক্তিকে আপনার দাস শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখুন। তাঁহাকে মুক্তি না দিলে আমরা কিছুতেই পিতার নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না। আপনার দয়া হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না।" (*)

---

* তাঁহারা বলিলেন, "হে আজিজ! সত্যই মহাবৃদ্ধ ইহার এক পিতা আছে অতএব তাহার স্থানে আমাদের এক জনকে গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে হিতকারীদিগের অন্তর্গত দেখিতেছি। সে বলিল যাহার নিকট আমার আপন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তাহাকে ব্যতীত [অন্য] ব্যক্তিকে গ্রহণ করিলে খোদার শরণাপন্ন হই, নিশ্চয় আমরা তখন অত্যাচারী হইব। [৭৮ ও ৭৯ আয়েত ছুরে ইউছফ কোর-আন]

ইউছুফ উত্তর করিলেন, "খোদার আশ্রয় লইতেছি, তিনি আমাকে অন্যায় কার্য্য হইতে রক্ষা করুন। যাহার নিকট অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তাহাকে ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে দাস শ্রেণীতে গ্রহণ করিলে উহা অন্যায় কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে। একের অপরাধে অপরকে শাস্তি দেওয়া সঙ্গত নয়—উহা ন্যায়ের বিরুদ্ধকর্ম্ম আমি উহা পারিব না।"

বনিইস্রাইলগণ নিরাশ হইলেন। সকলের চক্ষুই অশ্রু ভারাক্রান্ত। কি করিবেন, কি প্রকারে বেনিয়ামীনকে মুক্ত করিবেন,—শোকাতুর অন্ধ পিতার নিকট যাইয়া কি উত্তর করিবেন? তিনি কি উহা বিশ্বাস করিবেন। পরামর্শ করিতে বসিলেন, প্রথমে কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া যুক্তি করিলেন। ফিরিয়া গিয়া পিতার নিকট সমস্ত ঘটনা বলা হউক, তিনি যাহা বলেন তাহাই করা হইবে। আমরা কি করিব? আমাদের ত কোন অপরাধ নাই। বেনিয়ামীন প্রকৃতই চুরি করিয়াছে কিংবা করে নাই—তাহা কি প্রকারে জানিব?

ইহুদা বলিলেন, "হায়! কি আশ্চর্য্য! তোমরা কি মজার মানুষ!! তোমরা কি জাননা পিতার নিকট কি বলিয়া আসিয়াছ? খোদার নাম করিয়া কত বড় কঠিন শপথ করিয়াছ। স্বীয় জীবন দান করিয়াও বেনিয়ামীনকে তাঁহার নিকট পৌছাইয়া দিব বলিয়া অঙ্গিকার করিয়া আসিয়াছ। এখন কোন্ মুখে বেনিয়ামীনকে ফেলিয়া তাঁহার নিকট যাইবে? বৃদ্ধ স্থবির পিতাকে কতবার শাস্তি দিতে চাও, তোমাদের কি মনে নাই তোমরা ইউছফ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ? কিরূপ কঠিন অপরাধে অপরাধী হইয়াছ? যথার্থভাবে বলিতে গেলে তোমরাই পিতার দুরবস্থার একমাত্র কারণ—তোমরাই তাঁহার চক্ষু নষ্ট করিয়াছ। আমি

তোমাদের পরামর্শ শুনিব না। পিতা যে পর্য্যন্ত আমাকে আদেশ না করেন কিংবা খোদাতালার কোন আদেশ না পাই, সেই পর্য্যন্ত কিছুতেই আমি এই স্থান ত্যাগ করিব না।

আবার মত ফিরিল। তিন দিন পর্য্যন্ত মিশরে বসিয়া চিন্তা করিলেন, চিন্তাই সার হইল। ইহুদা নিরুপায় হইয়া পরিশেষে ভ্রাতা-দিগকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা পিতার নিকট যাইয়া বল, হে পিতা! তোমার পুত্র বেনিয়ামীন চুরি করিয়াছে আমরা যাহা জানি তাহা বলিয়াছি। গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, কাজেই সাক্ষ্য দিতেও পারি না। আমরা যেই সকল গ্রামের ভিতর দিয়া গিয়াছি সেই সকল গ্রামের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যেই বণিক দলের সঙ্গে গমন করিয়াছি, তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর—আমরা মিথ্যা বলিতেছি না।"

ভ্রাতাগণ পিতার নিকট যাইয়া বেনিয়ামীন সম্পর্কীয় সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধ ইয়াকুবের উহাতে যে কি অবস্থা হইল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার শক্তি নাই—বলা বাহুল্য একাদশ দিবস পর্য্যন্ত পুত্রদের কথার কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে গত করিলেন। তাহার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইল। পুত্রগণও পিতার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বুঝাইলেন * কিন্তু বুঝাইলেই কি মন প্রবোধ মানে ?

---

* কথিত আছে ইয়াকুবের পুত্রগণ তাঁহাকে এইরূপ বুঝাইয়া ছিলেন, "হে পিতঃ! তুমি দিবারাত্র এত অধিক বার ইউছফের কথা স্মরণ করিও না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রোগগ্রস্থ হইয়া পড়িবে এবং শীঘ্রই মরিয়া যাইবে। যে চলিয়া গিয়াছে তাঁহাকে আর পাওয়া যাইবে না, তাহার কথা স্মরণ করিয়া কোন ফল নাই। বেনিয়ামীন সম্বন্ধেও কোন

দ্বাদশ দিবসে পুত্রদিগকে বলিলেন, "হায় এই সবই আমার নিকট প্রহেলিকাময় বলিয়া বোধ হইতেছে—তোমাদের মন গড়া বিবরণ বলিয়া সন্দেহ জন্মিতেছে। কি বলিব, সবই খোদাতালার ইচ্ছা। কাদেরের (লীলাময়ের) কুদ্রতের (লীলার) সীমা নাই। ধৈর্য্যই উত্তম। আশাকরি খোদাতালা সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করিবেন। খোদা কোন উদ্দেশ্যে কি করেন একমাত্র তিনিই উহা জানেন—অন্য কেহই জানে না। হায়! ইউছফ সম্বন্ধে আমার আক্ষেপ, তাহার শোকে আমার চক্ষু সাদা হইয়াছে, দুঃখে হৃদয় ভাঙ্গিয়াছে। সে আমার প্রাণের-শক্তি—দেহেররক্ত,—অন্তরের আলো,—নয়নের জ্যোতি। তাহাকে হারাইয়াছি, সবই হারা হইয়াছি, তাহার শোকে আমি অবসন্ন হইব উহাতে আর বিচিত্র কি? কি প্রকারে তাহাকে ভুলিব, সে যে এখনও আমার অন্তরের সহিত গাঁথা রহিয়াছে। তাহার চোখ মুখ ও হাসি, তাহার রং-রূপ ও গমনের ভঙ্গি এখনও আমার অন্তরে ভাসিতেছে, এখনও আমার অন্তর জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে। তাহার মত সুন্দর মানুষ জগতে নাই—তাহার মত আরাম দায়ক মুখ, শান্তি দায়ক হাসি কোথাও দেখি নাই, তাহার মুখের কথার মত মিষ্টি কথা কোথাও শুনি নাই। আমি খোদাতালার নিকট আমার শোকের কাহিনী বর্ণনা করিতেছি—অস্থিরতা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি—আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই তিনি আমার শোক-দুঃখ দূর করিবেন।

প্রকার চিন্তা বা শোক করার কোন আবশ্যক নাই, আমরা যতদূর বুঝি সে যাহার নিকট রহিয়াছে সে ব্যক্তি তাহাকে অত্যন্ত যত্নে রাখিবে। সে অত্যন্ত ভাল লোক। রাজার মত সুখে সে দিন কাটাইবে, কখনও তাহাকে দাসের কাজ করিতে হইবে না আমাদের অপেক্ষা শতগুণ সুখে তাহার দিন গত হইবে।

তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত হইব না। এই জন্যই সকল সময় তাহার কথা স্মরণ করিতেছি। আমার শোক দ্বিগুণ হইয়াছে শেষসম্বল বেনিয়ামীনকেও হারাইয়াছি। হে আমার পুত্রগণ! খোদাতালার দয়া হইতে নিরাশ হইও না—বাস্তবিকই ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই খোদার দয়ায় নিরাশ হয় না। আমার পত্র লইয়া মিশরের আজিজের নিকট গমন কর, ইউছফ ও তাহার ভ্রাতার সন্ধান কর।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

"এমনি করিবে তুমি, স্বপনে জানিতাম আমি
তবে কি করিতো নব লেহা"

(চণ্ডিদাস)

জোলায়খা ভিখারিনী—উন্মাদিনী—আজ জোলায়খার কেহ নাই, সেই একজন ছাড়া জোলায়খা আজ কাহাকেও চায় না, সেইরূপ, সেই সৌন্দর্য্য, সেই শ্রী, সেই চাহনী, সেই টাকা পয়সা, ধন দৌলত, মান-সম্মান, বাঁদী দাসী ও লোক-লস্কর—এমন কি, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, প্রাণ অপেক্ষা স্নেহ কারিণী সেই দাই মাও আজ নাই, সবই ত্যাগ করিয়াছেন সকলকেই দৃষ্টির বাহিরে ফেলিয়াছেন—ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আত্মীয়-স্বজন সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে বনপথ হইতে উদ্ধার করিতে পারে নাই, খোঁজ করিয়া পায় নাই। জোলায়খার বর্ত্তমান অবস্থা পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। যতদিন লোকে চিনিতে পারিবার মত ছিল, ততদিন লোকালয়ের ধার ধারেন নাই।। এখন লোকালয়ও আসিতেছেন। কখন বা বনে কখন বা লোকালয়ে একাকিনী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যখন যাহা পাইতেছেন তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করিতেছেন। অভাবে গাছের পাতাই সম্বল। কঙ্কাল মাত্র সার, রাজ কুমারী ত দূরের কথা সামান্য একটী সম্মানী লোকের কন্যা বলিয়াও চিনিবার সাধ্য নাই। হায়রে প্রেম! হায়রে ভালবাসা!! সাধে কি চণ্ডিদাস বলিয়াছেন!—

"পীরিতি-অনল ছুঁইলে মরণ,
শুন্‌লো কুলের বঁধু।"

প্রেমের এমনি পরিণাম। যাহার জন্য জোলায়খা পাগল, যাহার জন্য তাঁহার এই অবস্থা—রাজপুরী ছাড়িয়া বনবাস, তাঁহার সেই মানস বঁধু—খরিদা-গোলাম ইউছফ আজ রাজরাজেশ্বর—তাঁহার ভাগ্যে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। ক্রমোন্নতি তাঁহাকে আজিজের পদে উন্নীত করিয়াছে। পতিফার মৃত্যুর পর তিনিই এখন আজিজের পদে আসীন। ইহার উপর বাদশা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গোশন প্রদেশ দান করিয়াছেন—ইউছফ এখন গোশন প্রদেশের স্বাধীন রাজা। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, সুখের অন্ত নাই—শাহী-সম্পদে তাঁহার গতি আনন্দ ভরা তাঁহার মতি।

জোলায়খার যে কি হইল, প্রেম তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল, প্রেমের বেদিল ইউছফ সেই সন্ধান রাখিলেন না। হতভাগিনী কলঙ্কিনী জোলায়খার এতটুকু খোঁজ রাখাও তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না। নিরাশ প্রেমিকাকে চিরকালের জন্য নিরাশ সাগরে ভাসাইলেন। হায়রে ভাগ্য!—ভাগ্য তাঁহাকে ইউছফের স্মরণ পথ হইতেও দূর করিয়া দিল। জোলায়খা প্রকাশ্য বিচারের পরে, ইউছফকে দ্বাদশ বৎসর কাল একমাত্র অন্তর চোখে দেখিয়াছেন। চর্ম্ম চোখে দেখেন নাই—দেখিবার আকুল-পিপাসায় আকুল হইয়া দমন করিয়াছিলেন কিন্তু আর পারেন নাই। প্রাণান্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। মন অবাধ্য হইয়াছে, "সকল কথার মাঝে সে যে কহিতে চায় আপন কথা।" এখন দিনান্তে একবারও ইউছফকে দেখিতে আসেন, কমপক্ষে একবারও দেলারামকে (প্রাণের শান্তিকে) না দেখিয়া ছাড়েন না। না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। নিজকে লুকাইয়া আঁড়ি পাতিয়া দেখেন। হাজার ভিখারিণীর মধ্যে তিনিও এক

জন, কে তাঁহার খোঁজ রাখে। নীরব ভালবাসা। কাহাকেও কিছু বলেন না। ছেঁড়াকম্বল, ময়লা কাপড় ও জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা দেখিয়া কেহই তাঁহার পাশ ঘেষেনা—ঘৃণাভরে দূরে সরিয়া যায়। কখন বা অজ্ঞান হইয়া পড়েন, উন্মাদিনীর মত হাসি-কান্নার ভিতরে গা ঢালিয়া দেন। স্থফি কবি জালাল উদ্দিনরুমী এই জন্যই গাহিয়াছেন—

জুম্‌লা মাশুক আস্ত ও আশেক পর্দ্দায়ে,
যেন্দা মাশুক আস্ত ও আশেক মোর্দ্দায়ে,
চুননা বাশাদ— এশকরা পর—ওয়ায়েউ
উচু মর্‌গে—মানাদ বেপর—ওয়ায়েও। *

প্রেমের ত ধারাই এইরূপ কায়কাউছের বিশাল সাম্রাজ্যকে একটী জনও সমান ও মূল্যবান মনে করে না † জোলায়খার বে এই দশা হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? জোলায়খার খাটী প্রেম এইবার অধিকতর গাড় হইয়া নীরবতার আশ্রয় লইয়াছে।

পাশে গেলে প্রিয়া যদি রুষ্ট হয় মনে
দূরে থে'কে চে'য়ে যাব রহিব গোপনে।
প্রাণে যদি ব্যাথা পায় ভাল বাসি ব'লে,
লুকাইব ভালবাসা অন্তরের তলে।

জোলায়খাও উহাই করিতেছেন। ওই শুন! মিশরের রাজপথের পার্শ্বস্থ নর্দ্দমার ধারে বসিয়া উন্মাদিনী জোলায়খা গান ধরিয়াছে—

---

* প্রেমাষ্পদই সত্ত্বা প্রেমিক শুধু খোলস মাত্র। প্রেমাষ্পদ জীবন, প্রেমিক মৃত। প্রেমাষ্পদ যখন প্রেমিককে আর চায়না, প্রেমিক তখন ভগ্নপক্ষ পাখীর মত হতভাগ্য।"

† চুন বে খোদ্ গাশ্‌ত হাফেজ কায় শোমারায়াদ,
ব-ইয়াফ জো-মেল্‌কাতে কাউছ ও কায়রা

শামস্‌উদ্দীন হাফেজ

নীরবে বাসিব ভালো, নীরবে চাহিয়া যাবো,
নীরবে আসিব তব দ্বারে,
নীরবে গাঁথিব মালা, নীরবে জুড়াব জ্বালা
নীরবে আসিব অভিসারে।
নীরবে আঁকিব ছবি, নীরবে ডুবিবে রবি,
নীরবে যাইব ওই পারে।

অপরাহ্ন, ইউছফ আপন শাহীসম্পদে নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। অসংখ্য পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবেষ্টিত। তালে তালে গতি, পথ ছাড়, পথ ছাড় শব্দ; চৌকিদারগণ যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে, তাহাকেই সরাইয়া দিতেছে। বিরহিনী জোলায়খা আপন প্রাণ প্রিয়কে দেখিবার জন্য পথের ধারে বসিয়া আছেন; আজ তিন দিন মানস-বঁধুকে দেখিতে পান নাই। আসা যাওয়াই সার হইয়াছে, ইউছফ কোথায় ছিলেন সন্ধান করিতে পারেন নাই, আজ কত আশা-ভরসা, কত আবেগ, আবার অন্তরে ভয় ইউছফের কোন অসুখ করে নাই ত—না, না তাহা হইবে কেন? তাহা হইলে যে ওই সংবাদেই অভাগিনীর জীবন লীলা শেষ হইবে, আর অধিক শুনিতেই হইবে না। স্রষ্টা কি এত নিষ্ঠুর হইবেন—এই আশা লইয়াই মরিতে হইবে? শেষ আলো হইতেও বঞ্চিত করিবেন? সে ভাল আছে তাহাতে ভুল নাই কিন্তু সে যদি আজ এ পথে বেড়াইতে না আসে, যদি আজও নিরাশ হইতে হয়, চির-সাথী নয়ন জল লইয়া বিদায় লইতে বাধ্য হই, ইত্যাদি নানা ভাব। অর্দ্ধ-উন্মত্ত, ক্ষণে হাসি ক্ষণে কান্না;—ক্ষণে ধীর, ক্ষণে চঞ্চল। ছেঁড়া কম্বল, ছেঁড়া কাপড়; ছেঁড়া একটী পুঁটলী হাতে, সবই ময়লা তার উপর দুর্গন্ধ, যে দেখে সেই ঘৃণা-ভরে দূরে সরিয়া পড়ে। একবার যাহা দেখে তাহাতেই দেখিবার সাধ মিটিয়া যায়, পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা করে না।

জোলায়খা উঠিলেন, আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "না না এই স্থানে বসিয়া থাকিলে চলিবে না—আজ হয় ত এ পথে আসিবে না। আজ রাজবাড়ীতে যাইয়া দেখিয়া আসিব।" চলিতে লাগিলেন কত দূর গিয়াই আবার নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন, "হায়! এখনও অনেক দূর, কোন সময় যাইব? প্রাণবল্লভকে কোন সময় দেখিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারিব? রাত্রি হইয়া গেলে ত নিরুপায়, রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবে না, দ্বিতীয়তঃ অন্ধকার ভাল করিয়া দেখিতেও পাইব না।" নানা ভাবনা, আশা নিরাশায় দোল খাইতেছেন। মাথার উপর দিয়া একটী পাখী গান গাহিয়া যাইতেছিল। যাহার ভাব, দিয়ানে মখ্‌ফীর নিম্নোক্ত গানে ব্যক্ত :—

"বেশেকনদ্ দস্তকে খম্ দর্ গদান-ই-ইয়ারে নাশুদ্।
কুরবা চশ্‌মে কে লজ্জৎগীর্ দীদারে নাশুদ॥
সদ্‌বাহার্ আখির শুদ ও হরগুল বফর্কী জাগেরেফ্‌ৎ
গুঞ্চা এ-বাঘ-ই-দিল-ই-মা জেব দেস্তারে নাশুদ॥ (১)

এমন সময় জোলায়খার কাণে গেল কে যেন তীব্র কণ্ঠে বলিতেছে, "সরিয়া যাও! সরিয়া যাও!! আজিজ-মিশর মহামতি ইউছফ আসিতেছেন, পথ ছাড়।" ইউছফ এই শব্দটী জোলাখার কানের ভিতর সহসা প্রবেশ করিয়া বিজলী রেখার মত দ্রুত গতিতে সমস্ত শরীরে পুলক শিহরণ জাগাইয়া দিল, লোম সকল দাঁড়াইয়া উঠিল।

---

(১) "সে বাহু ভগ্ন (ব্যতীত আর কিছুই নহে) যাহা প্রেমিকের কণ্ঠে বেষ্টিত হয় নাই। চক্ষু থাকিতে অন্ধ—যে (প্রেমাস্পদের) দর্শনের রস আস্বাদন করে নাই। শত শত বসন্ত শেষ হইল, এবং প্রত্যেক ফুল মস্তকে স্থান পাইল। (কিন্তু) আমার হৃদয় উদ্যানের কোরক কোন শিরস্থানের ভূষণ হইল না।

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

একি স্বপ্ন—না জাগরণ,—সত্য—না মিথ্যা—বাস্তব না অবাস্তব, জোলায়খার নিজের কর্ণকেও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন—আবার সেই শব্দ—সেই বাক্য, তবে স্বপ্ন নয়,—বাস্তব যথার্থ সত্য—আনন্দ তাঁহাকে উন্মাদনার ভিতর অধিকতর আগাইয়া দিল—পতিফার নিকট হইতে শেষ-বিদায়ের পর, যাহা কোন মানুষের নিকট ব্যক্ত করেন নাই—কোন দিন ব্যক্ত করিব বলিয়া আশাও করেন নাই তাহাই ব্যক্ত করিলেন। পুলকে আত্ম-হারা হইয়া অন্তরের আবেগ প্রকাশ করিলেন:—

কে শুনা'লে কে শুনা'লে বঁধুয়ার নাম,
পুনর্ব্বার বল মম জুড়াক পরাণ।

চৌকিদার মনে করিল পাগল—বদ্ধ পাগল, ঘৃণা মিশ্রিত তাচ্ছিল্য-মাখা হাসি, হাসিতে হাসিতে ধারে আসিয়া বলিল, "ওপাগ্‌লি! ঐ দেখ, আজিজ-মিশর ইউছফ লোক লস্কর লইয়া এই দিকে আসিছেন, এখনই আসিয়া পড়িবেন, শেষে কি তার হাতীর নীচে পড়ে প্রাণ হারাবি?"

জোলায়খা বলিলেন, "হাঁ হারা'ব, সে ত আমার সৌভাগ্য! আমি তাহাই চাই; তাঁহার হাতীর নীচে পড়িয়া না মরিলে আমার মরণই স্বার্থক হইবে না।"

যদ্যপি কাটহ শির মারিয়া তলোয়ার
তবু ছাড়িব না পথ প্রতিজ্ঞা আমার,
ইউছফ আমার প্রাণ আমি দেহ তার,
তাহাকে ছাড়িয়া যাব সাধ্য কি আমার।

চৌকিদার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলে কি? তবে দাঁড়াও—যদিও তাহার ইচ্ছা ছিল না, ছুঁইতে ঘৃণা বোধ হইতেছিল তথাপি তাঁহার গলা ধরিয়া ধাক্কা দিল, জোলায়খা মাটিতে পড়িয়া পুনরায় উঠিয়া দাড়াইলেন, সরিলেন না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বঁধুর পক্ষ হইতে প্রেমের পুরস্কার দিতেছ—দাও, ইহাই বাকী ছিল, এখন আদায় হইল, তুমি বঁধুর পক্ষের লোক, তোমার হাত না ত ফুল, ওই ফুলের আঘাতই চাই; যত পার তত দাও। জোলায়খার প্রেম নদীতে আজ জোয়ার আসিয়াছে—বন্যা কূল ছাড়াইয়া যাইতেছে যাইতে দাও।"

চৌকিদার বিপদ গণিল—সাধ্য পরিমাণ চেষ্টা করিল, এক পদও সরাইতে পারিল না। রাগ সপ্তমে চড়িল, জ্ঞানহারা হইয়া মারিতে লাগিল। জোলায়খার নাক মুখ নানাস্থান ক্ষত বিক্ষত হইল, রক্ত পড়িতে লাগিল, তথাপি তাঁহার হাসি বন্ধ হইল না, স্থান ত্যাগ করিলেন না মুখের কথা বন্ধ হইল না—"যত পার তত মার, ফুল বৃষ্টি করিতে ত্রুটি করিও না। তুমি বঁধুর পক্ষের লোক বঁধুর মত কাজ করিতেছ, কিন্তু নিষ্ঠুরের মত কথা বলিতেছ কেন? পথ ছাড়িতে বলিও না, আজিজের নিকট আমার নালিশ আছে, তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে দাও।"

এমন সময় লোকলস্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। ইউছফ হাতীর উপর হইতে সমস্তই দেখিতে পাইলেন, মারিতে নিষেদ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিকটে আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। জোলায়খা ও তাঁহার নিকটে নীতা হইলেন। জোলায়খাকে চিনিতে না পারিয়া ইউছফ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কি চাও?"

জোলায়খার অন্তরের সহচর প্রিয় বঁধু ও যে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না, ইউছফও যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে, ইহা তিনি স্বপ্নেও মনে ভাবেন নাই—এই প্রশ্নে তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না।

তখন যদি সমস্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া তাঁহার মাথায় পড়িত, বজ্র যদি সমস্ত শরীর পোড়াইয়া হাড় মাংস একাকার করিয়া কেবল মাত্র যন্ত্রণা ভোগের শক্তি-সহ প্রাণ রাখিয়া যাইত, তাহা হইলেও তত কষ্ট হইত না। রুদ্ধ বেদনা রক্ষা ররিতে পারিলেন না—বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, নয়ন হইতে ঝর্ণাধারায় জল পড়িতে লাগিল—সারা জীবনের, জমাকরা ব্যথা একত্রে বাহির হইল। সংযম-হারা উন্মাদিনী জোলায়খা খোলা প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন, বহুক্ষণ পরে নয়ন ঝর্ণা বন্ধ হইল। অতি কঠিন দৃঢ়তার দ্বারা নিজকে কিঞ্চিৎ সামলাইয়া নিতান্ত দীনা-হীনার মত, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমার নিজের নিকট জিজ্ঞাসা কর?—এই প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছে—হায়! আমি কে? বাতাস জোলায়খার মুখ হইতে সেই ছোট শব্দটী লইয়া দিগন্তে ছুটিল হায়!—আমি কে?—আমি কে?"

ইউছফের সন্দেহ হইল, অন্তরের উপর দিয়া অনেক কথা চলিয়া গেল—তবে কি—এ জোলায়খা। বিস্মিত হইলেন। অর্দ্ধ অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জোলায়খা?"

ইউছফের মুখে তাঁহার আপন-নাম শুনিতে পাইয়া নিরানন্দের মধ্যেও জোলায়খা আনন্দানুভব করিলেন। ইউছফের মুখের কথাটী নিজ-মুখে একবার মনে মনে উচ্চারণ করিয়া দুঃখ ভারাক্রান্ত অবনত কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ আমি সেই জোলায়খা—হতভাগিনী জোলায়খা।"

এইবার ইউছফের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, একই মুহূর্ত্তে প্রশ্ন করিলেন তবে তোমার সেইরূপ, সেই শ্রী, সেই সম্পদ কোথায়? তুমি কোথায় থাক?"

জোলায়খা ধীর গম্ভীর ও অথচ কাতরতা মাখা বিনয়ের সহিত উত্তর করিলেন, "সমস্তই ওই রূপে—ওই রূপে হরণ করিয়াছে, ওই

দেহের সঙ্গেই এই দেহ মিশিয়াছে। প্রতি অঙ্গের সহিত প্রতি অঙ্গ স্থান লাভ করিয়াছে, ধন-রত্ন শাহীসম্পদ সবই ওই রূপ সাগরে—জোলায়খার বাসস্থানও এখন ওই স্থানে, ওই অন্তরের ভিতর—ওই অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর—সে-ই সব পরিচয় দিবে, অন্য পরিচয়ের আবশ্যক করিবে না—অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না।"

ইউছফ বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! আমার জন্য তুমি এত কষ্ট ভোগ করিতেছ কেন? আমার বিরহ কি তোমার পক্ষে এতই যন্ত্রণা দায়ক! যে জন্য তুমি সমস্ত রূপ-লাবণ্য-হারা হইয়া পোড়া কাষ্ঠে পরিণত হইয়াছ?"

"—কেন? এই প্রশ্নের কি কোন উত্তর আছে ইউছফ—যদি থাকে তবে এই পর্য্যন্তই ইহার উত্তর—প্রাণ চায়, দ্বিতীয় উত্তর নাই। তোমার বিরহ আমার পক্ষে কত যন্ত্রণাদায়ক তাহা অনুভব করিবার শক্তি কি তোমার আছে? তোমার হাতের ও ছড়িটী যদি আমার মুখের নিকটে ধর, তাহা হইলে তুমি কিঞ্চিৎ পরিমাণ অনুমান করিতে পারিবে তোমার বিরহ আগুনে আমি কিরূপ ভাবে দগ্ধ হইতেছি।"

ইউছফ জোলায়খার মুখের সম্মুখে ছড়ি ধরিলেন, তাঁহার অন্তর নিহিত-বিরহ-আগুনের তাপ নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া ছড়ি জ্বলিয়া উঠিল। ইউছফ সেই অসহ্য উত্তাপে কাতর হইয়া ছড়ি ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। জোলায়খা তখন বলিলেন, "ইউছফ! আমি সারা জীবন এই আগুনে পোড়া যাইতেছি, এই বিরহ আগুনের তাপ সহ্য করিতেছি তুমি এক মুহূর্ত্ত উহা সহ্য করিতে পারিলে না।"

জোলায়খার প্রতি ইউছফের অনুরাগ জন্মিল কিনা জানিনা—দয়া হইল; সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি চাও?"

"—ইহাও আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক ছিল না, নিজেকে

জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হইত। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিবার অনেক। যখন বলিবার সময় ছিল তখন সবই বলা হইয়াছে, এখন আর নূতন করিয়া বলার আবশ্যক করে না। বলিবার সময়ও এখন নাই, সবই ফুরাইয়া গিয়াছে, সবই যায়, কাল কিছুই রাখে না। এই পুতি গন্ধভরা ধন-সম্পদ হারা, শ্রীলাবণ্য বিহীনা, কুৎসিতা উন্মত্ত-ভিখারিণীর অবস্থায়, সেই সকল বলিয়া তোমার প্রেমাভিলাষী হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের মনে কষ্ট দিতে চাহি না। তোমার বাঁদী দাসীরও অভাব নাই; তাহা ছাড়া এখন আমি তোমার বাঁদী দাসী হইবার যোগ্যও নই ; বাঁদী দাসী হইতেও চাহি না, যেই পথে তুমি শাহী দরবারে গমন কর সেই পথের পাশে বসিয়া থাকিবার অনুমতি চাই ; যখন তুমি আপনার মহল হইতে শাহী দরবারে যাওয়া আশা করিবে তখন একবার নীরব চাহনিতে দেখিব—দেখিয়াই জীবন স্বার্থক মনে করিব, দিনান্তে অন্তত একবার দেখিতে পাই, উহাই চাই আর কিছুই চাই, না। 'শুধু নয়নের দেখা দেখিব।'

--তবে তুমি সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর ; হোরাস, ঈসিস, প্রভৃতি কল্পিত নামের পূজা ত্যাগ করিয়া, সর্ব্ব-শক্তিমান এক খোদা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য যে সকল নীতি শৃঙ্খলা পালন করার দরকার সেই সকলগুলি পালন কর, নিরাকার প্রভুর উপাসনায় রত হও।

—তোমার দর্শন লাভের জন্য ইহা ত সামান্য, ধর্ম্ম-ত্যাগ কেন, প্রাণত্যাগ করিতে পারি—আমার ধর্ম্ম কি এখনও পৃথক আছে? অনেক পূর্ব্বেই তোমার ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে—আমি তোমার স্ব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি—

"তোমার বিজ্ঞানে জ্ঞান আমার বিনাশ,
আমি তব সঙ্গে তুমি অন্যত্র প্রকাশ।"

জোলায়খা ইউছফের মহলে স্থান পাইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বনিইস্‌রাইলগণ তৈল, পনির ও কার্পাস ইত্যাদি সামান্য পরিমাণ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া পুনরায় মিশরে গমন করিলেন। ইহুদাকেও সঙ্গে লইলেন। আজিজের নিকট ইয়াকুবের পত্র দিয়া বলিলেন, "হে আজিজ! আমরা বেনিয়ামীনের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, আমাদের আত্মীয়-গণের অন্তরে ও দুঃখের সঞ্চার হইয়াছে। তাহাকে মুক্ত করিয়া দিন। খোদার দিকে চাহিয়া আমাদিগকে দান করুন—যাহারা দরিদ্রদিগকে সাহায্য করে খোদা তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকেন, বেনিয়ামীনকে ক্ষমা করুন। আমাদের মূল-ধন সামান্য, এই সামান্য মূল-ধন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরিমাণ মত শস্যদান করুন।

ইউছফ সেই দিকে লক্ষ্য না করিয়া পিতার পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। ইয়াকুব লিখিয়াছেন—আমি ইস্‌হাকের পুত্র—এব্রাহিমের পৌত্র। আমার নাম ইয়াকুব। আমরা দুঃখ বিপদের আশ্রিত। নমরুদ আমার পিতামহকে হস্তপদ বন্ধন করিয়া অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিয়াছিল, খোদা তাঁহাকে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছেন, খোদার অনন্ত লীলা। আমার পিতা ইস্‌হাকের * গল দেশে ছুরিকা অর্পিত হইয়াছিল; খোদা আমার পিতামহের সহিত প্রেমের পরীক্ষা করিয়া-ছিলেন। ছুরিকা দ্বারা তাঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে এক মেষ শাবক কোর্‌বানী (বলি) করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া-

---

* ইস্‌হাক ও ইস্‌মাইল এই দুই জনের মধ্যে কাহাকে কোরবানী করিয়া ছিলেন এই সম্বন্ধে বহু মত ভেদ আছে, মৎপ্রণীত "হজরত এব্রাহিম" দেখুন।

ছিলেন। আমার এক পরম রূপবান পুত্রছিল। তাহাকে আমি সকল পুত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতাম। আমার দুর্ভাগ্য তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে অরণ্যে লইয়া যায়। হায়! হায়!! সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া। আমি আর তাহাকে পাই নাই। প্রাণ প্রতিম পুত্রকে দেখিয়া নয়ন স্নিগ্ধ করিতে পারি নাই। তাহারা আমাকে শোণিত লিপ্ত বস্ত্র দান করিয়া তাহাকে বাঘে খাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। ওহো! সেই নিষ্ঠুর উক্তি এখনও আমার অন্তরের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া বজ্র পাতের সৃষ্টি করিতেছে। আমি তাহার বিচ্ছেদে এরূপ কাঁদিয়াছি যে তাহাতে আমার চোখের তারা সাদা হইয়া গিয়াছে, শরীর জীর্ণ-শীর্ণ ও মলিন হইয়াছে, চলিবার শক্তি রোহিত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছে; তাহার এক সহোদর ভ্রাতা ছিল আমি তাহাকে ধারে রাখিয়া সান্ত্বনালাভ করিতে ছিলাম; আপনি তাহাকে চোর বলিয়া আবদ্ধ করিয়াছেন। কি বলিব? আমরা ঈদৃশ বংশের লোক নহি যে চুরি করিব। সে চুরি করিয়াছে ইহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। আপনি যদি তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন ভালই নতুবা এমন অভিসম্পাত করিব যদি বাস্তবিকই আমার পুত্র নির্দোষ হয় তাহা হইলে আপনাকেও আমারই মত পুত্র বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। *

ইউছফ পত্রপাঠ করিয়া আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না— বালকের মত ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বোশ্‌রার নিকট বিক্রী করিবার সময় ভ্রাতাগণ যে ছাড় পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন সেই ছাড়-পত্র তাঁহারই নিকটে ছিল। ভ্রাতাদিগকে উহা পড়িতে দিয়া বলিলেন, "তোমরা যখন মূর্খ ছিলে তখন ইউছফ ও তাহার ভ্রাতার (বেনিয়া-

---

* এই পত্র তফ্‌ছিরে হোছেনী হইতে গৃহিত।

মীনের) প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহা এখন মনে আছে কি ?” ভ্রাতাগণ যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এ—কি ?—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি ইউছফ ?

—হাঁ আমি ইউছফ,—বেনিয়ামীন আমার ভাই, খোদা আমাদের প্রতি কল্যাণ বিধান করিয়াছেন—যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মকে ভয় করে, ধৈর্য্য-ধারণ করে ; নিশ্চয়ই খোদা তাহাদের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

—ভ্রাতাগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের অন্তরাত্মা উড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। যন্ত্রণাগ্নি দেহ পোড়াইয়া ছাই করিতে লাগিল। ইউছফও তাঁহাদের তৎকালীন অবস্থা সম্যকরূপে অনুভব করিতে পারিলেন। ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া সান্ত্বনা দিলেন, “আপনাদের কোন ভয় নাই। খোদা আপনা-দিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। * আপনাদের কোনই দোষ নাই। খোদার কাজ খোদা নিজেই করিয়াছেন। আমাকে বিক্রী করিয়া ছিলেন বলিয়া দুঃখিত হইবেন না। খোদা আমাদের সকলের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যই আপনাদের পূর্ব্বে আমাকে মিশরে পাঠাইয়াছেন †। নতুবা এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে আমরা কেহই জীবন রক্ষা করিতে পারিতাম না। মিশরবাসীদেরও দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না।

আপনারা যদি আমাকে বিক্রী না করিতেন তাহা হইলে আমার

---

* সে (ইউছফ) বলিল অদ্য তোমাদের জন্য অনুযোগ নাই তোমাদিগকে খোদাতালা ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু (১০ রুকু ৯১ আয়েত ছুরে ইউছফ কোর-আন)

† (ইউছফ বলিলেন) “পৃথিবীতে তোমাদের বংশ রক্ষাও মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা তোমাদিগকে বাঁচাইতে তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন, অতএব তোমরাই আমাকে পাঠাইয়াছ এমন নহে (৪৫-৮ আদিপুস্তক)

মিশরে আসা হইত না, ফেরাউনের নিকট এই প্রকার সম্মান লাভের অধিকারী হইতেও পারিতাম না। আমি ক্রমোন্নতির দ্বারা আজিজের পদ প্রাপ্ত হইয়াছি; তদোপরি আপন বিশ্বস্ততার নিদর্শন-স্বরূপ ফেরাউনের নিকট হইতে গোশন প্রদেশ স্বাধীন ভাবে ভোগ করিবার জন্য লাভ করিয়াছি, এই সবই খোদার অনুগ্রহ, সামান্য দুঃখের অন্তরালে যে অসীম সুখ অবস্থান করে, খোদা সেই অসীম সুখ প্রদান করিবার জন্যই প্রথমে সামান্য দুঃখের সম্মুখীন করিয়া থাকেন।”

ভ্রাতৃগণ বলিলেন, “খোদার শপথ নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে আমাদের মধ্যে কর্ত্তা করিয়াছেন, তোমার স্বপ্ন সফল হইয়াছে। আমরা কঠিন অপরাধী; নিয়তিকে রোধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, অজ্ঞান—অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়াছি, তুমি জ্ঞানবান আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া জ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছ, তুমি শ্রেষ্ঠ ও মহান আপন কার্য্যের দ্বারাই উহা প্রমাণ করিয়াছ। খোদা উপযুক্ত লোকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তুমি খুব সুখে আছ—খোদা তোমাকে শাহী সম্পদ দান করিয়াছেন। তাঁহার দান অসীম।”

ইউছফ বলিলেন—“আপনাদের বুঝিবার ভুল, আমি শাহী সম্পদে আছি সত্য; কিন্তু সুখ আমার অন্তরে নাই, এক মুহূর্ত্তকালও আমি সুখে কাটাইতে পারি নাই। কনানে থাকিয়া যদি আমি ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইতাম তাহা হইলেও আমার পক্ষে উহা সুখের ছিল,—লোকে বলিত, মহাপুরুষ ইয়াকুবের পুত্র আসিয়াছে—তাঁহাকে ভিক্ষা দাও। লোকে আমাকে চিনিত; পবিত্র বংশে জন্ম বলিয়া আমিও আন্তরিক আনন্দ লাভ করিতাম। এই স্থানে আমাকে কে চিনে? লোকে জানে আমি ভূতপূর্ব্ব আজিজের গোলাম অদৃষ্ট প্রসন্ন বলিয়া শাহী সম্পদের অধিকারী হইয়াছি, এই পর্য্যন্ত কথা। আপনাদের বিরহে আমি প্রত্যেক

মুহূর্ত্তেই জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। আপনারা আমার জামা লইয়া প্রস্থান করুন, পিতার চোখের উপর এই জামা নিক্ষেপ করিলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিবে, তিনি আবার দেখিতে পাইবেন।* আত্মীয়স্বজন সহ তাঁহাকে লইয়া আসুন, আমরা সকলে গোশন প্রদেশে সুখে বাস করিব। ইউছফ আপন জামা খুলিয়া ভ্রাতাগণের হাতে দিলেন। আত্মিয়গণকে আনিবার জন্য প্রচুর পরিমাণ পাথেয় ও শকটাদি দিতেও ভুলিলেন না, নরপতি রায়হান ও বহু শকট দিলেন, তাঁহারা জামা ইত্যাদি লইয়া আনন্দের সহিত পুনরায় পিতার নিকট যাত্রা করিলেন।

যেই সময় ভ্রাতাগণ মিশর হইতে ইউছফের জামা লইয়া যাত্রা করেন, ঠিক সেই সময় ইয়াকুব কনানে থাকিয়া আত্মিয়গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা যদি আমাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট বলিয়া মনে না কর তাহা হইলে তোমাদের নিকট প্রকাশ করি—নিশ্চয় আমি ইউছফের গন্ধ পাইতেছি। তাহারা বলিল, "খোদাতালার শপথ" তুমি এখনও পুরাতন ভুলের মধ্যে (পড়িয়া) আছ (৯৪ ও ৯৫ আঃ ছুঃ ইঃ কোরআন)

ভ্রাতাগণ যথা সময়ে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সুসংবাদ প্রদান করিলেন এবং ইউছফের কামিজ তাঁহার মুখের উপর

* জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহুদা বলিলেন, "হে ইউছফ ! পূর্ব্বে শোণিত লিপ্ত বস্ত্র পিতার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম। এখন তোমার শরীরের কামিজ আমার নিকট প্রদান কর আমি তাহা পিতাকে অর্পণ করিব। হয়ত উহা পাইয়া তিনি সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাইবেন, তদানুসারে ইউছফ আপন কামিজ তাঁহাকে প্রদান করেন। কথিত আছে সেই কামিজ মহাপুরুষ ইব্রাহিমের ছিল, জিব্রাইলের (স্বর্গীয় দূতের) যোগে তিনি উহা প্রাপ্ত হন। ইউছফ উক্ত কামিজ এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়স্বজনগণের আগমনের জন্য পাথেয় দ্রব্যাদি ইহুদার নিকট অর্পণ করেন। সমীরণ খোদার আদেশে ইউছফের অঙ্গমাখা উক্ত বস্ত্রের সৌরভ বহন করিয়া ইয়াকুবের নিকট হাজির করে (তফ্‌ছিরে হোছেনী)

স্থাপন করিলেন। সুসংবাদের কি অসাধারণ শক্তি, স্নেহ প্রীতির কি অপরিসীম ক্ষমতা, প্রাণাধিক ইউছফের সুসংবাদ শ্রবণে, তাঁহার কামিজের স্পর্শ প্রাপ্তিতে ইয়াকুবের শরীরের সমস্ত দুর্ব্বল্য তিরোহিত হইল, দেহে নব বলের সঞ্চার হইল, শিরায় শিরায় নব রক্ত প্রবাহিত হইয়া নয়নের সুপ্ত দৃষ্টি শক্তি ফিরাইয়া আনিল।*

ইহুদা প্রভৃতি অনুরোধ করিল, "হে আমাদের পিতঃ! আমরা অপরাধী, খোদার নিকট আমাদের অন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" ইয়াকুব তদোত্তরে বলিলেন, "অবশ্যই আমি আপন প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু!" অতঃপর ইয়াকুব খোদার নিকট শোকর গোজারী (কৃতজ্ঞতা সূচক প্রার্থনা) ও পুত্রগণকে ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "চল, হে পুত্রগণ! চল, আর বিলম্বে কাজ নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে যে ইউছফকে, দেখিতে পাইব উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট আমি তাহার নিকট অন্য কোন প্রকার সুখ-সম্পদের কামনা করি না। আল্লাহ-তালাকে ধন্যবাদ; তিনি আমার ইউছফকে জীবিত রাখিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—'তোমরা যাহা অবগত নহে নিশ্চয়ই আমি খোদার সাহায্যে তাহা অবগত আছি। তিনি সীমা-লঙ্ঘন কারীদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করিয়া থাকেন সত্য কিন্তু ধৈর্য্যশীল ও সৎকর্ম্মশীলদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না,—আমার পুরস্কার কেন বিনষ্ট করিবেন?"

---

* খোদার নিকট প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে, পুত্র বিচ্ছেদে ইয়াকুবের দৃষ্টি-শক্তি লোপ পাইয়াছিল। পুত্রের শরীর হইতে নিঃসৃত কোন এক অদৃশ্য ঔষধ দ্বারা তিনি পুনরায় তাঁহার দৃষ্টি-শক্তি প্রদান করিলেন। মহাত্মা ইউছফের এই এক অদ্ভুত ক্রীয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। ("তফ্‌ছিরে ফায়দা")

পিতার এই প্রকার অবস্থা ও ইউছফের সান্নিধ্যলাভের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া বণিইস্‌রাইসগণ অল্পসময়ের মধ্যেই মিশরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইয়াকুব আপন যাবতীয় দ্রব্যাদি গাড়ী প্রভৃতিতে উঠাইয়া দিলেন—মেষাদি পশু সকল শকটের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। বাহাত্তর জন আত্মীয় স্বজনসহ ইয়াকুব মিশর যাত্রা করিলেন—বেরশেবা নামক স্থানে যাইয়া আপন পিতা ইস্‌হাকের সমাধী দর্শন করিয়া তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য খোদার নিকট প্রার্থনা করিলেন।

সেই স্থানে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিবস প্রাতে পুনরায় যাত্রা করিলেন। ক্রমে মিশর নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। ইহুদা পথ দেখাইয়া চলিলেন। যতই তাঁহারা মিশরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ইয়াকুবের পুত্রদর্শনের পিপাসা তত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মিশর নিকটে কিন্তু তাঁহার নিকট বোধ হইতেছে এখনও অনেক দূর। পথ যেন আর শেষ হইতেছে না—সম্মুখে একটী ছোট পর্ব্বত ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারিলেই মিশর। ইয়াকুব স্বজন-সহ সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।—আশাপূর্ণ-নয়ন সম্মুখে ফেলিয়া দেখিলেন—তাঁহার আশার ধন, অন্তরের আলো পুত্ররত্ন ইউছফ পর্ব্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। সংখ্যাতীত সৈন্য-সেনা, লোকজনও গাড়ী ঘোড়া লইয়া নগরপতি রায়হান ও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। পুত্রের ঐশ্বর্য্য ও সম্মান দেখিয়া ইয়াকুবের আনন্দের সীমা রহিল না। দুঃখ-মিশ্রিত আনন্দ-রসে প্লাবিত হইয়া অশ্রু-সিক্ত নয়নে ইয়াকুব পুত্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আর মাত্র সামান্য দূর, তাঁহার পদ অবশ হইয়া আসিল, সম্মুখে চলিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইউছফ বহুদিন পরে পিতাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সম্মুখে আসিলেন, ইয়াকুব

আকুল-আগ্রহে পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বুকে রাখিয়া হৃদয়ের আগুন ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। পিতা কিংবা পুত্র কেহই কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। দুইজনই নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। হৃদয়ের আবেগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব হইলে, ইয়াকুব ইউছফের মুখে ও মাথায় বার বার চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ইউছফ! এখন স্বচ্ছন্দে মরিতে পারিব, তোমাকে দেখিতে পাইব এমন আশা ছিল না, এখন দেখিতে পাইলাম—তুমি জীবিত আছ, খোদা তোমাকে শান্তি ও সম্মানের সহিত জীবিত রাখিয়াছেন—এখন আমার মরণে দুঃখ নাই।"

ইউছফ কিছুই বলিলেন না। পিতাকে আপন স্থানে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে পথশ্রান্তি দূর হইলে, ইউছফ আপন জীবন ঘটিত সমস্ত ঘটনা পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। নরপতি রায়হান তাঁহাদিগকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর এক বিরাট প্রীতিভোজের দিবসে ইউছফ আপন পিতাও বিমাতাকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে তাঁহাদের মধ্যস্থলে বসিলেন। উপস্থিত জনবৃন্দ ও তাঁহার ভ্রাতা সকল মাটীতে পড়িয়া তাহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন † সেই সময় ইউছফ ইয়াকুবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হে পিতঃ! ইহাই আমার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বপ্নের অর্থ; খোদা তাহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন।" অতঃপর খোদার নিকট প্রার্থনা করিলেন—হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ (স্বপ্ন) বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা দিয়াছ, তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহলোক ও পরলোকের বন্ধু—আমাকে বিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুর পথে আহ্বান করিও এবং সাধুদিগের সঙ্গে সম্মিলিত করিও। ইয়াকুব স্বজন সহ মিশরে বাস করিতে লাগিলেন।

---

† তৎকালে মানুষ সম্মান মানুষকে ঐ প্রকার ভাবে প্রণিপাত করিত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষের যাতনা বুঝিল এবার
দহিল যখন বিষে।

ইউছফের অন্তঃপুরে—রাজপথের একপাশে জোলায়খার বাস। দেহভরা সেই দুর্গন্ধ নাই। ছেড়া কম্বল, ময়লা কাঁথা, জীর্ণবাস সমস্তই দুর হইয়াছে, জলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, পরিস্কার সাদা কাপড় অঙ্গের শোভা বাড়াইতেছে। সেই মত্ততা, চাঞ্চল্যও তিরোহিত হইয়াছে। তপস্বিনীর মত ক্ষুদ্র কুটীরে খোদার গুণগান করিয়া দিন কাটাইতেছেন। প্রাণ ভরিয়া ইউছফকে দেখেন। অন্তর ব্যাথা কথঞ্চিৎরূপে হালকা করেন। নিরানন্দরূপ কালসর্প অন্তরকে দংশন করিয়া পূর্ব্বোবৎ বিষাক্ত করিতে পারিতেছে না। না পাওয়ার ব্যথা পূর্ব্বোবৎ আত্মহারা করিতে সক্ষম হইতেছে না। দিন যায়।

* * * *

মানুষের মনের প্রতি বিশ্বাস নাই—কখন কি হয়? স্বার্থিক প্রেমের উপাসনা করিতে গিয়া অনেক স্থলেই পরমাত্মিক প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, স্বার্থিক প্রেমকে স্বসম্মানে পাড়ি দিতে হয়। ইহা গাড় প্রেমের ধারা—নুতন নয়—প্রেমের জন্ম হইতেই এই খাম খেয়াল। সেই সৃষ্টিযুগ হইতেই ইহার জের। ইউছফের প্রতি জোলায়খার স্বার্থিক প্রেমানুরাগ, এত বাধা বিঘ্নেও যাহার একবিন্দু হ্রাস পায় নাই, জীবনব্যাপি এক অবস্থায় চলিয়া আসিতেছে, ক্রমে তাহা হ্রাস পাইল। সর্ব্ব প্রেমের আধার প্রেমময়ের উপর নিঃস্বার্থ ভাবে পতিত হইল; ঝর্ণার

জল নদীর সন্ধানে বাহির হইয়া অজ্ঞাতে সাগর বুকে স্থান পাইল।—ইউছফকে পূর্ব্বে যতবার দেখিতেন—দেখিয়া যত শান্তি পাইতেন এখন আর ততবার দেখেন না—দেখিয়া তত শান্তি পান না, স্বার্থিক প্রেম-যোয়ার ভাঁটার টানে ক্রমে একেবারেই শুকাইয়া গেল,—ভালবাসা প্রথমে দ্বিধা হইয়া পরে শূন্যে গিয়া স্থান লইল। জোলায়খা এখন সম্পূর্ণ-রূপে খোদাপ্রেমের প্রত্যাশী, এখন আর মানুষে আবশ্যক নাই, পলাশের সন্ধানে আসিয়া চন্দন পাইলে লোকে যেমন পলাশকে ত্যাগ করে, ঝিনুকের জন্য সাগরতলে ডুবিয়া মুক্তা পাইলে যেমন হাস্য মুখে ঝিনুক ছাড়িয়া মুক্তা গ্রহণ করে, সেই প্রকার ইউছফকে ছাড়িয়া খোদাকে ধরিলেন।

* * * *

জোলায়খার পূর্ব্ব রংরূপ পুনরায় ফিরিয়া আসিল, লুপ্তশ্রী ও লাবণ্য দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য লইয়া দেখা দিল। সেই যৌবন-সুলভ শফরী-চঞ্চল চাহনি ও প্রাণখোলা হাসির উপর প্রেমময়ের গভীর প্রেম-পিপাসার চাপ পড়িয়া নূতন রকমের এক শান্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল। সে সৌন্দর্য্য শুধু চোখের নয়, অন্তরেরও তৃপ্তি দায়ক, দর্শক মাত্রকেই ভক্তি ও প্রেমরসে আপ্লুত করে, সংসারের প্রতি বেদিল কাফেরকেও সংসারী করিতে পারে, মহা যোগীর যোগ ভাঙ্গিতে সক্ষম হয়।

* * * *

সবই খোদার হাত—তিনি যখন যাহাকে যেই দিকে ফিরাইয়া দেন, সে তখনই সেই দিকে ফিরিতে বাধ্য হয়। সমস্ত কলকাঠিই তাঁহার হাতে। তাঁহার যেমনি, অনন্ত লীলা তেমনি অনন্ত উদ্দেশ্য। জোলায়খা যে সময় হইতে ইউছফের প্রতি বিমুখ হইলেন ঠিক সেই

সময় হইতে খোদা ইউছফের মনকে জোলায়খার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দিলেন। জোলায়খার ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া ইউছফ ক্রমেই তাঁহাকে আপন অন্তরে স্থান দিতে লাগিলেন, প্রেমানুরাগে বাঁধা পড়িতে আরম্ভ করিলেন—জোলায়খার ভুবন ভুলান রূপ ইউছফের নিকট নূতন হইয়া দেখা দিল, অন্তরে অন্তরে ছবি আঁকা আরম্ভ হইল, তাঁহার সবই সুন্দর—হস্তপদ নাসাকর্ণ কোনটী রাখিয়া কোনটীর কথা বলিব ? কোন অংশ রাখিয়া কোন অংশের কথা উল্লেখ করিব ? সব অংশের জন্যই ইউছফ উন্মত্ত—সব কিছুই অসার জোলায়খাই একমাত্র সার, সব কিছুই অশান্তি জোলায়খাই একমাত্র শান্তি, সব কিছুই হউক চাই জোলায়খাকেই একমাত্র চাই—

জোলায়খা ধ্যান, জোলায়খা জ্ঞান, আহারে জোলায়খা, বিহারে জোলায়খা, শয়নে জোলায়খা, স্বপনে জোলায়খা, সমস্ত সময়ই জোলায়খা। জোলায়খা সব কিছুই উলটপালট করিয়া দিয়েছেন—সমস্ত কাজকর্ম্ম দূরে সরাইয়াছেন—অন্তরে বাহিরে স্থান লইয়াছেন—

ইউছফ একরাশ আশা লইয়া জোলায়খার নিকট হাজির হয় ; জোলায়খা সরিয়া পড়ে—ইউছফের দিকে ফিরিয়াও চায় না। ব্যর্থ প্রেমিকের অন্তর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। কত অনুনয়, কত বিনয়, কত সাধাসাধি, জোলায়খা কিছুতেই ইউছফকে বিবাহ করিতে রাজি হয় না, কত ফন্দী, কত মন্ত্রণা,—কত জনের কত অনুরোধ, সবই জোলায়খার দৃঢ়তার সম্মুখে ভাসিয়া যায়—

"বিদায় ক'রেছ যারে নয়ন জ'লে
এখন ফিরাবে তায় কিসের ছ'লে"

এখন প্রেমাতুর ইউছফের সম্মুখে কত দিনের কত ছবি, কত দৃশ্য ; প্রাণের ভিতর কতদিনের কত কথা—জোলায়খার প্রেম-নিবেদনের

কত অতীত স্বপ্ন, কত অতীত স্মৃতি আজ তাঁহাকে জ্বালাইতেছে—সপ্ত গৃহের ছবিগুলি কতক ভাবে মনে পড়িতেছে। সেই নির্জীব কল্পিত ছবিগুলিকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য অন্তর আজ কত বড় দুরন্ত অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। জোলায়খা ইউছফকে পাইবার জন্য সারা জীবনে যে দুঃখ পাইয়াছেন, ইউছফ আজ একদিনে তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ অনুভব করিতেছেন। এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারিতেছেন না—কেবলই উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতেছেন। চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "হায়! হায়!! আমার এই দুঃখ-কাহিনী কাহার নিকট বলিব? কে বুঝিবে? কে আমার ব্যাথায় ব্যথীত হইবে?" প্রতিধ্বনি যেন তাহার উত্তর দিতেছে—

প্রেম পথে যেবা ঘুরেনি কখন প্রেমে ম'জে নাই যারা
প্রেমের যাতনা কেমন কঠিন প্রেমের কেমন ধারা
বুঝেনি তাহারা, ধারণার দ্বারা কেমনে বুঝিবে তায়,
না-পশিলে বিষ বিষের যাতনা বিকাশ কি করা যায়?
বিমুখ হইয়া প্রেমাস্পদ যার ফিরায়ে নিয়েছে মুখ,
প্রেমের যাতনা কেমন কঠিন প্রেমেতে কেমন দুঃখ;
বুঝেছে সে জন তাহার নিকটে বল এ ব্যাথার বাণী,
তোমার যাতনা বুঝিবে সে জন লইবে যাতনা মানি।

একদিন দুই দিন করিয়া বহুদিন গত হইল, জোলায়খা কিছুতেই ইউছফকে আমল দিলেন না। আপন মনে খোদার উপাসনা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন—খোদাই তাঁহার সব, ইউছফের কাকুতি-মিনতিতে তাঁহার লক্ষ্য নাই—

ইউছফ এক দিন গভীর রাত্রে নির্জ্জনে আপন মনের আবেগ সাম্লাইতে না পারিয়া "দেহি পদ-পল্লব মুদারম" ইত্যাকার অবস্থায় দৃঢ়তার

সহিত জোলায়খার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। চোখে জল, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন—কঠিন প্রার্থনা, জোলায়খা একবার মুখ তুলিয়া দেখিলেন—আপন দৃঢ়তা বজায় রাখিয়া বলিলেন, "না আমি আর ঐ পাপ ধাঁধার ভিতরে পা ফেলিতে পারিব না—মানুষের মিথ্যা প্রেমে আমার আবশ্যক নাই। তুমি আপন পথ দেখ! আমাকে জ্বালাতন করিও না, কেন অনর্থক ঘুরিয়া মরিতেছ?—শত চেষ্টা শত অনুরোধেও কোন ফল হইবে না—মিথ্যা মরিচীকার পাশে আমাকে আর পাইবে না—যাও।"

ইউছফ লাচার—মৃত্যু তাহার পাশে। জোলায়খা অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। ইউছফও তাহার পশ্চাতে—হায় ভিক্ষুক! গৃহ হইতে গৃহান্তরে কেবলই ছুটাছুটি—মান অপমান জ্ঞান নাই। জোলায়খা বিপদ গণিলেন; যেখানে যান সেখানেই ইউছফ, লাজলজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। এক গৃহে প্রবেশ করিয়া ইউছফকে বলিলেন, "বাহির হও জ্বালাতন করিও না—আপন সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মানে মানে সরিয়া পড়।"

জোলায়খার স্বফণা কাল সাপিনীর মত সম্মুখে ইউছফ বসিয়া পড়িলেন। তাহার কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না—নীরব কাকুতি মাখা আকুল চাহনিতে উত্তর দিলেন। জোলায়খার পাষাণ মনে তাহা প্রবেশ করিল না। জোর করিয়া ইউছফকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। মহাশব্দে দরজা বন্ধ হইল। ইউছফ দরজায় পিঠ রাখিয়া রাত্রি কাটাইলেন—চোখের জলে মাটী ভিজিল। জোলায়খার দয়া হইল না—একবার দরজা খুলিয়া ইউছফকে দেখিলেন না—

অপরাহ্ণ। জোলায়খা আপন গৃহে, ইউছফ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। আপদ, আবার সেই প্রার্থনা—প্রণয় ভিক্ষা জোলায়খা

ফিরিয়াও দেখিলেন না। আপন কর্ণকে বলিলেন, "চুপ! পাপ কথায় কাজ নাই।" ইউছফের মুখে খৈ ফুটিতেছে—কিন্তু শুনে কে?—বহুক্ষণ।

ইউছফ জোলায়খার হাত ধরিতে গেলেন। জোলায়খা দেখিলেন উপায় নাই। চুপ করিয়া থাকিলেও চলিবে না। তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য দরজার দিকে ছুটিলেন। ইউছফ তাঁহার জামা ধরিলেন। জোলায়খা দাঁড়াইলেন না। জামার এক অংশ ইউছফের হাতে রহিয়া গেল—ছেড়ায় ছেড়ায় শোধ হইল—

তারপর কি জানি কেন?—খোদার আবার কি মর্জ্জি হইল, দুই-জনই দুইজনের প্রতি সমান ভাবে অনুরাগী হইল............শান্তি—

......বাসর শয্যা......

ইউছফ—তুমি আমায় ভালবাস?

জোলায়খা—কাঁপ কাঁপ ঠোঁটে উত্তর করিলেন, সে কি আজ!

—না, এখন একবার বল?

লজ্জামুখী জোলায়খা ছোট কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ বাসি—তুমি আমায় ভালবাস?

—বাসি—'

ইউছফ—বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "তবে আইস দুই প্রাণ এক হউক।" তৈমুছদুহিতা জোলায়খা ইউছফের বুকের ভিতর ঢলিয়া পড়িলেন—* * * * অধরে অধর ঠোঁটে ঠোঁট—মুখে মুখ বুকে বুক—ওঃ ....

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য বহি

১। **মোসলেম পঞ্চ-সতী**—"রাবেয়া" "রহিমা" "আছিয়া" "খোদেজা" ও "আয়েশার" অমূল্য জীবন কাহিনী। এই পঞ্চ ফুলের হার সোনার হার অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ সুন্দর চক্‌চকে সিল্কের বাঁধাই মূল্য ১।০।

২। **নির্ব্বাসীতা-হাজেরা**—হজরত এব্রাহিমের স্ত্রী, ইস্‌মাইল জবিউল্লার মাতা, লাইনে লাইনে করুণ-কাহিনী। পংক্তিতে পংক্তিতে হা হা কার, মরুভূমির সেই আর্ত্ত চীৎকার, সন্তান লইয়া ছুটাছুটি। সিল্কের বাঁধাই মূল্য ১।০।

৩। **হজরত এব্রাহিম**—ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রকৃত প্রবর্ত্তক, হানাফী ধর্ম্মের আদিম গুরু, এক খোদাবাদের চূড়ান্ত হজরত এব্রাহিমের আদর্শ জীবন চরিত। মূল্য ১।০।

৪। **রসা-ভাঁড়**—হাসির ঢেউ, হাসির তুফান, হাস্যরসের মতিচুর, রসে পরাণ ভর-পুর, ভুঁই ফোঁড়ের গড় কত, হদ্দ রসের মজা যত, গোপাল ভাঁড়ের মামা শ্বশুর একেবারে তার সাড়ে তের গুণ হাসির জাহাজ। মূল্য ।৵০।